بسم الله الرحمن الرحيم

অধ্যায়-১
আল-কুরআনুল কারিম

সূরা আল-বাকারা
সূরা আলে ইমরান
সূরা আন নিসা
ও
সূরা আল-আনফাল

সহকারি মৌলভি নিবন্ধন গাইড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায়-১ : আল-কুরআনুল কারিম

১. সূরা আল-বাকারা
২. সূরাতুল আলে ইমরান
৩. সূরাতুন নিসা
৪. সূরাতুল আনফাল

১. আল-কুরআনুল কারিম : ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে-
ক. অনুবাদ : আয়াতের বাংলায় অনুবাদ করতে হবে− ৫ × ১ = ৫
খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : উদ্ধৃত আয়াতসংশ্লিষ্ট ৩টি প্রশ্ন থাকবে; ২টির উত্তর দিতে হবে− ৩ × ২ = ৬
গ. তাহকিক : উদ্ধৃত আয়াতসমূহ হতে ৪টি শব্দ থাকবে; ২টির তাহকিক করতে হবে− ২ × ২ =৪

অনুবাদমূলক প্রশ্নোত্তর

১. সূরা আল-বাকারা

প্রশ্ন-১ : নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১-৪]

١. الٓمّٓ
٢. ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.
٣. اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.
٤. وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ. [শি. নি. প. ২০১৫,'১৬]

উত্তর : উৎস : সাইয়েদুল আম্বিয়া (স)-এর প্রতি অবতারিত আয়াতে কারিমা ক'টি সন্দেহমুক্ত কুরআনুল কারিমের সূরা 'আল-বাকারা'র প্রারম্ভিক থেকে উৎসারিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতসমূহে মহাগ্রন্থ আল্‌-কুরআনের পরিচয়, নির্ভুলতা এবং মুত্তাকীদের গুণাবলি আলোচনা করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

১. আলিফ-লাম-মীম। এর অর্থ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (স) ভালো জানেন।
২. এটা সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা পরহেযগারদের জন্যে পথ প্রদর্শনকারী।
৩. যারা অদৃশ্য বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায কায়েম করে, আর আমি তাদেরকে যে সম্পদ দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।
৪. আর যারা বিশ্বাস করে ঐ গ্রন্থের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে আপনার ওপর এবং যা নাযিল করা হয়েছিল আপনার পূর্বে; আর আখেরাতের প্রতি তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

উপসংহার : মহাগ্রন্থ আল-কুরআন একটি সন্দেহমুক্ত ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সুতরাং এ কুরআনের দিক নির্দেশনা অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে অনিবার্য সাফল্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : সূরার প্রথমে «الم» কেন ব্যবহার করা হয়েছে?

উত্তর : «الم» ব্যবহার করার কারণ :

(১) পবিত্র কুরআনের ২৯টি সূরার প্রথমে «الم»-এর ন্যায় ১৪টি সূরা حُرُوْفٌ مُقَطَّعَاتٌ দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনুল হাকিম যে ভাষা-পণ্ডিতদের প্রতি একটা বড় চ্যালেঞ্জ, মহান

আল্লাহ তা-ই প্রমাণ করেছেন। এগুলো দ্বারা অবিশ্বাসীদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য যে, তারা তো এ সামান্য অক্ষরেরই মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম নয়। সুতরাং, কীভাবে তারা আবার এর মুকাবিলা করতে পারে?

২. জমহুর আলেমগণের মতে, এ ধরনের বর্ণমালা আল্লাহ্‌র রহস্যজনিত বচন। সুতরাং, এর তত্ত্ব অনুসন্ধানে ব্যাপৃত না হয়ে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৩. যেহেতু হরফ তিনটি মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু কারা এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, আর কারা এর অর্থ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তা পরীক্ষা করার জন্যেই আল্লাহ সূরার প্রথমে الم ব্যবহার করেছেন।

৪. কারো কারো মতে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে অসীম ক্ষমতার অধিকারী, তার প্রতি দিক-নির্দেশ করেই সূরার প্রথমে الم দ্বারা শুরু করেছেন।

৫. الم যেহেতু মুতাশাবিহাত, সেহেতু অদৃশ্যের ওপর ঈমান আনার সহায়ক হওয়ায় মুহকামাতের প্রথমে আনা হয়েছে।

৬. বর্ণত্রয় আলোচনায় মনোনিবেশের জন্যে সতর্কীকরণ সংকেত। যেমন– টেলিগ্রামফ্যাক্স ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন-২ : ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ ব্যাখ্যা করুন। [শি. নি. প. '১৬]

উত্তর : ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ ব্যাখ্যা : পবিত্র কুরআন এমন গ্রন্থ, যাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। এদিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে, ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ।

দিকভ্রান্ত মানবগোষ্ঠীকে সৎপথ প্রদর্শনে মহানবী (স)-এর প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হতে থাকলে কাফির-মুশরিকরা বলতে থাকে যে, এটা আল্লাহ প্রদত্ত কোনো গ্রন্থ নয়; বরং এটা মুহাম্মদ (স) রচিত গ্রন্থ। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে ইরশাদ করেন, ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ অর্থাৎ, এটা এমন কিতাব যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ.

অর্থাৎ, তোমরা যদি আমার বান্দা মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ কিতাবে কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ কর, তবে অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে দেখাও। কিন্তু তারা আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হলো, لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ অর্থাৎ, এটা মানবরচিত কোনো গ্রন্থ নয়। দিকভ্রান্ত মানবগোষ্ঠীকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বস্তুত এটা এমন কিতাব, যাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

প্রশ্ন-৩ : "«مُتَّقِيْنَ»"-এর পরিচয় দিন। কুরআনে বর্ণিত তাদের গুণাবলি আলোচনা করুন।

অথবা, মুত্তাকীর সংজ্ঞা দিন। [শি. নি. প. '১৬]

অথবা, মুত্তাকি কারা? এ আয়াতে هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ এবং অন্য আয়াতে هُدًى لِلنَّاسِ বলার কারণ কী? [শি. নি. প. ১৫]

উত্তর : مُتَّقِيْنَ পরিচিতি

ক. আভিধানিক অর্থ : مُتَّقِيْنَ শব্দটি تُقَاةٌ বা تَقْوٰى থেকে বাবে اِفْتِعَالٌ-এর اِتِّقَاءٌ মাসদার থেকে উদ্ভূত। বহস اِسْمِ فَاعِلْ সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ শাব্দিক অর্থ– শান্তিকামী-নিরাপদে থাকার চেষ্টাকারী, সংযমী, ভীরু ইত্যাদি।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যাঁরা ঈমান গ্রহণ করে শিরক, কবিরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজ হতে নিজেদেরকে বিরত রাখে এবং আল্লাহ্র হুকুম যথাযথ পালন করে, পরিভাষায় তাঁদেরকেই মুত্তাকী বলা হয়।

২. কাতাদা (র) বলেন, যাঁরা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, আল্লাহর পথে ব্যয় করে, কিতাবসমূহে বিশ্বাস রাখে এবং আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে, তারাই মুত্তাকীন।

৩. হাসান বসরি (র)-এর মতে, যাঁরা হারাম কাজ হতে বিরত থাকে এবং ফরয কাজসমূহ পালন করে, তাঁরাই মুত্তাকীন।

৪. কালবী (র) বলেন, মুত্তাকীন তাঁরা যাঁরা কবিরা গুনাহ হতে বিরত থাকে।

৫. হাসান বসরি (র)-এর মতে, যাঁরা হারাম কাজ হতে বিরত থাকে এবং ফরয কাজসমূহ পালন করে, তাঁরাই মুত্তাকীন।

৬. তাফসিরে ইবনে কাসিরে উল্লেখ রয়েছে, মু'য়ায (রা) থেকে বর্ণিত। যাঁরা শিরক ও প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহ্র যথাযথ ইবাদত করে, তাঁরাই মুত্তাকীন।

মুত্তাকীদের গুণাবলি :

১. যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনে
২. সালাত কায়েম করে
৩. আল্লাহর পথে ব্যয় করে
৪. কিতাবসমূহে বিশ্বাস রাখে
৫. আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। এ পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যারা, তাঁরাই মুত্তাকী।

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ বলার কারণ : মহাগ্রন্থ اَلْقُرْاٰنُ الْكَرِيْمُ হলো সব মানব জাতির জন্যে পথপ্রদর্শক। কিন্তু এখানে هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ বলে মুত্তাকিদের জন্যে খাস করা হলো কেনো? هُدًى لِّلنَّاسِ বলা হলো না কেন? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে মুফাসসিরগণ বলেন–

১. আল্লামা বায়যাবি (র) বলেন, لِاَنَّهُمُ الْمُهْتَدُوْنَ بِهٖ وَالْمُنْتَفِعُوْنَ بِهٖ অর্থ– কেননা, তারাই (মুত্তাকিগণই) এ কুরআন দ্বারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং উহা অনুসরণ করে উপকৃত হয়ে থাকে।

২. আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ আয়াতে هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ দ্বারা তাদের ওই সময়ের অবস্থাকে বুঝিয়েছেন যখন তারা ঈমান গ্রহণ করে তাকওয়া অর্জন করবে এবং তাকওয়ার পোশাক পরিধান করবে। অর্থাৎ, গোমরাহী থেকে যখন হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে তখন তারা মুত্তাকি হয়ে যাবে। সে হিসেবেই তাদেরকে مُتَّقِيْنَ বলা হয়েছে। যেমন হাদিসে এসেছে, مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهٗ سَلَبُهٗ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোনো কাফির হত্যাকৃত ব্যক্তিকে হত্যা করবে তার সমুদয় মাল যা তার সাথে পাওয়া যাবে সবই হত্যাকারীকে দেয়া হবে। আর هُدًى لِّلنَّاسِ এবং هُدًى لِّلضَّالِّيْنَ এজন্যে বলা হয়নি যে, اَلنَّاسُ এবং ضَالِّيْنَ লোকেরা দু শ্রেণিতে বিভক্ত।

ক. যাদের সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, এরা হেদায়াত পাবে না; বরং بَلْ طُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ তথা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে।

খ. দ্বিতীয় দল হলো, যাদের সম্পর্কে আল্লাহর জানা আছে যে, তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবেন। সুতরাং, যদি هُدًى لِّلنَّاسِ বা هُدًى لِّلضَّالِّيْنَ বলা হয়, তাহলে উভয় দলকেই শামিল করা হয়। অথচ তাদের একদল অর্থাৎ, গোমরাহী দল হেদায়াত পাবে না। আর দ্বিতীয় দলকে সরাসরি বলতে হলে এভাবে বলতে হয়, هُدًى لِلصَّائِرِيْنَ إِلَى الْهُدٰى بَعْدَ الضَّلَالَةِ; তাই উক্ত বাক্যকে সংক্ষেপে বলা হয়েছে, هُدًي لِّلْمُتَّقِيْنَ ।

৩. কেউ কেউ বলেন, মুত্তাকিদের প্রাধান্য দানের জন্যে তাদেরকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৪. আল্লামা মুজাহিদ বলেন, হেদায়াত সকলের জন্যে عَامّ তবে এখানে مُتَّقِيْنَ-এর জন্যে خَاصْ করার কারণ হলো, তারা أَشْرَفُ الْاَفْرَادِ وَأَكْمَلُهَا

অর্থাৎ, তারাই উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ। আর তারাই اَلْكِتَابُ থেকে বেশি উপকার গ্রহণে সক্ষম।

প্রশ্ন-৪ : اَلْكِتَابُ-এর অর্থ কী? اَلْكِتَابُ দ্বারা কোন্ কিতাবকে বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : اَلْكِتَابُ পরিচিতি

ক. আভিধানিক অর্থ : كِتَابٌ শব্দটি فِعَالٌ-এর ওযনে বাবে نَصَرَ-এর ক্রিয়ামূল। এখানে اِسْمِ مَفْعُوْلٌ অর্থে ব্যবহৃত। বহুবচনে اَلْكُتُبُ আসে। এর শাব্দিক অর্থ– ১. একত্রিকরণ, ২. লিখিত পুস্তক, ৩. অনুজ্ঞা বা ফরমান, ৪. অবশ্যপালনীয় বস্তু ও ৫. লিপিবদ্ধকরণ ইত্যাদি।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : আল্লামা নাসাফি (র) বলেন, কিতাব হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, যা মহানবী (স)-এর ওপর অবতারিত, গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ এবং মহানবী (স) হতে সন্দেহাতীত পন্থায় ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত।

▶ **اَلْكِتَابُ দ্বারা উদ্দেশ্য :**

১. অধিকাংশ তাফ্সিরকারের মতে, আল্লাহ্র বাণী, ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ আয়াতে اَلْكِتَابُ দ্বারা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, كَلَامُ اللّٰهِ-এর অংশ বিশেষকেও কিতাব বলা হয়।

২. কারো মতে, اَلْكِتَابُ দ্বারা আল্লাহ্র বাণী, اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন-৫ : تَحْقِيْقْ করুন : [শি. নি. প. ২০১৫]

উত্তর : শব্দাবলির তাহকিক নিম্নরূপ–

اَلْكِتَابُ : এ শব্দটি اِسْمِ جَامِدْ রূপে ব্যবহৃত একবচন। বহুবচনে اَلْكُتُبُ আলোচ্য আয়াতে اَلْكِتَابُ শব্দ দ্বারা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারিম উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

هُدًى : এটা বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার। কিন্তু এখানে هُدًى শব্দটি اِسْمِ فَاعِلْ অর্থাৎ, هَادٍ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মাদ্দাহ : ه د ى জিনসে نَاقِصْ يَائِىْ অর্থ– পথ প্রদর্শনকারী।

مُتَّقِيْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাবে اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মাদ্দাহ و ق ى জিনসে لَفِيْف مُفْرُوق অর্থ– পরহেযগার, আল্লাহভীরু, রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গ। [শি. নি. প., '২০১৫]

يُؤْمِنُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مُضَارِعْ مُثْبَتْ مَعْرُوْف বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اِيْمَانٌ মাদ্দাহ أ م ن জিনসে مَهْمُوْزِ فَاءْ অর্থ– তারা বিশ্বাস স্থাপন করে।

يُقِيْمُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مُضَارِعْ مُثْبَتْ مَعْرُوْف বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اِقَامَةٌ মাদ্দাহ ق و م জিনসে اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– তারা কায়েম করে, প্রতিষ্ঠা করে। [শি. নি. প., '২০১৫]

رَزَقْنَا : সিগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহস مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلرِّزْقُ মাদ্দাহ ر ز ق জিনসে সহীহ। অর্থ– আমি দান করলাম, সম্পদ দিলাম।

يُنْفِقُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مُضَارِعْ مُثْبَتْ مَعْرُوْف বাবে اِفْعَالْ মাসদার اِنْفَاقٌ মাদ্দাহ ن ف ق জিনসে সহীহ, অর্থ– তারা ব্যয় করে।

اُنْزِلَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِى مَجْهُوْلْ বাবে اِفْعَالْ মাসদার اِنْزَالٌ মাদ্দাহ ن ز ل জিনসে সহীহ। অর্থ– অবতরণ করলো। [শি. নি. প. ,'২০১৫]

يُوْقِنُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غائب বহস مضارع معروف বাবে اِفْعَالْ মাসদার اِيْقَانٌ মাদ্দাহ ى ق ن জিনসে مثال يائى অর্থ– সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করে।

اَلْمُفْلِحُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাবে اِفْعَالْ মাসদার اِفْلَاحٌ মাদ্দাহ ف ل ح জিনসে সহীহ। অর্থ– তারা সফলকাম ব্যক্তিবর্গ।

প্রশ্ন-২ : নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৬-৮]

٦. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ .

٧. خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ .

٨. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ. [শি. নি. প. ২০১৭,'২৩]

উত্তর : উৎস : আলোচ্য মহিমান্বিত আয়াতসমূহ পবিত্র কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতসমূহে অবিশ্বাসীদের ঈমান গ্রহণে হঠকারিতা ও সর্বোপরি তাদের দূরাচারের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করে, তাদের জন্যে সমান কথা যে, আপনি তাদেরকে সতর্ক করেন আর না-ই করেন, তারা ঈমান আনবে না।

৭. আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণে ও তাদের কর্ণসমূহে মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তাদের চক্ষুসমূহের ওপর আবরণ রয়েছে; অনন্তর তাদের জন্যে রয়েছে বিরাট শাস্তি।

৮. আর মনুষ্য সমাজের কতক লোক রয়েছে এমন যারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি; কিন্তু তারা মুমিন নয়।

উপসংহার : অতএব, হঠকারিতামূলক মনোভাব দূর করে ঈমান গ্রহণের জন্যে হৃদয়কে প্রশস্ত করে দেয়া উচিত।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : خَتَمَ اللّٰهُ-এর মর্মার্থ লিখুন। [শি. নি. প. ২০১৭, '২০]

অথবা, خَتَمَ اللّٰهُ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? [শি. নি. প. ২০২০,'২০২৩]

উত্তর : আয়াতে خَتَمَ দ্বারা উদ্দেশ্য : বর্ণিত আয়াতে خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ الخ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের গোঁড়ামির কারণে তাদের অন্তরে মোহর বা সীল মোহর দিয়েছে।

অর্থাৎ, তাদের অন্তরে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে যার কারণে তাদের নিকট কুফরি ও অপরাধের কাজগুলোই ভালো লাগে এবং ঈমান ও সৎ কাজগুলোকে তারা অপছন্দ ও খারাপ মনে করে। আর এরূপ অবস্থা সৃষ্টির কারণ হলো তাদের গোমরাহিতে নিমজ্জিত হওয়া এবং বাপ দাদার ধর্মের অন্ধ অনুকরণ, সত্যকে উপলব্ধির ব্যাপারে অমনোযোগী হওয়া, সত্য অনুসন্ধানে বিরত থাকা। যার ফলে তাদের অন্তরে সত্য প্রবেশ করে না। মনে হয় যেন ওতে সীল মোহর মেরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, এখানে মূলত সীল মোহর মারা বুঝানো হয়নি; বরং রূপক হিসেবে সীলমোহর মারা বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন-২ : اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? [শি. নি. প. ২০২৩]

উত্তর : اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا দ্বারা উদ্দেশ্য :

মহান আল্লাহর বাণী, اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ আয়াতে اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا দ্বারা কারা উদ্দেশ্য এ সম্পর্কে–

১. কামালাইন গ্রন্থকার বলেন, اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا-এর ال হলো عَهْدِىْ; আর কাফের দ্বারা আবু জাহ্ল, আবু লাহাব এবং তাদের অনুসারী মক্কার কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে।
২. ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا দ্বারা আবূ জাহ্ল, আবু লাহাব, ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা, উত্বা, শায়বা ও তাদের ন্যায় কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, কুফরি অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়েছে।
৩. আবুল আলীয়া বলেন, পরিখা যুদ্ধে মদিনা আক্রমণকারী মুশরিক বাহিনীর অধিনায়কগণ উদ্দেশ্য।
৪. দ্বাহ্হাক (র) বলেন, আবু জাহল এবং তার ঘরের পাঁচজন উদ্দেশ্য।
৫. ইবনে সায়েব (র) বলেন, হুয়াই ইবনে আখতাবসহ ইহুদিদের একটি দল উদ্দেশ্য।
৬. কারো মতে, আরবের সব মুশ্রিক উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন-৩ : ءَاَنْذَرْتَهُمْ-কে কয়ভাবে পড়া যায় এবং কী কী?

উত্তর : ءَاَنْذَرْتَهُمْ-এর কিরায়াতসমূহ : সম্মানিত ক্বারীগণ ءَاَنْذَرْتَهُمْ-কে যে সব ক্বিরায়াতে পাঠ করেছেন, তা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো–

১. হাম্যাদ্বয়কে ঠিক রেখে পাঠ করা। যেমন– ইবনে আমের এবং কুফীদের পঠনরীতি।
২. দ্বিতীয় হাম্যাকে تَخْفِيْف করে بَيْنْ بَيْنْ পাঠ করা– ءَاَنْذَرْتَهُمْ
৩. দ্বিতীয় হাম্যাকে اَلِف-এর সাথে পরিবর্তন করে পাঠ করা। যেমন– آنْذَرْتَهُمْ এটা نَافِعْ -এর পঠনরীতি।
৪. উভয় হাম্যার মাঝখানে اَلِف مُخَفَّفْ প্রবেশ করিয়ে পাঠ করা। যেমন– ءَاأَنْذَرْتَهُمْ
৫. উভয় হাম্যার মাঝখানে اَلِف তাসহীলের সাথে পাঠ করা এবং দ্বিতীয় হাম্যাকে بَيْنْ بَيْنْ পাঠ করা। যেমন– ءَاَنْذَرْتَهُمْ
৬. هَمْزَةٌ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ-কে হযফ করে পাঠ করা। যেমন– اَنْذَرْتَهُمْ
৭. هَمْزَةٌ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ-কে হযফ করে এবং এর হরকতকে সাকিনের ওপর اِلْقَاءْ করে পাঠ করা। যেমন– عَلَيْهِمْ اَنْذَرْتَهُمْ

৮. উভয় হাম্‌যাকে হযফ করে পূর্ববর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পাঠ করা। যেমন– عَلَيْهِمْ نَذَرْتَهُمْ এই পঠনরীতিটি সম্পূর্ণ বিরল।

৯. ইবনে আমর (র) ও ইবনে কাসীর (র) দ্বিতীয় হাম্‌যাকে তাস্‌হীল সহকারে পাঠ করেছেন। যেমন– أَأَنْذَرْتَهُمْ।

১০. هَمْزَةْ مُسَهَّلَةْ এবং অপর হাম্‌যার মাঝে اَلِفْ বাকি রেখে তাস্‌হীল-সহকারে এবং তাস্‌হীল পরিত্যাগ করে পাঠ করা।

প্রশ্ন-৪ : سَمِعَ–কে একবচন এবং اَبْصَارْ–কে বহুবচন নেয়ার কারণ কী?

উত্তর : سَمِعَ কে একবচন কিন্তু اَبْصَارْ–কে বহুবচন নেয়ার কারণ :

মহান আল্লাহর বাণী, خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ আয়াতে سَمِعَ শব্দটিকে وَاحِدْ তথা একবচন নেয়ার পেছনে অনেক যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। যা নিম্নরূপ–

১. অধিকাংশ মুফাস্‌সির ও নাহুবিদের মতে, سَمِعَ শব্দটি মাসদার ও ইসমে জিনস, মাসদারের جَمْعْ হয় না, কম-বেশি সবই বুঝায়। তাই سَمِعَ-এর ব্যবহার আয়াতে যথার্থই হয়েছে।

২. বিশিষ্ট নাহুশাস্ত্রবিদ আল্লামা সিবাওয়াইহি (র) বলেন, سَمِعَ শব্দটি দু'টি বহুবচনের মাঝখানে অবস্থান করায় এটাও ভাবগতভাবে বহুবচন।

৩. কারো মতে, سَمِعَ-এর পূর্বে একটি مُضَافْ উহ্য আছে। مُضَافِ اِلَيْهِ উল্লেখ করা হয়েছে। মূল ইবারত হবে, عَلٰى حَوَاسِ سَمْعِهِمْ اَوْ عَلٰى مَوَاضِعِ سَمْعِهِمْ অর্থাৎ, শ্রবণ ইন্দ্রিয়সমূহের ওপর, অথবা শ্রবণস্থলসমূহের ওপর।

৪. কারো মতে, سَمِعَ প্রত্যঙ্গটিতে একই সময়ে চতুর্দিক থেকে শ্রুত ও অনুভূত বহু বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবার কারণে একবচন নেয়া হয়েছে, যা جَمْع-এর অর্থ দেয়। কেননা, কর্ণ দ্বারা একই সময় বিভিন্ন দিক থেকে শ্রবণ করা সম্ভব হয়। আর بَصَرْ দ্বারা একই সময়ে চতুর্দিকে দেখা ও অনুভব করা সম্ভব নয় বলে তাকে جَمْعُ ব্যবহার করা হয়েছে।

৫ কেউ কেউ বলেন, মূল কেরায়াত ছিল, عَلٰى اَسْمَاعِهِمْ

প্রশ্ন-৫ : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ الخ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করুন।

উত্তর : আয়াতের শানে নুযূল : লুবাবুন নুকূল ফি আস্‌বাবিন নুযূল গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের দুইটি শানে নুযূল বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উল্লিখিত আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও মাতাব ইবনে কুশাইর প্রমুখ মুনাফিকদের চরিত্র বর্ণনা করে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হলে ঈমানের কথা ঘোষণা করতো, আর কাফিরদের সাথে মিলিত হলে কুফরি ঘোষণা করতো।

একদা আলি (রা) মুনাফিক নেতা ইবনে উবাই ও তার সাথিদেরকে কপটতা পরিহার করে সত্যের পথ বেছে নেয়ার আহ্বান জানান। তখন তারা বলে, আরে! কি আশ্চর্য! আমাদের মত খাঁটি মুসলমানদেরকে তুমি মুনাফিক বলেছো? এ প্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

প্রশ্ন-৬ : تَحْقِيْقْ করুন : [শি. নি. প. ,'১৭, '২০]

উত্তর : শব্দাবলির তাহকিক নিম্নরূপ–

كَفَرُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مَعْرُوْف مُطْلَقْ مَاضِيْ বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْكُفْرُ মাদ্দাহ ك ف ر জিনসে সহীহ। অর্থ– তারা অস্বীকার করল, গোপন করলো, কুফরী করলো। [শি. নি. প. ২০১৭]

أَنْذَرْتَهُمْ : সিগাহ اَنْذَرْتَ حَاضِرْ مُذَكَّرْ وَاحِدْ বহস مَعْرُوْف مُطْلَقْ مَاضِيْ বাবে اِفْعَالْ মাসদার اِنْذَارٌ মাদ্দাহ ن ذ ر জিনসে সহীহ। অর্থ– আপনি ভয় প্রদর্শন করলেন, এখানে هم যমীরটি ضَمِيْرِ مَنْصُوْبِ مُتَّصِلْ।

لَايُؤْمِنُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف نَفِيْ فِعْلِ বাবে اِفْعَالْ মাসদার اِيْمَانٌ মাদ্দাহ أ م ن জিনসে مهموز فا অর্থ– তারা ঈমান আনবে না, বিশ্বাস স্থাপন করবেনা। [শি. নি. প. ২০১৭]

خَتَمَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مَعْرُوْف مُطْلَقْ مَاضِيْ বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلْخَتْمُ জিনস সহীহ। অর্থ– সীল করে দিয়েছেন, রুদ্ধ করে দিয়েছেন।

قُلُوْبٌ : এটা اِسْمِ جَامِدْ বহুবচন, একবচনে قَلْبٌ অর্থ– অন্তঃকরণ। وَسُمِّيَ قَلْبًا لِتَقَلُّبِهٖ فِي الْاُمُوْرِ وَلِتَصَرُّفِهٖ فِي الْاَعْضَاءِ আয়াতে قَلْبٌ দ্বারা উদ্দেশ্য, مَحَلُّ الْقُوَّةِ الْعَاقِلَةِ مِنَ الْفُوَادِ (রুহুল বায়ান)। [শি. নি. প. ২০১৭]

سَمْعٌ : শব্দটি বাবে سَمِعَ يَسْمَعُ-এর মাসদার, অর্থ– শ্রবণ করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী, وَاسْمَعُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আল্লামা কারখি (র) বলেন, এখানে سَمِعَ দ্বারা مَوَاضِعُ السَّمْعِ উদ্দেশ্য একবচন, বহুবচনে اَسْمَاعٌ অর্থ– কান বা শ্রবণশক্তি।

غِشَاوَةٌ : শব্দটি فِعَالَةٌ-এর ওযনে বাবে سَمِعَ-এর মাসদার। মাদ্দাহ يَائِيْ نَاقِصِ জিনসে اِسْمِ جَامِدْ এটা غ ش ى–ও হতে পারে। কেননা, এর বহুবচনে غِشَاوَاتٌ اَغْشِيَةٌ আসে। অর্থ– পর্দা, আবরণ, আচ্ছাদন। উল্লিখিত আয়াতে এর অর্থ– غِطَاءٌ فَلَا يَبْصُرُوْنَ الْحَقَّ অর্থাৎ, এমন পর্দা যদ্দরুন তারা সত্যকে দেখতে পায় না। যেমন আল্লাহর বাণী, وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى

يَقُوْلُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মাদ্দাহ ق و ل জিনসে اَجْوَفِ وَاوِيْ অর্থ– সে বলে।

প্রশ্ন-৩ : নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১১–১৩]

১১. وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ.

১২. قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ. اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ.

১৩. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاۤءُ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاۤءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ. [শি. নি. প. ২০১৩]

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতসমূহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা আল-বাকারা থেকে উদ্ধৃত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতসমূহে মুনাফিকদের অসামাজিক কার্যকলাপ এবং তাদের দুরভিসন্ধির অশুভ পরিণামের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

১১. আর যখন তাদেরকে বলা হয় 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না,' তখন তারা বলে, 'আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী।'

১২. সাবধান! এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু এরা তা বুঝে না।

১৩. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা ঈমান আন, যেমন ঈমান এনেছে অন্যান্য মানুষগণ। তখন তারা বলে, আমরা কি তেমনি ঈমান আনবো যেমনি ঈমান এনেছে নির্বোধরা।' সাবধান! এরাই নির্বোধ; কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না।

উপসংহার : মুনাফিকদের প্রকৃত চরিত্র ছিল দুরভিসন্ধিমূলক। আল-কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতে তাদের এ দুরভিসন্ধির তীব্র সমালোচনা করে মু'মিনদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : فَسَادٌ শব্দের মর্মার্থ লিখুন।

উত্তর : فَسَادٌ শব্দের মর্মার্থ : فَسَادٌ শব্দটির মর্ম হচ্ছে, কোনো বাস্তব বিরোধ তথা অস্বাভাবিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ করা। যা সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। যেমন– صَلَاحٌ শব্দটির মর্ম হচ্ছে, কাঙ্ক্ষিত ও গঠনমূলক কাজ করা। صَلَاحٌ এবং فَسَادٌ শব্দ দু'টি পরস্পর বিরোধী।

এদিক থেকে একজন ব্যক্তির ঈমান আনাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু মানুষের এ স্বভাব বিরোধী কার্যক্রমকে আল্লাহ তা'য়ালা فساد হিসেবেই আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, কুফরীর পরিণামই হচ্ছে সামাজিক বিপর্যয়।

প্রশ্ন-২ : لَاتُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ-এর ব্যাখ্যা লিখুন।

উত্তর : لَاتُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য বাক্যটি মূলত মুনাফিকদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। মুনাফিকদের চরিত্র দ্বিমুখী। তারা রাসূল (স) তথা ঈমানদারদের সাথে একত্রিত হলে ঈমানের কথা প্রকাশ করত। পক্ষান্তরে, কাফির তথা ইসলাম বিরোধীদের সাথে মিলিত হলে কুফরির কথা ব্যক্ত করতো। ফলশ্রুতিতে মু'মিনদের যাবতীয় পরিকল্পনা ও আচার-বিধি কাফিরদের সামনে প্রকাশ হয়ে যেত। এ দ্বিমুখী কার্যক্রমের পরিণাম হয়ে দাঁড়ায় বিপর্যয়কর সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি। মহান আল্লাহ তাদেরকে এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্যেই উক্ত নির্দেশনামা জারি করেন।

প্রশ্ন-৩ : كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ দ্বারা কারা উদ্দেশ্য? লিখুন।

অথবা, اَلنَّاسُ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? [শি. নি. প. ২০১৩]

উত্তর : كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ দ্বারা উদ্দেশ্য : তাফসিরকারদের ঐকমত্য হচ্ছে, اَلنَّاسُ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে আসহাবে রাসূল (স)। অবশ্য কারো মতে, আহলে কিতাবদের মধ্যকার ঈমানদারগণ উদ্দেশ্য। যেমন– আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সাথিরা।

প্রশ্ন-৪ : اَلسُّفَهَاءُ শব্দের অর্থ ও তার উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : اَلسُّفَهَاءُ শব্দের অর্থ ও তার উদ্দেশ্য : اَلسُّفَهَاءُ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে اَلسَّفِيْهُ অর্থ–নির্বোধ, বোকা ইত্যাদি। উল্লিখিত আয়াতে দু'বার سَفِيْهٌ শব্দ এসেছে। আয়াতের মর্ম দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথম اَلسُّفَهَاءُ দ্বারা মুনাফিক কর্তৃক আখ্যায়িত সাহাবায়ে কিরামগণকে বুঝানো হয়েছে। যা ছিল মিথ্যা। দ্বিতীয় اَلسُّفَهَاءُ দ্বারা আল্লাহ কর্তৃক আখ্যায়িত মুনাফিকরা উদ্দেশ্য। যা ছিল প্রকৃত সত্য।

প্রশ্ন-৫ : تَحْقِيْق করুন : [শি. নি. প. ২০১৩]

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

لَا تُفْسِدُوْا : সিগাহ حَاضِرْ مُذَكَّرْ جَمْع বহস نَهِيْ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِفْسَادٌ মাদ্দাহ ف س د জিনস সহীহ। অর্থ– তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। [শি. নি. প. ২০১৩]

قَالُوْا : সিগাহ غَائِبْ مُذَكَّرْ جَمْع বহস مَاضِيْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মাদ্দাহ ق و ل জিনসে اَجْوَفِ وَاوِيْ অর্থ–তারা বললো।

مُصْلِحُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাবে اِفْعَالْ মাসদার اِصْلَاحٌ মাদ্দাহ ص ل ح জিনস সহীহ। অর্থ শৃঙ্খলা রক্ষাকারীগণ, কল্যাণ সাধকগণ। [শি. নি. প. ২০১৩]

نُؤْمِنُ : সিগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মাদ্দাহ أ م ن জিনসে مَهْمُوْزِ فَاءْ অর্থ– আমরা ঈমান গ্রহণ করবো।

اَلسُّفَهَاءُ : اَلسُّفَهَاءُ মাসদার থেকে গঠিত سَفِيْهٌ সিফতে মুশাব্বাহ এর সিগার বহুবচন। যারা পাপাচার ও অসামাজিকতাকে দূষণীয় বলে বুঝতে পারে না; বরং অসামাজিক কাজে আস্ফালন প্রদর্শন করে, এরূপ ব্যক্তিদেরকে سَفِيْهٌ বলা হয়। [শি. নি. প. ২০১৩]

প্রশ্ন-৪ : নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১৪–১৬]

١٤. وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ.

١٥. اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ.

١٦. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ.

উত্তর : উৎস : প্রশ্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহ অলংকার সমৃদ্ধ গ্রন্থ আল-কুরআন-এর সূরা 'আল-বাকারা' থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : উদ্ধৃত আয়াত কারিমাসমূহ মুনাফিকদের প্রতারণামূলক আচরণের তীব্র সমালোচনা করে তাদের কঠিন পরিণতির কথা উল্লেখ করেছে।

সরল অনুবাদ :

১৪. যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন তারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। আর যখন তারা নির্জনে মিলিত হয় তাদের শয়তানদের তথা দলপতিদের সাথে, তখন তারা বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি; আমরা তাদের সাথে উপহাস করি মাত্র।'

১৫. আল্লাহ তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপের জবাব দেন। আর অবকাশ দেন তাদেরকে তাদের উশৃঙ্খলতায়। আর তারা উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

১৬. ওরাই ঐ সব লোক যারা হেদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা খরিদ করেছে। তাদের এ ব্যবসা লাভজনক হয় নি, আর তারা সঠিক পথপ্রাপ্তও হতে পারে নি।

উপসংহার : মুনাফিকরা সর্বত্র ঘৃণিত। দুনিয়ার জীবনে তারা তো লাঞ্ছিত বটেই, পরকালীন জীবনে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : شَيْطَانٌ অর্থ কী? شَيَاطِيْنُ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : شَيَاطِيْنُ অর্থ : شَطْنٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে شَيَاطِيْنُ শব্দটি شَطْنٌ বা شَيْطٌ মূলধাতু থেকে উদ্ভূত। শাব্দিক অর্থ, দাম্ভিক, অহংকারী, ভ্রান্ত, প্রজ্জলিত, বিতাড়িত ইত্যাদি।

পরিভাষায় : সত্য ও সরল পথ থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত সবকে شَيْطَانٌ (শয়তান) বলা হয়।

▶ شَيَاطِيْنُ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** আল্লামা ইবনে জারির তাবারি (র)-এর মতে, شَيَاطِيْنُ দ্বারা আল্লাহর পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী সর্বপ্রকার দাম্ভিক ব্যক্তি উদ্দেশ্য।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র)-এর মতে, মুনাফিক দলপতিদেরকে বুঝানো হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, شَيَاطِيْنُ দ্বারা ইহুদিদের পাঁচ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন-২ : وَإِذَا لَقُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ...الخ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করুন।

উত্তর : আয়াতের শানে নুযূল : ইমাম বায়যাবী (র) আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনায় বলেন, আবু বকর (রা), ওমর (রা) ও আলি (রা) একদা এক জায়গায় বসেছিলেন, এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথিরা সেখান দিয়ে গমন করছিল। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার সাথিদেরকে বলল, তোমরা দেখ, তোমাদের থেকে আমি এ নির্বোধদেরকে প্রতারণা করে কিভাবে আত্মপ্রণোদিত করে দেই। অতঃপর সে প্রত্যেকের হাত ধরে পৃথক পৃথকভাবে উচ্ছ্বাস ভরে তাঁদের গুণাবলি বর্ণনা করল, যাতে বাহ্যিকভাবে বুঝা যায়, সে নিজেও একজন খাঁটি মুসলমান। মূলত এটা ছিল সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ। তখন তাদের এ দ্বি-মুখী আচরণের সমালোচনা করে আলোচ্য মহিমান্বিত আয়াতমালা অবতীর্ণ হয়।

প্রশ্ন-৩ : ঠাট্টা তো আল্লাহ্র জন্যে শোভনীয় নয়, তাহলে তিনি কীভাবে اِسْتِهْزَاءٌ করবেন?

উত্তর : আল্লাহর পক্ষ থেকে ঠাট্টার ধরন :

মহান আল্লাহ্র বাণী, اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ পরকালে মুনাফিকদের সাথে ঠাট্টা করবেন। এটা আল্লাহর জন্যে কীভাবে শোভনীয় হতে পারে? এর উত্তর হচ্ছে–

১. আল্লাহ তাদের উপহাসের প্রতিফল প্রদান করবেন।

৪. মু'মিনদের সাথে উপহাসের ক্ষতি তাদের ওপরই পতিত হবে, মনে হয় যেন আল্লাহ্-ই তাদের সাথে উপহাস করছেন।

৫. পরকালে আল্লাহ্র ঠাট্টার ধরন এরূপ হবে যে, মুনাফিকরা বেহেশতের দরজা খোলা দেখে প্রবেশ করার জন্যে দৌড়ে যাবে, অমনি তাদের সামনেই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী, فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ।

৬. اِسْتِهْزَاءٌ দ্বারা হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য। সুতরাং, اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ অর্থ হবে, আল্লাহ তাদেরকে অপমানিত করবেন।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْقْ করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْقْ করা হলো–

اٰمَنُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাবে اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মাদ্দাহ أ م ن জিনসে مَهْمُوْزِ فَاءْ অর্থ– তোমরা ঈমান গ্রহণ কর।

خَلَوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْخَلْوَةُ وَالْخُلْوَانُ মাদ্দাহ خ ل و জিনসে نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– তারা নিরালায় মিলিত হয়।

مُسْتَهْزِئُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাবে اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِهْزَاءُ মাদ্দাহ ء ز ى জিনসে نَاقِص يَائِىْ অর্থ– উপহাসকারী, ব্যাঙ্গাচরণকারী।

يَعْمَهُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে فَتَحَ মাসদার اَلْعَمُوْهَةُ মাদ্দাহ ع م ه জিনসে সহীহ। অর্থ– তারা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছে, দিশেহারা হয়ে ফিরছে।

اِشْتَرَوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِيْ مَعْرُوْف বাবে اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ মাদ্দাহ ش ر ى জিনসে نَاقِص يَائِيْ অর্থ– তারা ক্রয় করেছে।

مَا رَبِحَتْ : সিগাহ وَاحِد مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহস نَفِيْ فِعْلِ مَاضِيْ مَعْرُوْف বাবে سَمِعَ মাসদার اَلرِّبْحُ মাদ্দাহ ر ب ح জিনসে সহীহ। অর্থ–তা লাভজনক হয়নি।

প্রশ্ন-৫ : নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১৭–২০]

١٧. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاۤءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ.

١٨. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ.

١٩. اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكٰفِرِيْنَ.

٢٠. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا اَضَاۤءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ وَ اِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا وَلَوْشَاۤءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

উত্তর : উৎস : অনুবাদ্য আয়াতমালা আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতসমূহে কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদের ন্যক্কারজনক পরিণামকে চমৎকার উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

১৭. তাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত, যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলো অতঃপর সেই অগ্নি যখন তার চতুর্দিক আলোকিত করল, তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের আলো নিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দিলেন। এমতাবস্থায় তারা কিছুই দেখতে পায় না।

১৮. তারা বধির, বাকশক্তিহীন, অন্ধ। সুতরাং তারা প্রত্যাবর্তন করবে না।

১৯. অথবা (তাদের উদাহরণ) আকাশের মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণের মত, যে মেঘে রয়েছে তিমির অন্ধকার, বজ্র' এবং বিদ্যুৎ ঝলকানি। তারা বজ্রধ্বনির কারণে মৃত্যু-ভয়ে তাদের কর্ণকুহরে অঙ্গুলির অগ্রভাগ প্রবিষ্ট করে দেয়। আর আল্লাহ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টনকারী।

২০. বিদ্যুৎ ঝলকানি যেন তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়ে যায়। বিদ্যুৎ যখন তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়, তারা উহাতে চলতে আরম্ভ করে। আর যখন তাদের ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায়, তখন তারা দাঁড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি উভয় নিয়ে যেতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাশক্তিমান।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, নিফাকী চরিত্র জঘন্য। এ জঘন্য চরিত্র থেকে মুক্ত থাকা সব মু'মিনের একান্ত কর্তব্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : اَلصَّيِّبُ দ্বারা কী উদ্দেশ্য? বর্ণনা করুন।

উত্তর : اَلصَّيِّبُ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلصَّيِّبُ-এর অর্থ হলো বর্ষণউম্মুখ ঘনকালো মেঘ। মেঘ যখন বেশি হয় তখন তা কালো আকার ধারণ করে। ঐ কালো মেঘ যখন রাত্রের অন্ধকারে দেখা দেয়, তখন অন্ধকার আরও প্রকট হয়। অপর দিকে যখন বৃষ্টি ঘন হয় তখনও জমিন অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে।

এ অবস্থাটি রাতে হলে তিমির অন্ধকার পরিদৃষ্ট হয়। এখানে اَلصَّيِّبُ দ্বারা বর্ষণমুখর মেঘ অথবা মেঘ ও বৃষ্টির যে কোনো একটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যে কোনো একটি উদ্দেশ্য হলেও এখানে উদ্দেশের ব্যত্যয় ঘটে না। (কাবির)

প্রশ্ন-২ : نُوْرٌ ও ضَوْءٌ-এর মধ্যকার পার্থক্য লিখুন।

উত্তর : نُوْرٌ ও ضَوْءٌ-এর মাঝে পার্থক্য : نُوْرٌ হলো ঐ জ্যোতি বা আলো যা কোনো উজ্জ্বল বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয় এবং যার মধ্যে স্নিগ্ধতা থাকে, আর যে আলোকপিণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত কিরণের উজ্জ্বলতার সাথে সাথে তাপ ও তীব্রতা বিদ্যমান থাকে উহাকে ضَوْءٌ বলে। মোটকথা স্নিগ্ধ কোমল আলোকে نُوْرٌ বলে। আর প্রখর তীব্র আলোকে ضَوْءٌ বলা হয়। এ জন্য চন্দ্র ও সূর্যের আলোকে বলা হয় যথাক্রমে ,ضَوْءُ الشَّمْسِ نُوْرُ الْقَمَرِ কখনো কখনো উভয়টি সম অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন-৩ : يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ-এর ব্যাখ্যা লিখুন।

উত্তর : يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ-এর ব্যাখ্যা : আয়াতটির শব্দগত অর্থ হচ্ছে, তারা বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে তাদের আঙ্গুলগুলো কর্ণকুহুরে প্রবেশ করিয়ে দিত। মূলতঃ তারা কর্ণকুহরে সম্পূর্ণ আঙ্গুল প্রবেশ করাতো না। আর তা সম্ভবও নয়; বরং আঙ্গুলের অগ্রভাগ প্রবেশ করাতো। তাই আয়াতের অর্থ হবে, يَجْعَلُوْنَ آنَامِلَ اَصَابِعِهِمْ এখানে তাদের অস্বাভাবিক ভীতিজনক অবস্থার আধিক্য বুঝানোর জন্য সম্পূর্ণ আঙ্গুল বলে উহার অগ্রভাগকে বুঝানো হয়েছে। মনে হয় যেন তারা পুরো অঙ্গুলীই প্রবেশ করিয়ে দিবে। যাতে বজ্রধ্বনি মোটেও শুনতে না পায়।

প্রশ্ন-৪ : مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ-এর মর্মার্থ বর্ণনা করুন।

উত্তর : مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ-এর মর্মার্থ : আল্লাহ তা'য়ালা কাফেরদেরকে পরিবেষ্টনকারী। জ্ঞানের দিক থেকেও তিনি তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছেন। ক্ষমতার দিক থেকেও তিনি তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছেন। মূলতঃ এখানে উপমার মাধ্যমে কাফেরদের সাথে আল্লাহর আচরণ তুলে ধরা হয়েছে। এটাকে অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় اِسْتِعَارَةٌ تَمْثِيْلِيَّةٌ বলে। যেরূপ কাউকে বেষ্টন করে রাখলে বেষ্টিত ব্যক্তি বেষ্টনকারীকে ফাঁকি দিয়ে পলায়ন করতে পারে না। কাফিরদের অবস্থাও তদ্রূপ। তাদের এই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত তাদেরকে মুক্তি দিতে পারবে না।

প্রশ্ন-৫ : تَحْقِيْقٌ করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْقٌ করা হলো–

اِسْتَوْقَدَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِيْقَادُ মাদ্দাহ و ق د জিনসে مِثَالِ وَاوِىْ অর্থ– প্রজ্বলিত করলো।

لَايُبْصِرُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস نَفِىْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلْبَصَرُ মাদ্দাহ ب ص ر জিনসে সহীহ। অর্থ– তারা দেখবে না।

يَجْعَلُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে فَتَحَ মাসদার اَلْجَعْلُ মাদ্দাহ ج ع ل জিনসে সহীহ। অর্থ– তারা করে, রাখে।

يَكَادُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে كَادَ يَكَادُ মাসদার اَلْكَوْدُ মাদ্দাহ ك و د জিনসে اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ–উপক্রম হয়ে।

يَخْطَفُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ বাবে سَمِعَ মাসদার اَلْخَطْفَانُ মাদ্দাহ خ ط ف জিনসে صَحِيْحْ । অর্থ–ছোঁ মেরে নেয়। اَلْخَطْفُ

مَشَوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস فِعْلِ مَاضِيْ مَعْرُوْفْ বাবে اِثْبَاتْ মাসদার ضرب اَلْمَشِيْئَةُ মাদ্দাহ ش ى ء জিনসে مُرَكَّبْ অর্থ– পদব্রজে চললো।

قَامُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস فِعْلِ مَاضِيْ مَعْرُوْفْ বাবে اِثْبَاتْ মাসদার نَصَرَ اَلْقِيَامُ মাদ্দাহ ق و م জিনসে اَجْوَفِ وَاوِيْ অর্থ– তারা দাঁড়ালো।

প্রশ্ন-৬ : নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ২১-২৩]

٢١. يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

٢٢. الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

٢٣. وَ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

[শি. নি. প. ২০০৫, ১১, '১৪, '২০]

উত্তর : উৎস : আলোচ্য অমীয় বাণীসমূহ পবিত্র কুরআনুল কারিমের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতসমূহে আরবের পণ্ডিতবর্গের সামনে কুরআন স্বয়ং আল্লাহর কালাম হওয়ার পক্ষে চ্যালেঞ্জস্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

২১. হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী সকলকে সৃষ্টি করেছেন। তবেই তোমরা আল্লাহভীরু হতে পারবে।

২২. যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি আকাশ হতে অবতীর্ণ করেন পানি, তৎপর তা দ্বারা তোমাদের জীবিকাস্বরূপ ফলমূল থেকে (অনেক কিছু) বের করেন। অতএব, তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহর জন্যে সমকক্ষ সত্তা সাব্যস্ত করো না।

২৩. আর যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে এ কিতাবের ব্যাপারে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে তোমরা একটি টুকরো রচনা করো, যা এর সমতূল্য। এক আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সেসকল সাহায্যকারীদেরকে আহ্বান করো। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। অতঃপর যদি তা করতে না পারো, আর অবশ্য তা তোমরা কখনো পারবে না। তাহলে সে আগুনকে ভয় করো, যার জ্বালনি হবে মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত করা হলো অমান্যকারীদের জন্য। জাহান্নামের জ্বালানি হবে মানুষ অর্থাৎ, কাফের, পাথর অর্থাৎ, তাদের মূর্তিসমূহ। আর জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে এই, আল্লাহর কালামের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো এবং এর বিধি-বিধানের ওপর আমল করো, তাহলে জান্নাত জুটবে।

উপসংহার : পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়াতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। অতএব যারা কুরআন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ দ্বারা কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে? [শি. নি. প. '১৪, '২০]

উত্তর : يَا اَيُّهَا النَّاسُ **দ্বারা যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে :** ইবনে মাসউদ (রা), আলকামা, হাফেজ, হাসান (র) প্রমুখের মতে, সাধারণত يَا اَيُّهَا النَّاسُ দ্বারা মক্কাবাসীদের সম্বোধন করা হয়।

আর يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا দ্বারা মদিনাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়। এ জন্যে অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, আলোচ্য আয়াতে اَلنَّاسُ দ্বারা মুমিন, কাফের, মক্কাবাসী ও মদিনাবাসী নির্বিশেষে সকল মানুষই উদ্দেশ্য।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতি (র) বলেন, اَلنَّاسُ দ্বারা শুধু মক্কাবাসীকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তবে ইসলাম সার্বজনীন দ্বীন হিসেবে اَلنَّاسُ শব্দ দ্বারা সামগ্রিক মানব সমাজ উদ্দেশ্য হওয়া যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন-২ : وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ বলতে কী বুঝেন? [শি. নি. প. ২০২০]

উত্তর : وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ আয়াতাংশটি পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২১তম আয়াত يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ الخ আয়াতের উল্লেখযোগ্য অংশ বিশেষ। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মক্কার কাফের ও মুনাফিকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, হে লোক সকল অর্থাৎ, মক্কার কাফের মুনাফিকরা শোন! তোমরা আমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত করো যিনি তোমাদের সৃষ্টি করলেন। আর ইবাদত বরতে বুঝায় নিজের অন্তরে মাহাত্ম্য ও ভীতি জাগ্রত রেখে সর্ব শক্তিমান আল্লাহর অনুগত ও তাবেদারী হয়ে নিজেকে নিয়োজিত করা এবং সব অবাধ্যতা ও নাফরমানি থেকে দূরে থাকা। এরপর আল্লাহ তায়ালা ইবাদত না করে বিরত থাকার কোনো উপায়ই নেই প্রসঙ্গে তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন–

১. ইবাদত কেনো করবে না? কারণ, তিনি তো رَبَّكُمْ তথা তোমাদের রব।

২. اَلَّذِى خَلَقَكُمْ অর্থাৎ, যিনি তোমাদেরকে সৃজনও করলেন।

৩. اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ অর্থাৎ, যিনি শুধু তোমাদেরই সৃষ্টি করলেন এমন নয়; বরং তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি গোষ্ঠীকেও সৃষ্টি করেছেন। অতএব, যার মাঝে এসব গুণ-মহিমার সমাবেশ ঘটেছে, একমাত্র তারই ইবাদত করা উচিত, যিনি ভিন্ন অপর কোনো ইলাহ নেই।

মোটকথা, يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ..... وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ আয়াত থেকে বুঝতে পারলাম যে, কাফেরদেরকে এক সত্তার ইবাদত ও একত্ববাদের জন্য দাওয়াত দেয়া হয়েছে, যিনি ব্যতীত অপর কোনো সত্তা আদৌ ইবাদতের যোগ্য নয়।

প্রশ্ন-৩ : তাহকিক করুন : [শি. নি. প. ২০১১, '১৪,]

اُعْبُدُوْا، تَتَّقُوْنَ، اَنْزَلَ، اَخْرَجَ، ثَمَرَاتٌ، شُهَدَاءُ، فَأْتُوْا.

اُعْبُدُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ مَعْرُوْف বহস اَمْرِ حَاضِرْ বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعِبَادَةُ মাদ্দাহ ع ب د জিনস সহীহ। অর্থ– তোমরা দাসত্ব স্বীকার করো, ইবাদত করো। [শি. নি. প. ২০১১, '১৪]

تَتَّقُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মাদ্দাহ و ق ى জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– তোমরা ভয় করবে, আত্মসংযমী হবে। [শি. নি. প. ২০১৪]

اَنْزَلَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِنْزَالُ মাদ্দাহ ن ز ل জিনস সহীহ। অর্থ– তিনি অবতীর্ণ করলেন। [শি. নি. প. ২০১১, '১৪]

اَخْرَجَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِخْرَاجُ মাদ্দাহ خ ر ج জিনস صَحِيْحْ অর্থ– বের করলো। উদ্‌গত করলো।

ثَمَرَاتٌ : এটি اِسْمِ جَامِدْ ও বহুবচন। একবচনে ثَمَرَةٌ অর্থ– ফলমূল। [শি. নি. প. ২০১৯]

شُهَدَاءُ : শব্দটি বহুবচন। একবচনে شَهِيْدٌ বাব سَمِعَ মাসদার اَلشَّهَادَةُ মাদ্দাহ ش ه د জিনস সহীহ। অর্থ সাক্ষ্যদাতাগণ, এখানে মূর্তি এবং নেতৃস্থানীয় কাফিররা উদ্দেশ্য।

فَأْتُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ মَعْرُوْف বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মাদ্দাহ أ ت ى জিনস مُرَكَّبْ অর্থ– তোমরা আনয়ন করো।

প্রশ্ন-৭ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ২৬-২৭]

٢٦. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖۤ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا وَمَا يُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ.

٢٧. الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতে কারিমাদ্বয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সর্ববৃহৎ সূরা 'আল-বাকারা' থেকে সংকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের কটুক্তি ও কটাক্ষের তীব্র প্রতিবাদ ও দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

২৬. নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা মশা এমনকি তদুর্ধ্ব ক্ষুদ্রাকার প্রাণীর উপমা পেশ করতেও সংকোচবোধ করেন না। সুতরাং, 'যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিত জানে যে, এ উপমা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে। আর যারা কুফরী করে তারা বলে যে, এ উপমা দ্বারা আল্লাহর কি ইচ্ছা? এর দ্বারা তিনি অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, আর অনেককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। তিনি দুষ্কৃতকারীদের ছাড়া অন্য কাউকে এ উপমা দ্বারা পথভ্রষ্ট করেন না।

২৭. যারা মহান আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যে সব সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ প্রদান করেছেন তা ছিন্ন করে আর পৃথিবীর মধ্যে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

উপসংহার : আল্লাহ্ তা'য়ালা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে মানব জাতির সামনে হিদায়াতের পথকে বোধগম্য করে তোলেন। সুতরাং তার কৌশল সম্পর্কে কারো কোনো কটুক্তি করা অনুচিত।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : اِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحْيٖ-এর মর্মার্থ লিখুন।

উত্তর : اِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحْيٖ-এর মর্মার্থ : মহান আল্লাহ্র বাণী– اِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحْيٖ-এর **মর্মার্থ সম্পর্কে** মুফাস্সিরীনে কেরামের যুক্তিপূর্ণ উক্তি নিম্নরূপ–

কোনো বিষয়কে সুস্পষ্ট করে তোলার উদ্দেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়। আর তা যত তুচ্ছ বিষয় দ্বারা উপমা দেয়া হোক না কেন, তাতে সংকোচের কিছুই নেই। কুরআনের সূরা 'আল-আন্কাবুত'-এ উপমিত বস্তুকে সুস্পষ্ট করে তোলার উদ্দেশে আল্লাহ মশা-মাকড়শার মত তুচ্ছ বস্তুর সাথে তুলনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কাফিরদের উক্তির জবাবে মহান আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মশা বা এর চেয়ে নিম্নমানের কোনো প্রাণী দ্বারা উদাহরণ পেশ করতে সংকোচবোধ করেন না।

আলোচ্য আয়াতের উপমা মুশ্রিকরা বাস্তবে মেনে না নিলেও তা তার স্বীয় স্থানে যথার্থই হয়েছে। মূর্তিপূজার অসারতা প্রমাণের উদ্দেশে এ ঘৃণ্য নগণ্য প্রাণী দ্বারাই উপমা দেয়া বাঞ্ছনীয়।

কেউ কেউ বলেন, এ দৃষ্টান্তকে মু'মিনগণ সত্য বলে জানেন কিনা, সেজন্য এটা এক পরীক্ষা বিশেষ।

প্রশ্ন-২ : وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا-এর ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহর বাণী– وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا-এর মর্ম হচ্ছে, আল্লাহ তা'য়ালা এ উপমা দ্বারা অনেক লোককে হেদায়াত দান করেন।

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, উপমাগুলোর ওপর যেসব মু'মিন বিশ্বাস রাখেন, তাদেরকে হিদায়াতের পথ দেখান। ফলে তাঁরা ঈমানী শক্তিতে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

কেউ কেউ বলেন, কুরআনুল কারীমে বর্ণিত এসব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি অনুগতরা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। আর অবিশ্বাসীরা পথ হারিয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে।

প্রশ্ন-৩ : اَلْفَاسِقِيْنَ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?

অথবা, فَاسِقٌ–অর্থ কী? فَاسِقِيْنَ দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : اَلْفَاسِقِيْنَ-এর পরিচয় : فَاسِقِيْنَ শব্দটি فَاسِقٌ-এর বহুবচন। অভিধানে فَاسِقٌ বলা হয় পাপাচারী, অবাধ্য ও সীমালংঘনকারীকে।

পরিভাষায়, فَاسِقٌ বলা হয় তাকে, যে আনুগত্যের সীমানা থেকে বের হয়ে গেছে।

আলোচ্য আয়াতে اَلْفَاسِقِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য :

অধিকাংশ তাফ্সীরকারের মতে, فَاسِقِيْنَ দ্বারা কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে।

জালালাইন-এর প্রান্তটীকায় বলা হয়েছে–
যারা আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে, তারাই এর দ্বারা উদ্দেশ্য।
কারো কারো মতে, এর দ্বারা সব শ্রেণির পাপাচারী উদ্দেশ্য।

আলোচ্য আয়াতে فَاسِقِيْنَ দ্বারা কাফিরদেরকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ, কাফেরদের ফিস্‌ক সর্বাধিক জঘন্য।

প্রশ্ন-৪ : فَمَا فَوْقَهَا-এর মর্মার্থ লিখুন।

উত্তর : فَمَا فَوْقَهَا-এর মর্মার্থ : এ অংশটুকুর দু'টি অর্থ হতে পারে। যেমন–

১. মশা বা তদপেক্ষা বড় প্রাণী। যেমন মধু মক্ষিকা, মাকড়শা, গাধা ও কুকুর। কেননা, তৎকালীন কাফিররা উক্ত বস্তুসমূহের উপমাকে ঘৃণা করতো। [জালালাইন]
২. অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, মশার চেয়েও অধিক ক্ষুদ্রাকৃতির প্রাণী এ অর্থই এখানে বেশি যুক্তিযুক্ত। কেননা, উপমা দ্বারা প্রতিমার অসারতা, অক্ষমতা ও অপমান উদ্দেশ্য। আর উপমা যত ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট হবে উদ্দেশ্য ততই ফলপ্রসূ ও কার্যকরী হবে। তাই দেখা যায়, হাদিস শরিফে রাসূল (স) দুনিয়াকে মশার পাখার চেয়েও তুচ্ছ এবং মূল্যহীন বলেছেন।

প্রশ্ন-৫ : عَهْدُ اللّٰهِ দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে?

উত্তর : «عَهْدُ اللّٰهِ» দ্বারা উদ্দেশ্য : عَهْدٌ শব্দের অর্থ হলো, দৃঢ় অঙ্গীকার। আয়াতে عَهْدٌ দ্বারা কোন অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তাফসিরকারগণ বলেন–

১. এখানে عَهْدٌ দ্বারা আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষকে প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা গৃহীত অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে। আর এ জ্ঞান-লব্ধ অঙ্গীকার বান্দার ওপর আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ববাদ এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলের সত্যতার ব্যাপারে প্রমাণ । এদিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ
২. অথবা, রাসূলগণের মাধ্যমে স্ব স্ব উম্মত থেকে গৃহীত সেই অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে যে, পরবর্তীতে তাদের নিকট যে কোনো নবী সত্য নিয়ে আগমন করবেন, তাঁকে যেন বিশ্বাস করে এবং তাঁর অনুসরণ করে। তবে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত বাণীটি এ দিকেই ইঙ্গিত করে–
وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ.

প্রশ্ন-৬ : «هُمُ الْخَاسِرُوْنَ»–এর মর্মার্থ বর্ণনা করুন।

উত্তর : «هُمُ الْخَاسِرُوْنَ»-এর মর্মার্থ : خَاسِرُوْنَ শব্দের অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ। এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কুরআনে এ শব্দটি আহলে ইসলাম ছাড়া অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে এর দ্বারা কাফের সম্প্রদায়কে বুঝাবে। মুসলমানদের উদ্দেশে ব্যবহৃত হলে গুনাহগার অর্থ প্রদান করবে। আলোচ্য আয়াতে কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। কাজেই তারাই চরম ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রশ্ন-৭ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

لَايَسْتَحْيِ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস نَفِيْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে اِسْتِفْعَالْ মাসদার
اَلْاِسْتِحْيَاءُ মাদ্দাহ ح ى ى জিনসে لَفِيْف مَقْرُوْنْ , অর্থ– তিনি সংকোচবোধ করেন না।

يَضْرِبُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلضَّرْبُ
মাদ্দাহ ض ر ب জিনসে সহীহ। অর্থ– প্রহার করে, বর্ণনা করে, উদাহরণ পেশ করে ইত্যাদি।

يُضِلُّ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِضْلَالُ
মাদ্দাহ ض ل ل জিনসে مُضَاعَفِ ثُلَاثِيْ অর্থ– তিনি পথভ্রষ্ট করেন।

يَهْدِيْ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ
মাদ্দাহ ه د ى জিনসে نَاقِص يَائِيْ অর্থ– তিনি সৎপথে পরিচালিত করেন।

اَلْفٰسِقُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْفِسْقُ মাদ্দাহ ف س ق জিনসে
সহীহ। অর্থ– পাপাচারীরা।

يَنْقُضُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلنَّقْضُ মাদ্দাহ
ن ق ض জিনসে সহীহ। অর্থ– তারা ভঙ্গ করে।

প্রশ্ন-৮ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৩০-৩

৩০. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

৩১. وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ. [শি. নি. প. ২০১২]

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতে কারিমাদ্বয়ে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে ফেরেশতাদের আপত্তি উপেক্ষা করে আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক আদম সৃষ্টি এবং খেলাফতের দায়িত্ব দানের মাধ্যমে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কথা বিবৃত হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

৩০. আর (স্মরণ করুন সেই সময়কে) যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাদের বললেন, আমি ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিনিধি নিযুক্ত করবো, তারা বললো, আপনি কি জমিনে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তথায় অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে। বরং আমরাই আপনার প্রশংসাসহকারে আপনার তাসবিহ পাঠ করি, আর আপনার মহত্ত্ব বর্ণনা করি। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।

৩১. আর তিনি আদম (আ)–কে যাবতীয় নামসমূহ শিক্ষা দিলেন, অতঃপর ফেরেশতাদের সামনে সে বস্তুগুলো উপস্থাপন করে বললেন, যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে আমাকে এ সব বস্তুর নাম বলে দাও।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, আল্লাহ স্বীয় মহিমায় একটি সুন্দর বসুন্ধরা সৃষ্টি করেন এবং তাতে মানব জাতিকে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে স্বীয় মহিমাকে আরো সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ-এর ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : **وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ-এর ব্যাখ্যা :** আল্লাহ্‌র বাণী, وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ আয়াতাংশে يَسْفِكُ শব্দটি سَفْكٌ থেকে উৎপত্তি, যার অর্থ শৃঙ্খলার অবনতি বা বিশৃঙ্খলা ঘটানো। دِمَاءٌ শব্দটি دَمٌ-এর বহুবচন, অর্থ– রক্ত। সুতরাং وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ অর্থ– 'রক্তপাতের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।'

আল্লাহ জাল্লা শানুহু এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে ফেরেশতারা আপত্তি তুলে বললে, হে আল্লাহ! আপনি কি আবার এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা জ্বিন জাতির ন্যায় পৃথিবীতে রক্তপাত ঘটিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, পৃথিবীকে করে ফেলবে অশান্ত। আর রক্তপাত তো আপনার কাছে একেবারে অপ্রিয়। ফেরেশতাগণ আলোচ্য উক্তি দ্বারা তাঁদের মনের এ আকুতি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করেছিলেন। প্রতিবাদ বা শত্রুতা পোষণ করে তাঁরা এ উক্তির অবতারণা করেন নি।

প্রশ্ন-২ : خَلِيْفَةٌ শব্দের বিশ্লেষণ করুন।

অথবা, **আয়াতে خَلِيْفَةٌ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?** [শি. নি. প. ২০১২]

অথবা, **خَلِيْفَةٌ শব্দের বিশ্লেষণ করুন। অত্র আয়াতে خَلِيْفَةٌ দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে?**

উত্তর : **خَلِيْفَةٌ শব্দের বিশ্লেষণ :** خَلِيْفَةٌ শব্দটি فَعِيْلَةٌ ওযনে ব্যবহৃত। «ة» টি মুবালাগার জন্য। বহুবচনে خُلَفَاءُ যেমন– عَظِيْمٌ-এর বহুবচন عُظَمَاءُ। অর্থ– প্রতিনিধি, আল্লাহ প্রতিনিধি হিসেবে যাদের নিযুক্ত করেছেন, তাঁরাই খলিফা।

আলোচ্য আয়াতে خَلِيْفَةٌ বলতে কে বা কারা উদ্দেশ্য, এ সম্পর্কে তাফ্‌সিরকারদের উক্তি নিম্নরূপ–

১. ইমাম কুরতুবী (র), ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা)-এর অভিমত হলো, خَلِيْفَةٌ বলতে শুধু আদম (আ)-কে নির্দিষ্ট করা হয়নি; বরং সব মানুষকে বুঝানো হয়েছে।
২. ইমাম রাযী (র)-এর মতে, গোটা মানব জাতিকেই বুঝানো হয়েছে।
৩. কোনো কোনো মনীষীর মতে, خَلِيْفَةٌ দ্বারা সেই শাসকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা মানুষের নেতৃত্ব, তাদের অধিকার আদায় ও আল্লাহ প্রদত্ত বিধানাবলি সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করে থাকেন।
৫. কেউ কেউ বলেন, আলোচ্য আয়াতে خَلِيْفَةٌ দ্বারা শুধু আদম (আ)-কেই বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন-৩ : اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا বলার কারণ কী?

উত্তর : اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا বলার কারণ : মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে ফেরেশ্‌তাগণ বলেন, اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি কি পৃথিবীতে এমন এক জাতি প্রেরণ করবেন, যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে? তাঁদের এ উক্তির কারণ সম্পর্কে তাফ্‌সিরকারদের বক্তব্য নিম্নরূপ–

১. ইমাম কুরতুবি (র) বলেন, ইতোপূর্বে পৃথিবীতে জ্বিন জাতি বসবাস করতো। তারা ঝগড়া-বিবাদ ও রক্তপাত ঘটিয়ে এ সুন্দর পৃথিবীকে চরমভাবে কলুষিত করেছিল। তাদের এ আচরণের ওপর কিয়াস করেই ফেরেশতাগণ اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا উক্তির অবতারণা করেছেন।

মূলতঃ আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের কোনো প্রতিবাদ ছিলো না।

২. কাতাদাহ (রা) বলেন, ফেরেশতাগণ জানতেন রক্তপাত আল্লাহর কাছে অপ্রিয়। তাই তাঁরা উপরিউক্ত কথা বলেছেন।

৩. ফেরেশতাদের এ ধারণা ছিল যে, বান্দা তো শুধু ইবাদত করবে, আর ইবাদতের জন্য তো আমরাই যথেষ্ট। তাই উক্ত উক্তি করেছেন।

প্রশ্ন-৪ : আদম (আ)-এর পরিচয় দিন।

উত্তর : (ক) আদম (আ) পরিচয় : আদম (আ) মানব জাতির আদি পিতা, যাঁকে ফেরেশতারা সিজদা করেছিলেন। পৃথিবীতে তিনি আল্লাহর প্রতিনিধি ও প্রথম নবী। কোনো কোনো ব্যাকরণবিদ বলেন, আদম শব্দটি আরবি 'উদমাহ' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ ভূপৃষ্ঠ। আদম (আ) ভূপৃষ্ঠের মাটি দ্বারা তৈরি বিধায় তাঁর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো ব্যাকরণবিদ বলেন, আদম শব্দের উৎপত্তি 'আদামাত' থেকে। যার অর্থ সংমিশ্রণ। আদম (আ) মাটি ও পানি এবং বিভিন্ন উপকরণের সংমিশ্রণে সৃষ্ট বিধায় তাঁকে আদম বলা হয়। তাঁর সৃষ্টির পর আল্লাহ্র আদেশে সব ফেরেশতা তাঁকে সিজদা করেন। ইবলিস অহংকার করে সিজদা করলো না। ফলে সে আল্লাহ্র অভিশপ্ত হলো। সে শত্রুতা করে প্ররোচনা দিয়ে তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আ)-কে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ ফল খাওয়াল। ফলে আদম (আ) তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আ)সহ বেহেশত থেকে বহিষ্কৃত হলেন। বেহেশত থেকে বের হয়ে আদম (আ) কোন দেশে অবতরণ করেছিলেন, এ বিষয়ে কুরআন হাদিসে কোনো উল্লেখ নেই। সাধারণ ধারণা মতে আদম (আ) শ্রীলংকায় এবং হযরত হাওয়া (আ) বর্তমান সৌদী আরবের জিদ্দায় আপতিত হন। বহু বছর পর আরবের আরাফাতে উভয়ের সাক্ষাত ঘটে।

প্রশ্ন-৫ : তাহকিক করুন : [শি. নি. প. ২০১২]

উত্তর॥ তাহ্কিক করা হলো–

مَلٰئِكَةٌ : বহুবচনে مَلَكٌ –অর্থ– স্বর্গীয় দূত, ফেরেশতা।

جَاعِلٌ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাব فتح মাসদার اَلْجَعْلُ মাদ্দাহ ج ع ل জিনস সহিহ। অর্থ– সৃষ্টিকারী। [শি. নি. প. ২০১২]

يَسْفِكُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّفْكُ মাদ্দাহ س ف ك জিনস সহিহ। অর্থ– যে প্রবাহিত করবে। [শি. নি. প. ২০১২]

نُسَبِّحُ : সিগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْلْ মাসদার اَلتَّسْبِيْحُ মাদ্দাহ س ب ح জিনস সহীহ অর্থ– আমরা তাসবীহ পাঠ করি। [শি. নি. প. ২০১২]

نُقَدِّسُ : সিগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْلْ মাসদার اَلتَّقْدِيْسُ মাদ্দাহ ق د س জিনস সহীহ। অর্থ– আমরা পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

اَعْلَمُ : সিগাহ وَاحِدِ مُتَكَلِّمْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ বাব اَلْعِلْمُ মাদ্দাহ ع ل م অর্থ– আমি জানি।

প্রশ্ন-৯ : নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৪৪-৪৬]

٤٤. اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ.

٤٥. وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ.

٤٦. الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতসমূহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : প্রথম আয়াতে ইহুদি আলেমদের অসার উক্তি এবং কথা ও কাজের মধ্যকার বৈপরীত্যের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে মু'মিনদেরকে ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

৪৪. তোমরা কী মানুষদেরকে সৎকাজের আদেশ দিচ্ছ, আর নিজেদেরকে ভুলে রয়েছো? অথচ তোমরা আসমানী গ্রন্থ পাঠ করো! তবুও কি তোমরা উপলব্ধি করতে পারছো না?

৪৫. আর তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় ইহা একটি কঠিন কাজ। তবে বিনয়াবনত ব্যক্তিদের কাছে (কঠিন কাজ) নয়।

৪৬. বিনয়ী তারা যারা প্রত্যয় রাখে যে, তারা নিশ্চিতভাবেই তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করবে। বস্তুতঃ তাঁর নিকটই তাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

উপসংহার : নিজে সৎ হয়ে অপরকে সৎ উপদেশ দেয়াই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। সফলতা অর্জন করতে হলে ধৈর্য ও নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া একান্ত কর্তব্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ....الخ আয়াতের শানে নুযূল লিখুন।

উত্তর : اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ-এর শানে নুযূল : ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। ইহুদি আলেমগণ মুসলমান ও নিজেদের আত্মীয়দেরকে বলতো, ইসলামি জীবন বিধান সত্য এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্র প্রেরিত নবী। সুতরাং, তোমরা এ ধর্মের অনুসরণ কর। অথচ তারা নিজেরা এ ধর্মে দীক্ষিত হতো না। তাদের এ স্ব-বিরোধী আচরণের প্রতিবাদ করে উপরিউক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

অথবা, ইহুদি আলেমগণ মানুষদের সদকা করার আদেশ করে। কিন্তু নিজেরা সদকা দিত না, তাদের এ হীন অভ্যাস পরিহার করার জন্য উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

প্রশ্ন-২ : اَلْخَاشِعِيْنَ-এর অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনা করুন।

উত্তর : اَلْخَاشِعِيْنَ-এর অর্থ : خَاشِعِيْنَ শব্দটি خَاشِعٌ-এর বহুবচন, কর্তৃকারক, যা خُشُعٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। অর্থ- خَاضِعِيْنَ তথা বিনয়ীগণ, নম্রগণ, কণ্ঠ ও দৃষ্টি নিম্নগামীগণ।

خَاشِعِيْنَ-এর তাৎপর্য : خُشُوْعٌ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি এবং তাঁর সামনে নিজের ভদ্রতা ও দীনতার অনুভূতি। আলোচ্য আয়াতে خَاشِعِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে-

১. মুজাহিদ (র)-এর মতে, خَاشِعِيْنَ দ্বারা খাঁটি মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে।

২. আবুল আলিয়া (র)-এর মতে, আল্লাহ ও পরকালের শাস্তিকে যারা ভয় করে, তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

৩. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কুরআনের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

৪ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, সত্যানুরাগী, বিনয়ী ও আল্লাহভীরুদেরকে বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন-৩ : اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ-এর ব্যাখ্যা লিখুন।

উত্তর : اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ-এর ব্যাখ্যা : ধৈর্য ও নামায যাবতীয় সংকটের প্রতিকার হিসেবে বিবেচিত। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ মানব জাতিকে ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু ধৈর্য মু'মিনের অন্যতম গুণ, আর নামায বান্দা ও প্রভুর মাঝে অন্যতম সেতুবন্ধন তাই উল্লিখিত আয়াতে ধৈর্য ও নামায়ের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

মুজাহিদ (র) صَبْرٌ অর্থ করেন, রোযা। তাই তাঁর মতে আয়াতের অর্থ হবে, 'তোমরা রোযা এবং নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করো।

সর্বোপরি মানব জাতির যে কোনো সংকটে নিশ্চিত প্রতিকার হলো, ধৈর্য ও নামায। যে কোনো প্রয়োজনে এ দু'টি বিষয় দ্বারা মানুষ আল্লাহর সাহায্য লাভ করতে পারে। তাই বিশেষভাবে কুরআনে এ দু'টির কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

اَتَأْمُرُوْنَ : " ۱ " টি প্রশ্নবোধক অব্যয়। সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাদ্দাহ ء م ر জিনসে مَهْمُوْز فَاءْ অর্থ– তোমরা কি আদেশ করো?

تَنْسَوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে سَمِعَ মাসদার اَلنِّسْيَانُ মাদ্দাহ ن س ی জিনসে نَاقِص يَائِيْ অর্থ– তোমরা ভুলে থাকো।

تَتْلُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মাদ্দাহ ت ل و জিনসে نَاقِص وَاوِيْ অর্থ– তোমরা তিলাওয়াত করো, পাঠ করো।

تَعْقِلُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে ضَرَب মাসদার اَلْعَقْلُ মূল অক্ষর ع ق ل জিনসে সহীহ, অর্থ– তোমরা হৃদয়ঙ্গম করো।

اِسْتَعِيْنُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাবে اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِعَانَةُ মাদ্দাহ ع و ن জিনসে اَجْوَف وَاوِيْ অর্থ– তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো।

خَاشِعِيْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْم فَاعِلْ বাবে فَتَحَ মাদ্দাহ خ ش ع মাসদার اَلْخُشُوْعُ জিনসে সহীহ, অর্থ– বিনীতগণ।

يَظُنُّوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلظَّنُّ মাদ্দাহ ظ ن ن জিনসে مُضَاعَف ثُلَاثِيْ অর্থ– তারা ধারণা করে, বিশ্বাস রাখে।

مُلَاقُوْا : সিগাহ جَمْعْ مُذَكَّرْ বহস اِسْم فَاعِلْ বাবে تفاعل মাদ্দাহ ل ق ی জিনসে نَاقِص يَائِيْ মূলে مُلَاقِيُوْنَ ছিল। অর্থ– সাক্ষাৎকারীগণ।

رَاجِعُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْم فَاعِلْ বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلرُّجُوْعُ মাদ্দাহ ر ج ع জিনসে সহীহ, অর্থ– প্রত্যাবর্তনকারীগণ।

প্রশ্ন-১০ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৪৭-৪৮]

٤٧. يٰبَنِيْ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ.

٤٨. وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতদ্বয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল- বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতসমূহে বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নে'য়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে পরকালকে ভয় করার প্রতি দিক-নির্দেশ করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

৪৭. হে বনী ইসরাইল! তোমরা আমার নিয়ামতকে স্মরণ করো, যে নিয়ামত আমি তোমাদেরকে দান করেছিলাম। আর এ কথাও স্মরণ কর যে, আমি তোমাদেরকে সমকালীন জগতবাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

৪৮. আর তোমরা ভয় কর ঐ দিনকে যে দিন কেউ কারো সামান্য পরিমাণও উপকারে আসবে না এবং গৃহীত হবে না কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনো সুপারিশ। আর তার পক্ষ থেকে কোনো বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না। আর তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

উপসংহার : আল্লাহর নে'য়ামত পেয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করা এবং সার্বিক ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করাই বিশ্বাসীদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : اِسْرَائِيْلُ বলতে কী বুঝেন? বনী ইসরাইল দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

অথবা, **বনী ইসরাইল কারা? তাদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করুন।**

উত্তর : **اِسْرَائِيْلُ-এর পরিচয় :** اِسْرَائِيْلُ দুটি শব্দের সংমিশ্রিত রূপ, যা হিব্রু ভাষার শব্দ اِسْرَا এবং اِيْلْ-এর সমন্বয়ে গঠিত। اِسْرَا অর্থ– বান্দা বা দাস, আর ئِيْلْ অর্থ আল্লাহ। অতএব, اِسْرَائِيْلُ অর্থ– আল্লাহ্‌র বান্দা।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, اِسْرَائِيْلُ ইয়াকুব (আ)-এর উপাধি। তিনি ইসহাক (আ)-এর পুত্র এবং ইব্‌রাহিম (আ)-এর পৌত্র ছিলেন।

কারো কারো মতে, ইয়াকুব (আ)-এর দু'টি নামের একটি হচ্ছে ইসরাইল। অতএব, ইসরাইল বলতে ইয়াকুব (আ)-কেই বুঝানো হয়েছে।

▶ **بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ-এর পরিচয় :** بَنِيْ শব্দের অর্থ সন্তান-সন্ততি বা বংশধর। بَنِيْ اِسْرَائِيْلُ বলতে ইয়াকুব (আ)-এর বংশধরকে বুঝানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, বনী ইসরাইলকে ইয়াহুদও বলা হয়। কেননা, হযরত ইয়াকুব (আ)-এর এক ছেলের নাম ছিল 'ইয়াহুদ'। সেই নামানুসারেই তারা প্রসিদ্ধি লাভ করে।

প্রশ্ন-২ : اِنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ-এর মধ্যে اُمَّةِ مُحَمَّدِيَّةْ অন্তর্ভুক্ত কিনা?

উত্তর : **اِنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ -এর মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদিয়া অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে :** মহান আল্লাহ্‌র বাণী 'আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি'।এর দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদী (স)-ও অন্তর্ভুক্ত কিনা, এ ব্যাপারে তাফসিরকারদের উক্তি নিম্নরূপ–

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (র) বলেন, বনী ইসরাইলকে সমকালীন বিশ্বের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল। সুতরাং উক্ত বাণীতে উম্মতে মুহাম্মদী (স) অন্তর্ভুক্ত নয়।

কেউ কেউ বলেন, সৃষ্টিজগতের এক বিরাট অংশের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছিল।

সর্বোপরি বনী ইসরাইলকে উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয় নি। কেননা, উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

প্রশ্ন-৩ : আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাইলকে কীভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন?

উত্তর : বনী ইসরাইলকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের বিবরণ : মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহু অগণিত নে'য়ামত দানের মাধ্যমে বনী ইসরাইলকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যেমন–

১. তাদেরকে ফেরাউনি সম্প্রদায়ের দাসত্ব হতে মুক্তি প্রদান।
২. সমুদ্র বিদীর্ণ করে তাদের জন্য রাস্তা নির্মাণ।
৩. তাদের উদ্ধারকল্পে ফেরাউনকে তার দলবলসহ সমুদ্রে নিমজ্জিতকরণ।
৪. গো-বাছুর পূজার পরেও আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার ঘোষণা।
৫. মুসা (আ)-এর মারফতে তাওরাত কিতাব প্রদান।
৬. মেঘমালার ছায়া দান। ৭. মান্না ও সালওয়া জাতীয় খাবার অবতরণ।
৮. পাথর থেকে বারো গোত্রের জন্য বারোটি ঝর্না প্রবাহিতকরণ।
৯. তাদের মধ্য থেকে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ ইত্যাদি।
১০. জ্ঞান-বুদ্ধিতে বলীয়ান করা। ১১. রাজত্ব দান।
১২. সমকালীন বিশ্বের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْقْ করা হলো–

اُذْكُرُوْا : সিগাহ, جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلذِّكْرُ মাদ্দাহ ذ ك ر জিনসে সহিহ, অর্থ– তোমরা স্মরণ করো ।

اَنْعَمْتُ : সিগাহ وَاحِدِ مُتَكَلِّمْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِنْعَامُ মাদ্দাহ ن ع م জিনসে সহিহ, অর্থ– আমি অনুগ্রহ করেছি।

اَلْعٰلَمِيْنَ : সিগাহ اِسْمِ جَامِدْ বহুবচন। একবচনে عَالَمٌ জিনসে সহিহ, অর্থ– সমস্ত বিশ্ববাসী।

فَضَّلْتُ : সিগাহ وَاحِدِ مُتَكَلِّمْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে تَفْعِيْلْ মাসদার اَلتَّفْضِيْلُ মাদ্দাহ ف ض ل জিনসে সহিহ, অর্থ– আমি সম্মান-মর্যাদা বা ফযীলত দান করেছি।

لَا تَجْزِىْ : সিগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মাদ্দাহ ج ز ى জিনসে نَاقِصِ يَائِىْ অর্থ– সে প্রতিদান দেবে না, বিনিময় দেবে না। এখানে 'উপকারে আসবে না' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

لَا يُقْبَلُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَجْهُوْلْ বাবে سَمِعَ মাসদার اَلْقَبُوْلُ মাদ্দাহ ق ب ل জিনসে সহিহ, অর্থ– গ্রহণীয় হবে না, গ্রহণ করা হবে না।

لَا يُؤْخَذُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَجْهُوْلْ বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْاَخْذُ মাদ্দাহ أ خ ذ জিনসে مَهْمُوْزِ فَاءْ অর্থ– গ্রহণ করা হবে না, গৃহীত হবে না।

يُنْصَرُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَجْهُوْلْ বাবে نَصَرَ মাসদার اَلنَّصْرُ، اَلنُّصْرَةَ মাদ্দাহ ن ص ر জিনসে সহিহ, অর্থ– তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে।

প্রশ্ন-১১ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৪৯-৫০]

٤٩. وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيْمٌ.

٥٠. وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতে কারিমাদ্বয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সর্ববৃহৎ সূরা 'আল-বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে জালিম ফেরাউনের জুলুমবাজি থেকে মূসা (আ)-এর মুক্তিপ্রাপ্তি এবং ফেরাউনের নির্মম পরিণামের কথা বিবৃত হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

৪৯. আর (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন আমি মুক্ত করেছিলাম তোমাদেরকে ফিরাউন সম্প্রদায়ের কবল থেকে। তারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দ্বারা যন্ত্রণা দিত, তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করতো এবং তোমাদের কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত ছেড়ে দিত। উহাতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক মহা পরীক্ষা।

৫০. আর (স্মরণ কর সে সময়কে) যখন আমি তোমাদের জন্য দুই খণ্ড করে দিয়েছিলাম সমুদ্র প্রবাহকে এবং আমি তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলাম আর ফেরাউন সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছিলাম, আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে।

উপসংহার : সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে চূড়ান্ত বিজয় সত্যেরই হয়ে থাকে। আর এটাই হচ্ছে ইতিহাসের স্বাভাবিক গতি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : فِرْعَوْنُ-এর পরিচয় দাও। সে বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে কেন হত্যা করেছিলো?

উত্তর : ফেরাউনের পরিচয় : فِرْعَوْنُ শব্দটি কোনো বিশেষ ব্যক্তির নাম নয়। শব্দটি একটি রাজকীয় উপাধি। ফেরাউন অর্থ অবাধ্য হওয়া, আরবি প্রচলনে বলা হয় تَفَرْعَنَ الرَّجُلُ অর্থাৎ, লোকটি অবাধ্য হলো। আমালিকা বংশের যে সব ব্যক্তি মিশরে তৎকালীন সময়ে রাজত্ব করতো তাদেরকেই এ ফেরাউন উপাধিতে ভূষিত করা হতো। মূসা (আ)-এর সময়কার ফেরাউনের মূল নাম ছিল– ওলীদ ইবনে মুসয়াব ইবনে রাইয়ান।

বনি ইসরাইলের পুত্রসন্তান হত্যার কারণ : ফিরাউন স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পেরেছে যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে এমন ব্যক্তির জন্ম হবে যে হবে তার রাজত্বে হুমকিস্বরূপ।

এ স্বপ্নের ব্যাখ্যাগত আশংকায় সে বনী ইসরাইলের পুত্র সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা করতে লাগলো।

প্রশ্ন-২ : وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ দ্বারা কোন্ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?

উত্তর : وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ আয়াত সম্পর্কিত ঘটনা :

উক্ত আয়াত নিম্নোক্ত ঘটনাসমূহের দিকে ইঙ্গিত বহন করে। মুসা (আ) ও হারূন (আ) যখন ফেরাউনের নিকট দ্বীনের আহ্বান জানালেন, তখন ফেরাউন তা প্রত্যাখ্যান করে। পরিণতিস্বরূপ ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ওপর আযাব নেমে আসে। ফেরাউন তখন এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যার কারণে আল্লাহর নির্দেশক্রমে হযরত মূসা (আ) দেশ ত্যাগের কৌশল অবলম্বন করেন।

এতদ্ভিন্ন ফেরাউন যখন দেখলো যে, মুসা (আ) তার সঙ্গীদের নিয়ে কেনানের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন, তখন সে ছয় লক্ষ কিবতী সৈন্য নিয়ে পেছনে ধাওয়া করে। এক পর্যায়ে ফিরাউনের

ধাওয়াকারী সৈন্যগণ নীল নদ, মতান্তরে জর্ডান নদী পার হতে গিয়ে পানিতে নিমজ্জিত হয়ে মারা যায়। পক্ষান্তরে, মুসা (আ)-এর সাথিবর্গ আল্লাহর অনুগ্রহে নিরাপদে নদী পার হয়ে মুক্তি পেয়ে যায়। আলোচ্য আয়াত এ ঘটনাসমূহের ইঙ্গিত বহন করে।

প্রশ্ন-৩ : টীকা লিখুন : ক. ইহুদি খ. নাসারা গ. ফেরাউন।

উত্তর : ক. ইহুদি : يَهُوْدِىْ শব্দটি هَادَ يَهُوْدُ থেকে নির্গত। অর্থ হচ্ছে تَابَ وَرَجَعَ তথা তওবা করা, প্রত্যাবর্তন করা, يَهُوْدِىْ সম্প্রদায় গো-বাছুর থেকে তওবা করার কারণে তাদেরকে ইহুদি বলা হয়। অথবা, হযরত ইয়াকুব (আ)-এর বড় ছেলের নামানুসারে তাদেরকে ইহুদি বলা হয়। তাঁর নাম ছিল ইয়াহুদা। আরবিতে ذَالْ-কে دَالْ এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। কেননা, তারা ছিল তাঁর বংশধর।

খ. নাসারা : نَصَارٰى শব্দটি نَصْرَانٌ শব্দের বহুবচন। যেমন; نَدْمَانٌ-এর বহুবচন نَدَامٰى আর نَصْرَانِىْ শব্দে ي টি مُبَالَغَةٌ-এর জন্য ব্যবহৃত। যেমন, اَحْمَرِىٌّ।

নাসারাদেরকে নাসারা নামে নামকরণ করার কারণ হলো, তারা হযরত ঈসা (আ)-কে দ্বীন প্রচারে সহযোগিতা করেছিল। যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছে, مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ অথবা, তারা হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে যে গ্রামে বসবাস করতো উহার নাম ছিল নাসরান বা নাসেরা। এ গ্রামটির নামানুসারে তাদেরকে নাসারা বলা হয়।

অথবা, نَصْرَانِىٌّ শব্দটি হিব্রু ভাষায় ব্যবহৃত نَجْرَانِىٌّ শব্দের অপভ্রংশ। نَجْرَانِىٌّ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম, যারা হযরত ঈসার প্রতি প্রথম ঈমান আনয়ন করেছিল।

গ. ফেরাউন : আমালেকা বংশোদ্ভূত এককালীন মিসরীয় নৃপতিদের উপাধি ছিল ফেরাউন। যেমন রোমের বাদশার উপাধি কায়সার, পারস্যের বাদশার উপাধি কিসরা, ইয়েমেনের বাদশাহের উপাধি তুব্বা এবং হাবশার বাদশাহের উপাধি ছিল নাজ্জাশী। দ্বিতীয় রেমিসিস ছিল মূসা (আ)-এর সমসাময়িক ফিরাউন। আরবীয়দের কাছে সে ওয়ালিদ ইবনে মুস'য়াব ইবনে রাইয়ান নামে পরিচিত ছিল।

ফিরাউন নিজেকে প্রভু বলে দাবি করে। মূসা (আ)-এর জন্ম বছরে ফিরাউন তার সম্ভাব্য শত্রুর আবির্ভাব হবার জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীতে আতঙ্কিত হয়। সে তখন থেকে বনী ইসরাইলের সব নবজাত পুত্র সন্তানকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু আল্লাহর কি মহিমা! মূসা (আ)-এর জন্ম হয় এবং শেষ পর্যন্ত ফেরাউনের বাড়িতেই তার স্ত্রী আছিয়া (রা) কর্তৃক তার জীবন শত্রু মুসা (আ) লালিত-পালিত হন।

মুসা (আ)-এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর ফেরাউনের সাথে তার মোকাবিলা হয়। বনী ইসরাইলসহ মূসা (আ)-এর মিসর ত্যাগের সময় আল্লাহর হুকুমে মু'জেযার লাঠির আঘাতে লোহিত সাগর তাদের জন্যে রাস্তা করে দেয়। মুসা (আ) বনী ইসরাইলসহ সেই রাস্তা দিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে উপনীত হবার পর ফিরাউন যখন সৈন্যবাহিনীসহ উক্ত রাস্তা অনুসরণ করে, তখন সাগরের তলে সৃষ্ট রাস্তার দুপার্শ্বে উঁচু হয়ে থাকা পানি একসাথে মিলে যায়। সে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। তার মৃতদেহ আজো মিসরের পিরামিডে সংরক্ষিত আছে।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

نَجَّيْنَا : সিগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে تَفْعِيْلْ মাসদার اَلتَّنْجِيَةُ মাদ্দাহ ن ج و জিনসে نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– আমরা মুক্তি দিলাম।

يَسُوْمُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে نصر মাসদার السَّوْمُ ، মাদ্দাহ السَّوَامُ س و م জিনসে, اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– তারা লাগিয়ে দেবে, দাম করবে, সর্বদা দুঃখ-কষ্ট দেবে। এখানে "তারা সর্বদা দুঃখ-কষ্ট দিয়ে আসছিল" অর্থে ব্যবহৃত।

يُذَبِّحُوْنَ : সিগা جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে تَفْعِيْلْ মাসদার التَّذْبِيْحُ মাদ্দাহ ذ ب ح জিনসে সহিহ। অর্থ– তারা যবেহ বা হত্যা করে।

يَسْتَحْيُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرِ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَعْرُوْف বাবে اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاَسْتِحْيَاءُ মাদ্দাহ ح ى ى জিনসে لَفِيْفِ مَقْرُوْنْ অর্থ– তারা জীবিত রাখে।

فَرَقْنَا : সিগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْفَرْقُ মাদ্দাহ ف - ر ق জিনসে সহিহ। অর্থ– বিভক্ত করলাম।

اَغْرَقْنَا : সিগাহ جَمْعْ مُتَكَلِّمْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِغْرَاقُ মাদ্দাহ غ ر ق জিনসে সহিহ। অর্থ– আমি ডুবিয়ে দিলাম।

প্রশ্ন-১২ : নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৫১–৫৩]

৫১. وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ.

৫২. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

৫৩. وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতসমূহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতগুলো বনী ইসরাইল কর্তৃক গো-বৎস পূজা, তাদের আত্ম প্রবঞ্চনার নিন্দা এবং মুসা (আ)-কে কিতাব দানের মাধ্যমে তাদেরকে হেদায়াতের পথে আহ্বান জানানো হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

৫১. আর (সেই সময়কাল স্মরণ করো) যখন আমি মুসার সাথে চল্লিশ রাত্রির অঙ্গীকার করেছিলাম। এরপর তোমরা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ বস্তুত তোমরা পাপী।

৫২. এর পরেও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

৫৩. আর (সেই সময়কাল স্মরণ করো) যখন আমি মুসাকে কিতাব এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যবিধানকারী গ্রন্থ দান করেছিলাম, যাতে তোমরা সঠিক পথ প্রাপ্ত হও।

উপসংহার : আল্লাহ প্রদত্ত নি'য়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। আর নবী ও তার অবতারিত কিতাব অনুসরণের মাধ্যমেই প্রকৃত হেদায়াতের পথ লাভ করা সম্ভব।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ দ্বারা কোন্ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?

অথবা, اِتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : اِتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ দ্বারা উদ্দেশ্য : মুসা (আ) তূর পাহাড়ে আল্লাহর সন্দর্শনে অবস্থানকালে প্রতিশ্রুত ৩০ দিনের পর মুসা (আ)-এর ফিরে আসতে বিলম্ব হওয়ায় মরদূদ সামেরী কর্তৃক গো-বাছুর তৈরিকরণ ও জাতির পক্ষ থেকে উহার পূজা-তর্পণের ঘটনার প্রতি আয়াতটি ইঙ্গিত করে। তবে এখানে সমস্ত বনী ইসরাইল উদ্দেশ্য নয়, বরং হারূন (আ)-এর বার হাজার সঙ্গী অথবা মুসা (আ)-এর সাথে যে ৭০ জন তূর পাহাড়ে গিয়েছিলেন তারা ব্যতীত অন্যান্য বনী ইসরাইল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এরা গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়। পরিণামে ভয়ংকর আযাবে নিপতিত হয়।

প্রশ্ন-২ : اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً দ্বারা কী উদ্দেশ্য? মাসটি কী ছিল?

উত্তর : اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً দ্বারা উদ্দেশ্য : যখন আল্লাহ তা'য়ালা ফেরাউন সম্প্রদায়কে সমুদ্রে নিমজ্জিত করে বনী ইসরাইলকে তার কবল থেকে নিষ্কৃতি প্রদান করলেন তখন আল্লাহ তা'য়ালা মুসা (আ) কে আসমানি গ্রন্থ তাওরাত দানের অঙ্গীকার প্রদান করেন এবং এর জন্য একটি সময়ও নির্ধারণ করেন। তা ছিল পূর্ণ যুলকাদা মাস ও যুলহাজ্জা মাসের প্রথম দশ দিন। মোট চল্লিশ দিন। আল্লাহ তা'য়ালা' মূসা (আ)-কে কিতাব প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলেন, আর মূসা (আ) আল্লাহর সাথে তূর পাহাড়ে ৪০ দিন অবস্থানের অঙ্গীকার করেছিলেন।

আর আয়াতে اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً দ্বারা পূর্ণ চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি উদ্দেশ্য। আরবি মাসের প্রারম্ভ রাত্রি হতে ধরা হয়। এ কারণে اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا না বলে اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً বলা হয়েছে।

প্রশ্ন-৩ : اَلْفُرْقَانُ শব্দের অর্থ কী? এর তাৎপর্য বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তর : فُرْقَانٌ শব্দের অর্থ : فُرْقَانٌ শব্দটি فُعْلَانٌ-এর ওজনে মাসদার। অর্থ পার্থক্যকারী, প্রমাণ, দলিল ইত্যাদি। পরিভাষায় قُرْاٰنٌ-কে فُرْقَانٌ বলা হয়। আল মুজামুল ওয়াসিত অভিধান প্রণেতা বলেন, كُلُّ مَا فَرَّقَ بِهٖ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ অর্থাৎ, প্রত্যেক ঐ বস্তু যা দ্বারা সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ প্রমাণিত হয়।

فُرْقَانٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে كِتَابٌ দ্বারা তাওরাত কিতাব উদ্দেশ্য।। আর فُرْقَانٌ দ্বারা কি উদ্দেশ্য, তা নিয়ে তাফসির বিশারদদের একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা–

১. অধিকাংশ তাফসিরকার বলেন, فُرْقَانٌ দ্বারা তাওরাত উদ্দেশ্য। তাওরাতকে কিতাব ও ফুরকান বলা হয়। কেননা, ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত গ্রন্থ যা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী উজ্জ্বল প্রমাণ।
২. ইবনে বারা বলেন, এর দ্বারা হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী শরিয়ত উদ্দেশ্য।
৩. মুজাহিদ (র) বলেন, فُرْقَانٌ দ্বারা হক ও বাতিল অথবা কুফর ও ঈমানের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী মূসা (আ)-এর মু'জেযাসমূহ উদ্দেশ্য।
৪. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইহা দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সাহায্য উদ্দেশ্য যদ্বারা শত্রু এবং বন্ধুর মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়। এজন্যই বদরের দিনকে يَوْمُ الْفُرْقَانِ বলা হয়েছে।
৫. কেউ কেউ বলেন, فُرْقَانٌ দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন-৪ : وَاَنْتُمْ ظَالِمُوْنَ-এর মধ্যকার ظُلْمٌ দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : وَاَنْتُمْ ظَالِمُوْنَ -এর মধ্যকার ظُلْمٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : وَاَنْتُمْ ظَالِمُوْنَ বাক্যে ظُلْمٌ দ্বারা শিরক উদ্দেশ্য। কেননা, বনী ইসরাইল গো-বাছুর পূজার মাধ্যমে ইবাদতকে যথাস্থান থেকে পরিবর্তন করেছিল। আর ظُلْمٌ বলা হয় وَضْعُ الشَّيْءِ فِيْ غَيْرِ مَحَلِّهٖ তথা কোনো বস্তুকে অপাত্রে রাখা। কারো মতে, সামেরীর কাজে তাদের বাধা প্রদান না করাকেই আয়াতে ظُلْمٌ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন-৫ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

وَاعَدْنَا : সিগাহ جمع متكلم বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُوَاعَدَةُ মাদ্দাহ و ع د জিনসে مثال واوى অর্থ– আমরা ওয়াদা করলাম।

اِتَّخَذْتُمْ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মাদ্দাহ أ خ ذ জিনসে مهموز فاء - অর্থ– তোমরা গ্রহণ করলে।

عفونا : সিগাহ جمع متكلم বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْعَفْوُ মাদ্দাহ ع ف و জিনসে ناقص واوى অর্থ –আমরা ক্ষমা করে দিলাম।

تَشْكُرُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلشُّكْرُ মাদ্দাহ ش ك ر জিনসে সহিহ। অর্থ– তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।

تَهْتَدُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মাদ্দাহ ه د ى জিনসে ناقص يائى অর্থ– তোমরা সৎপথে পরিচালিত হবে।

প্রশ্ন-১৩ : নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৫৫–৫৮]

٥٥. وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ.

٥٦. ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

٥٧. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ.

٥٧. وَ اِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْلَكُمْ خَطٰيٰكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতসমূহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতসমূহে বনী ইসরাইলের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতের কথা বিবৃত হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

৫৫. আর (সেই সময়কাল স্মরণ কর), যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মুসা! আমরা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহকে দেখা ব্যতীত তোমার প্রতি ঈমান আনয়ন করবো না। অতঃপর (তোমাদের এরূপ দাবির) ফলে, বজ্রধ্বনি তোমাদেরকে গ্রাস করে ফেললো, আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে।

৫৬. অতঃপর আমি তোমাদের মৃত্যুর পরে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করলাম, যাতে তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৫৭. অনন্তর আমি তোমাদের ওপর মেঘমালার ছায়া প্রদান করলাম এবং তোমাদের (আহারের) নিমিত্তে মান্না ও সালওয়া অবতরণ করলাম। তোমরা আমার প্রদত্ত উপাদেয় উত্তম জীবিকা হতে আহার কর। বস্তুতঃ তারা (সীমালঙ্ঘন করে) আমার প্রতি অবিচার করে নি; বরং তারা তাদের নিজেদের প্রতিই অবিচার করেছিল।

৫৮. আর (সেই সময়কাল স্মরণ কর) যখন আমি বলেছিলাম, তোমরা প্রবেশ কর এ জনপদে এবং সেখানকার যে স্থান হতে তোমরা চাও, সেখান হতে স্বাচ্ছন্দ্যে, নির্বিঘ্নে আহার কর। আর নগরীর দ্বারদেশ দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর এবং মুখে মুখে বল, حِطَّةٌ(হে প্রভু! ক্ষমা করে দাও), তবেই আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবো। আর সৎকর্মশীলদেরকে আরো অতিরিক্ত (উপঢৌকন) প্রদান করবো।

উপসংহার : বনী ইসরাইল নামক জাতি আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে নি। এ কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রদত্ত নিয়ামত উঠিয়ে নিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً কারা বলেছিল এবং কী কারণে বলেছিল?

উত্তর : لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً আয়াতের ঘটনা : হযরত মুসা (আ) তূর পর্বত হতে তাওরাত আনয়ন করে বনী ইসরাইলের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'এটা আল্লাহর অবতারিত কিতাব'। তাদের মধ্য হতে কোনো কোনো দুষ্ট লোক তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো, 'যদি আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে স্বয়ং বলে দেন যে, 'এটা আমার কিতাব' তবে আমরা নিশ্চিতভাবে উহার প্রতি বিশ্বাস করবো'। মুসা (আ) আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি নিয়ে তাদেরকে বলেন, তোমরা তূর পর্বতে চল, তোমাদের এ বাসনাও পূর্ণ হবে। বনী ইসরাইল এ কাজের জন্য ৭০জন লোক নির্বাচন করে, তাদেরকে মুসা (আ)-এর সাথে তূর পর্বতে পাঠায়। তারা তথায় আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে। কিন্তু তখন তারা মুসা (আ)-এর নিকট ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বলতে লাগলো যে, আমাদের তো বাণী শ্রবণে তৃপ্তি লাভ হয় না, কে বলছে তা আমরা জানি না; যদি আল্লাহকে দেখতে পাই তবে নিঃসন্দেহে মেনে নেবো।'

যেহেতু পার্থিব জগতে আল্লাহকে দেখার সামর্থ্য কারো নেই। কাজেই এ ধরনের ধৃষ্টতা প্রদর্শনের জন্য তাদের ওপর বজ্রপাত হলো এবং তারা সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তখন হযরত মুসা (আ) প্রার্থনা করলেন, "হে আল্লাহ! আমি বনী ইসরাইলের নিকট কী জবাব দেবো? এরা তো তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়, যদি আপনার এই ইচ্ছাই ছিল, তবে তাদের পূর্বে আমাকে ধ্বংস করতেন। হে আল্লাহ! আহমকদের অন্যায়ের কারণে আমাকে অভিযুক্ত করবেন না।" তাঁর এ প্রার্থনা কবুল করা হয় এবং তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, এরাও মূলতঃ গো-বাছুর পূজকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের শাস্তি হয়ে গেল। তারপর তাদেরকে পরপর একের সামনে অপরকে জীবিত করলেন। এ ঘটনার প্রতিই উপরিউক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বর্ণিত ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এটা গো-বাছুর পূজাজনিত অপরাধের তওবায় সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের পূর্বেকার ঘটনা।

প্রশ্ন-২ : ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ الْاٰيَةِ আয়াতের তাৎপর্য লিখুন।

উত্তর : ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ-এর তাৎপর্য : এ উক্তিটির সরলার্থ হচ্ছে, 'আমি তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করেছি।' এখানে مَوْت শব্দ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তারা বজ্রপাতের ফলে মৃত্যুবরণ করেছিল। পুনরায় জীবিত করার ঘটনা হলো, বনী ইসরাইলের প্রেরিত ৭০জন প্রতিনিধি বজ্রপাতে মৃত্যুবরণ করার পর মুসা (আ) আল্লাহর দরবারে আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহ! আমার জাতি এমনিতেই আমার প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করে আসছে। এখন তো তারা বলবে যে, আমি তাদের প্রতিনিধিদেরকে কোথাও নিয়ে কোনো উপায়ে ধ্বংস করে দিয়েছি। সুতরাং, আমাকে তাদের এ অপবাদ হতে পরিত্রাণ প্রদান করুন।' আল্লাহ তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে তাদের একক অপরের সামনে জীবিত করে দিলেন। এটাকেই আয়াতে بَعْث বলা হয়েছে। এ উক্তি দ্বারা কেয়ামতের পুনরুত্থান উদ্দেশ্য নয়। কোনো কোনো সময় بَعْث নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়াকেও বলা হয়। যেমন আসহাবে কাহফের ব্যাপারে নিদ্রোত্থিত হওয়াকে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন-৩ : বনী ইসরাইলের দুষ্কর্মগুলো বর্ণনা করুন।

উত্তর : **বনী ইসরাইলের দুষ্কর্মের বিবরণ :** মহান আল্লাহ বনী ইসরাইলকে সমকালীন দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদা দান করেছিলেন। কিন্তু তারা বার বার নানা দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের দুষ্কর্মের একটি সংক্ষিপ্ত বিরণ নিম্নে বর্ণিত হলো–

১. **ধাতব নির্মিত গো-বাছুর পূজা :** মিসর ত্যাগের পর বনী ইসরাইল আল্লাহ তা'য়ালার বিধি-বিধান পালনের জন্যে আসমানি কিতাবের প্রয়োজন বোধ করে। হযরত মুসা (আ) আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে তাওরাত গ্রহণের জন্যে সিনাই পর্বতে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রতিশ্রুত ৩০ রাত অবস্থানের স্থলে ৪০ রাত পর্যন্ত প্রলম্বিত হওয়ার কারণে সামিরী নামক এক স্বর্ণকার ধাতু দিয়ে একটি গো-বাছুর তৈরি করে সবাইকে সেটির পূজা করার পরামর্শ দেয়। বনী ইসরাইলের অনেকেই হযরত মুসা (আ)-এর ভাই হযরত হারুন (আ)-এর নিষেধ অমান্য করে এবং গো-বাছুর-এর পূজা শুরু করে। এটি ছিল মিসর ত্যাগের পর বনী ইসরাইলের প্রথম দুষ্কর্ম।

২. **আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার ধৃষ্টতা :** বনী ইসরাইল একবার জিদ করে বললো, আল্লাহকে স্বচক্ষে না দেখলে তারা তাঁকে বিশ্বাস করবে না। মুসা (আ)-কে নবী হিসেবে মানবে না এবং তাওরাত কিতাবের ওপরও ঈমান আনবে না। এ ধৃষ্টতার কারণে আল্লাহর নূরের তাজাল্লিতে তাদের ৭০ জন দলপতির মৃত্যু ঘটে। পরে অবশ্য হযরত মুসা (আ)-এর দোয়ায় আল্লাহ তাদের আবার জীবিত করেন।

৩. **মান্না-সালওয়া সঞ্চয় :** "তীহ" ময়দানে আল্লাহ বনী ইসরাইলের জন্যে মান্না-সালওয়া নামক আসমানি খাবার নাযিল করেন। সে খাবার জমা করে রাখা নিষেধ ছিল। কিন্তু তারা নিষেধ অমান্য করে সে খাবার জমিয়ে রেখে জঘন্য অপরাধ করে। এছাড়াও জান্নাতি খাবারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে।

৪. **স্বদেশভূমিতে প্রবেশে অস্বীকৃতি :** বনী ইসরাইলের স্বদেশভূমি সিরিয়া বা ফিলিস্তিন আমালিকা সম্প্রদায়ের দখলে ছিল। তা মুক্ত করার জন্যে আল্লাহ বনী ইসরাইলকে নির্দেশ দিলে তারা তা অমান্য করে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে।

৫. **হিত্তাতুন-এর পরিবর্তে হিন্তাতুন বলা :** আল্লাহ বনী ইসরাইলদের জেরুসালেম নগরদ্বারে প্রবেশের সময় নতমস্তকে হিত্তাতুন «حِطَّةٌ» বলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাচ্ছিল্য করে حِطَّةٌ শব্দের স্থলে حِنْطَةٌ বলে চরম অপরাধ করেছিল।

৬. **ঐশী গ্রন্থ তাওরাত মানতে অস্বীকৃতি :** বনী ইসরাইলকে তাদের জীবন দর্শনরূপে তাও কিতাব প্রদান করা হলে তারা তা পালনে অস্বীকৃতি জানিয়ে ভয়ংকর অপরাধ করে, যদিও (আ)-এর দোয়ায় তাদেরকে ক্ষমা করা হয়।

৭. **শনিবারে মৎস্য শিকার :** দাউদ (আ)-এর সময় বনী ইসরাইলের জন্যে শনিবারে মাছ শিকার করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তারা ছলে-বলে তা অমান্য করে অপরাধী বানরে রূপান্তরিত হয়।

৮. **গাভী কুরবানির ব্যাপারে অবান্তর প্রশ্ন :** বনী ইসরাইলের মাঝে সংঘটিত একটি গুপ্ত হত্যার রহস্য উদঘাটনের জন্যে আল্লাহ একটি গাভী কুরবানি করার নির্দেশ দিলে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে এবং নানা রকম অবান্তর প্রশ্ন দ্বারা বিষয়টি জটিল করে তোলে।

প্রশ্ন-৪ : اَلْمَنُّ وَالسَّلْوٰى কী?

উত্তর : **مَنٌّ ও سَلْوٰى-এর অর্থ :** مَنٌّ এবং سَلْوٰى হচ্ছে বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে অবতারিত এক প্রকার স্বর্গীয় খাদ্য। তারা 'তীহ' প্রান্তরে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এ খাদ্য ভক্ষণ করেছে।

প্রশ্ন-৩ : বনী ইসরাইলের দুষ্কর্মগুলো বর্ণনা করুন।

উত্তর : **বনী ইসরাইলের দুষ্কর্মের বিবরণ :** মহান আল্লাহ বনী ইসরাইলকে সমকালীন দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদা দান করেছিলেন। কিন্তু তারা বার বার নানা দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের দুষ্কর্মের একটি সংক্ষিপ্ত বিরণ নিম্নে বর্ণিত হলো–

১. **ধাতব নির্মিত গো-বাছুর পূজা :** মিসর ত্যাগের পর বনী ইসরাইল আল্লাহ তা'য়ালার বিধি-বিধান পালনের জন্যে আসমানি কিতাবের প্রয়োজন বোধ করে। হযরত মুসা (আ) আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে তাওরাত গ্রহণের জন্যে সিনাই পর্বতে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রতিশ্রুত ৩০ রাত অবস্থানের স্থলে ৪০ রাত পর্যন্ত প্রলম্বিত হওয়ার কারণে সামিরী নামক এক স্বর্ণকার ধাতু দিয়ে একটি গো-বাছুর তৈরি করে সবাইকে সেটির পূজা করার পরামর্শ দেয়। বনী ইসরাইলের অনেকেই হযরত মুসা (আ)-এর ভাই হযরত হারূন (আ)-এর নিষেধ অমান্য করে এবং গো-বাছুর-এর পূজা শুরু করে। এটি ছিল মিসর ত্যাগের পর বনী ইসরাইলের প্রথম দুষ্কর্ম।

২. **আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার ধৃষ্টতা :** বনী ইসরাইল একবার জিদ করে বললো, আল্লাহকে স্বচক্ষে না দেখলে তারা তাঁকে বিশ্বাস করবে না। মুসা (আ)-কে নবী হিসেবে মানবে না এবং তাওরাত কিতাবের ওপরও ঈমান আনবে না। এ ধৃষ্টতার কারণে আল্লাহর নূরের তাজাল্লিতে তাদের ৭০ জন দলপতির মৃত্যু ঘটে। পরে অবশ্য হযরত মুসা (আ)-এর দোয়ায় আল্লাহ তাদের আবার জীবিত করেন।

৩. **মান্না-সালওয়া সঞ্চয় :** "তীহ" ময়দানে আল্লাহ বনী ইসরাইলের জন্যে মান্না-সালওয়া নামক আসমানি খাবার নাযিল করেন। সে খাবার জমা করে রাখা নিষেধ ছিল। কিন্তু তারা নিষেধ অমান্য করে সে খাবার জমিয়ে রেখে জঘন্য অপরাধ করে। এছাড়াও জান্নাতি খাবারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে।

৪. **স্বদেশভূমিতে প্রবেশে অস্বীকৃতি :** বনী ইসরাইলের স্বদেশভূমি সিরিয়া বা ফিলিস্তিন আমালিকা সম্প্রদায়ের দখলে ছিল। তা মুক্ত করার জন্যে আল্লাহ বনী ইসরাইলকে নির্দেশ দিলে তারা তা অমান্য করে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে।

৫. **হিত্তাতুন-এর পরিবর্তে হিন্তাতুন বলা :** আল্লাহ বনী ইসরাইলদের জেরুসালেম নগরদ্বারে প্রবেশের সময় নতমস্তকে হিত্তাতুন «حِطَّةٌ» বলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাচ্ছিল্য করে حِطَّةٌ শব্দের স্থলে حِنْطَةٌ বলে চরম অপরাধ করেছিল।

৬. **ঐশী গ্রন্থ তাওরাত মানতে অস্বীকৃতি :** বনী ইসরাইলকে তাদের জীবন দর্শনরূপে তাওরাত কিতাব প্রদান করা হলে তারা তা পালনে অস্বীকৃতি জানিয়ে ভয়ংকর অপরাধ করে, যদিও মুসা (আ)-এর দোয়ায় তাদেরকে ক্ষমা করা হয়।

৭. **শনিবারে মৎস্য শিকার :** দাউদ (আ)-এর সময় বনী ইসরাইলের জন্যে শনিবারে মাছ শিকার করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তারা ছলে-বলে তা অমান্য করে অপরাধী বানরে রূপান্তরিত হয়।

৮. **গাভী কুরবানির ব্যাপারে অবান্তর প্রশ্ন :** বনী ইসরাইলের মাঝে সংঘটিত একটি গুপ্ত হত্যার রহস্য উদঘাটনের জন্যে আল্লাহ একটি গাভী কুরবানি করার নির্দেশ দিলে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে এবং নানা রকম অবান্তর প্রশ্ন দ্বারা বিষয়টি জটিল করে তোলে।

প্রশ্ন-৪ : اَلْمَنُّ وَالسَّلْوٰى কী?

উত্তর : **مَنٌّ ও سَلْوٰى-এর অর্থ :** مَنٌّ এবং سَلْوٰى হচ্ছে বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে অবতারিত এক প্রকার স্বর্গীয় খাদ্য। তারা 'তীহ' প্রান্তরে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এ খাদ্য ভক্ষণ করেছে।

কাতাদাহ (র) বলেন, مَنَّ ছিল দুধের চেয়ে অধিক স্যাদা এবং মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি। এটা শিশির বিন্দুর মত গাছের পাতায় ও ঘাসের ওপর সুবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অবতীর্ণ হতে থাকতো। বনী ইসরাইলরা ভোর বেলায় এসব খাদ্য সংগ্রহ করে নিত।

আর سَلْوٰى হলো এক প্রকার পাখির ভুনা গোশত। অথবা এটা ছিল ক্ষুদ্রাকার পাখি বিশেষ। একে ভরত পাখি বা বটপাখি বলা হয়। এ পাখিগুলো চতুর্দিকে একত্রিত হতো। প্রয়োজন অনুযায়ী তারা যবেহ করে ভুনা করে ভক্ষণ করতো। শব্দটি سَلْوَةٌ শব্দের বহুবচন। ইমাম কাসায়ির মতে, سَلْوٰى একবচন, বহুবচনে سَلَاوٰى কারো কারো মতে, এটার একবচন হয় না।

প্রশ্ন-৫ : اَلْقَرْيَةُ দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

উত্তর : اَلْقَرْيَةُ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْقَرْيَةُ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَلْقُرٰى অর্থ জনপদ, নগর, গ্রাম ইত্যাদি। উক্ত আয়াতে هٰذِهِ الْقَرْيَةُ দ্বারা বায়তুল মাকদাসকে বুঝানো হয়েছে। অথবা বায়তুল মাকদাসের নিকটবর্তী পল্লী 'আরীহা'কে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, قَرْيَةٌ দ্বারা মিসর দেশ উদ্দেশ্য। অধিকাংশ তাফসিরকারের মতে প্রথম অভিমতটি বিশুদ্ধতার দাবি রাখে।

প্রশ্ন-৬ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

تَنْظُرُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে نصر মাসদার اَلنَّظْرُ মাদ্দাহ ن ظ ر জিনসে সহিহ। অর্থ– তোমরা দেখছো।

بَعَثْنَا : সিগাহ جمع متكلم বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে فَتَحَ মাসদার اَلْبَعْثُ মাদ্দাহ ب ع ث জিনসে সহিহ। অর্থ– আমি পুর্নজীবিত করলাম।

تَشْكُرُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে نصر মাসদার اَلشُّكْرُ মাদ্দাহ ش ك ر জিনসে সহিহ। অর্থ– তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

ظَلَّلْنَا : সিগাহ جمع متكلم বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে تَفْعِيْلْ মাসদার اَلتَّظْلِيْلُ মাদ্দাহ ظ ل ل জিনসে مُضَاعَفِ ثُلَاثِىْ অর্থ– আমি ছায়া দান করলাম।

اَلْغَمَامُ : اسم جامد বহুবচন, একবচনে غَمَامَةٌ অর্থ– মেঘমালা।

طَيِّبٰتٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে طَيِّبَةٌ অর্থ– উত্তম, উৎকৃষ্ট।

رَزَقْنَا : সিগাহ جمع متكلم বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلرِّزْقُ মাদ্দাহ ر ز ق জিনসে সহিহ। অর্থ– আমরা রিযিক দান করলাম।

مَا ظَلَمُوْنَا : نَا মাফউলের সর্বনাম। مَاظَلَمُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস نفى فعل مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে ضرب মাসদার اَلظُّلْمُ মাদ্দাহ ظ ل م জিনসে সহিহ। অর্থ– তারা আমাদের ওপর অত্যাচার করেনি।

كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غائب বহস ماضى استمرارى معروف বাবে اِثْبَاتْ فِعْلِ ضَرَبَ মাসদার اَلظُّلْمُ মাদ্দাহ ظ ل م জিনসে সহিহ। অর্থ– তারা জুলুম করছিল।

اُدْخُلُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাবে نصر মাসদার اَلدُّخُوْلُ মাদ্দাহ د خ ل জিনসে সহিহ। অর্থ– তোমরা প্রবেশ কর।

شِئْتُمْ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে فتح মাসদার اَلْمَشَاءَةُ، اَلْمَشْئَةَ মাদ্দাহ ش ى ء জিনসে مركب অর্থ– তোমরা চেয়েছ।

سُجَّدًا : বহুবচন, একবচনে سَاجِدْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাবে نَصَرَ মাসদার اَلسُّجُوْدُ মাদ্দাহ س ج د জিনসে সহিহ। অর্থ– সিজদাকারীগণ।

سَنَزِيْدُ : সিগাহ جمع متكلم বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلزِّيَادَةُ মাদ্দাহ ز ى د জিনসে اجوف يائى আর س বর্ণটি হলো হরফে ইস্তেকবাল। অর্থ– অনতিবিলম্বে আমি (আমরা) বাড়িয়ে দেবো।

اَلْمُحْسِنِيْنَ: এটি বহুবচন, একবচনে اَلْمُحْسِنُ সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাবে اِفْعَالْ মাদ্দাহ ح س ن জিনসে সহিহ। অর্থ– সৎকর্মশীলগণ।

প্রশ্ন-১৪ : নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৭২–৭৪]

٧٢. وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ.

٧٣. فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

٧٤. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ، وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতসমূহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আল্লাহ তা'য়ালা সর্বজ্ঞ। মানুষের গোপন-প্রকাশ্য কোনো কিছু আল্লাহর নিকট অজানা নয়– এ কথাই উক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

৭২. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা কোনো এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। অতঃপর এ ব্যাপারে একে অন্যকে দোষারোপ করছিলে, অথচ আল্লাহ তোমরা যা গোপন রাখ, উহা প্রকাশকারী।

৭৩. অতঃপর আমি বললাম, তোমরা তাকে আঘাত কর (মৃত ব্যক্তিকে)উহার কিছু অংশ দ্বারা। এরূপেই আল্লাহ্ তা'য়ালা জীবিত করেন মৃতদেরকে এবং তোমাদেরকে তার নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

৭৪. অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছিল। পাথরের মত কঠিন , অথবা উহার চেয়েও কঠিন। আর নিশ্চয় কতেক পাথর এমন আছে, যা হতে প্রবাহিত হয় নদী-নালা, অনন্তর উহা থেকে কিছু এমন আছে, যেগুলো বিদীর্ণ হয়। অতঃপর উহা হতে নির্গত হয় পানি এবং কিছু এমন আছে, যেগুলো আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অচেতন নন।

উপসংহার : ইহুদি জাতিকে অত্র আয়াতে চরম অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী কঠিন রূঢ়-হৃদয়সম্পন্ন জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : আয়াতে قُلُوْبٌ-কে حِجَارَةٌ-এর সঙ্গে উপমা দেয়ার কারণ কী?

উত্তর : আয়াতে قُلُوْبٌ-কে حِجَارَةٌ-এর সঙ্গে উপমা দেয়ার কারণ : বনী ইসরাইলের ওপর মহান আল্লাহর বিপুল অনুগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারা তাওহিদে বিশ্বাসী না হয়ে এবং মুক্তির পথপ্রদর্শক মুসা (আ)-কে উপেক্ষা করে পাপকার্যেই লিপ্ত থাকে। তাদের অন্তরসমূহ এতই গোমরাহ হয়ে যায় যে, হেদায়াতের আলো গ্রহণ তাদের জন্য আর সম্ভব হলো না। কোনো আদেশ-নিষেধ, নসিহত বা ধমক তাদের ওপর কোনো ক্রিয়া করলো না। নির্জীব পাথরকে যেমন করে কোনো কথা শুনানো সম্ভব নয়, তার ওপর কোনো কিছুর প্রভাব পড়ে না, তাদের অবস্থা তো ঠিক তদ্রূপই। তাই আল্লাহ তা'য়ালা তাদের অন্তকরণকে পাথরের সাথে তুলনা করেছেন।

কোনো কোনো মুফাস্‌সিরের মতে, আল্লাহ স্বীয় পরিভাষা অনুযায়ী কাফিরদের প্রতি ধমকিস্বরূপ তাদের অন্তকরণকে পাথরের সাথে তুলনা করেছেন।

প্রশ্ন-২ : خَشْيَةُ اللهِ-এর মর্মার্থ লিখুন।

উত্তর : خَشْيَةُ اللهِ-এর মর্মার্থ : خَشْيَةُ اللهِ একটি সম্বন্ধসূচক বাক্য। শাব্দিক অর্থ আল্লাহভীতি। পরিভাষায় মানবীয় গুণের বাস্তব বিকাশ ঘটিয়ে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ভয়ে আত্মাকে ভীত-সন্ত্রস্ত রাখাকে خَشْيَةُ اللهِ বলে। এটাই তাকওয়ার মূলকথা ও সর্বোচ্চ স্তর। তবে অত্র আয়াতে خَشْيَةٌ-কে পাথরের সাথে সম্পর্কিত করার মর্ম হচ্ছে, সমস্ত সৃষ্টিরাজির মধ্যে আল্লাহ এমন এক অনুভূতি দিয়েছেন যে, তা দ্বারা তারা স্বীয় রবের গুণকীর্তন করে এবং তাকে ভয় করে। পাথরও অনুরূপ আল্লাহকে ভয় করে। যেমন কুরআনের ভাষায়, وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ

প্রশ্ন-৩ : فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قُسْوَةً-এর বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قُسْوَةً-এর বিশ্লেষণ : আল্লাহ তা'য়ালা বনী ইসরাইলের অন্তকরণকে জড় পদার্থ পাথরের সাথে তুলনা করেছেন। কেননা, জগতের কারো কোনো কথা উপলব্ধি করার ক্ষমতা পাথরের মধ্যে নেই। এমনিভাবে বনী ইসরাইলের অন্তর এমন কঠিন হয়ে গিয়েছে যে, সত্যকে তারা গ্রহণ করতে পারে না। কোনো উপদেশ বা ধমক তাদের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই তাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'য়ালার জড় পদার্থ পাথরের সাথে তুলনা করা যথার্থ ও সার্থক হয়েছে এবং আরেক ধাপ এগিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে পাথরের চেয়েও কঠিন আখ্যায়িত করেছেন, যার বিশ্লেষণ পরবর্তী উক্তিগুলোতে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

قَتَلْتُمْ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْقَتْلُ মাদ্দাহ ق ت ل জিনসে সহিহ। অর্থ– তোমরা হত্যা করেছিলে।

اِدّٰرَءْتُمْ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে تَفَاعُلْ মাসদার اَلتَّدَارُؤُ মাদ্দাহ د ر ء জিনসে مهموز لام। অর্থ– তোমরা পরস্পর মতবিরোধ করলে। মূলে تدارءتم ছিল, ت কে د দ্বারা পরিবর্তন করে د কে د-এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। প্রথম অক্ষর সাকিন হওয়াতে পড়া যায় না তাই প্রথম একটি হামযায়ে وصل আনয়ন করা হয়েছে اِدّٰرَءْتُمْ হয়েছে।

مُخْرِجٌ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাবে اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِخْرَاجُ মাদ্দাহ خ ر ج জিনসে সহিহ। অর্থ– বাহিরকারী, প্রকাশকারী।

كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস ماضى استمرارى معروف فِعْلِ اِثْبَاتْ বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْكِتْمَانُ মাদ্দাহ ك ت م জিনসে সহিহ। অর্থ– তোমরা গোপন করছিলে।

اِضْرِبُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلضَّرْبُ মাদ্দাহ ض ر ب জিনসে সহিহ। অর্থ– তোমরা মার, আঘাত কর।

يُحْيِيْ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف اِثْبَاتْ বাবে اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِحْيَاءُ মাদ্দাহ ح ى ى জিনসে لفيف مقرون অর্থ– তিনি জীবিত করেন।

يُرِيْكُمْ : يرى সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف اِثْبَاتْ বাবে اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِرَاءَةُ মাদ্দাহ ر ء ى জিনসে مركب : كم সর্বনাম, মধ্যম পুরুষ, বহুবচন। অর্থ– তিনি তোমাদেরকে দেখান।

تَعْقِلُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف اِثْبَاتْ বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلْعَقْلُ মাদ্দাহ ع ق ل জিনসে সহিহ। অর্থ– তোমরা বুঝবে।

قَسَتْ : সিগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহস فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف اِثْبَاتْ বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْقَسْوُ اَلْقَسْوَةُ মাদ্দাহ ق س و জিনসে ناقص واوى অর্থ– সে শক্ত হলো।

اَشَدُّ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহস اسم تفضيل বাবে نَصَرَ، ضَرَبَ মাসদার اَلشِّدَّةُ মাদ্দাহ ش د د জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– অত্যন্ত কঠিন।

يَتَفَجَّرُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف اِثْبَاتْ বাবে تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّفَجُّرُ মাদ্দাহ ف ج ر জিনসে সহিহ। অর্থ– প্রবাহিত হয়।

يَشَّقَّقُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف اِثْبَاتْ বাবে تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّشَقُّقُ মাদ্দাহ ش ق ق জিনসে مضاعف ثلاثى মূলে يتشقق ছিল ت কে ش দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।

يَهْبِطُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف اِثْبَاتْ বাবে ضرب মাসদার اَلْهُبُوْطُ মাদ্দাহ ه ب ط জিনসে সহিহ। অর্থ– ভূ-পাতিত হয়।

প্রশ্ন-১৫ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৮০–৮১]

٨٠. وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

٨١. بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতে কারিমাদ্বয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে ইহুদিদের পরকালীন শাস্তি সংক্রান্ত কল্পনাপ্রসূত ভ্রান্ত ধারণার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

৮০. তারা বললো, জাহান্নামের অগ্নি আমাদেরকে হাতে-গোণা নির্দিষ্ট কয়েকদিন ব্যতীত কখনো স্পর্শ করবে না। আপনি বলে দিন; তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছ যে, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনো ভঙ্গ করবেন না, না কি তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন উক্তি করছো, যে সম্পর্কে তোমাদের কোনো কিছু জানা নেই?

৮১. হ্যাঁ! যারা খারাপ কাজ সম্পাদন করে এবং তাদের পাপকার্য তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে ফেলেছে; তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

উপসংহার : ইহুদিদের অলীক আশাবাদ তাদেরকে কখনো জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবে না। তারা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হবে, আর আখেরাতে তো রয়েছে কঠিন শাস্তি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا ....مَا لَا تَعْلَمُوْنَ আয়াতটির মূল বক্তব্য বর্ণনা করুন।

উত্তর : **আয়াতটির মূলবক্তব্য :** অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ইহুদিদের একটি ভ্রান্ত ধারণার কথা বর্ণনা করেছেন। তাদের ধারণা ছিল, যেহেতু তারা নবী-রাসূল সম্প্রদায়ভুক্ত, তাই তারা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং তারা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ পাবে।

অতএব, জাহান্নামের আগুন তাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না। আর যদিও বা বিশেষ কোনো কারণে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়, তবে তা হবে মাত্র নির্ধারিত কয়েকটি দিনের জন্যে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, হযরত মুসা (আ)-এর ধর্ম রহিত হয় নি। সুতরাং যদি কোনো পাপের কারণে তারা জাহান্নামে চলে যায়ও, তাহলেও অল্প দিন পরেই তারা মুক্তি পাবে। তাদের এ ধারণা ভুল ও ভিত্তিহীন। কারণ, হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনে মুসা (আ) প্রবর্তিত ধর্ম রহিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত অস্বীকার করায় ইহুদিরা কাফির। কাফিরগণ কিছুদিন পর জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে এমন কথা কোনো আসমানী গ্রন্থে নেই। অতএব, তাদের দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের এ মিথ্যা ধারণায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا الاية অর্থাৎ, "তোমরা কি এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট থেকে এমন কোনো ওয়াদা প্রাপ্ত হয়েছ, যা তিনি কখনো ভংগ করবেন না? না কি তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে যা জান না তা-ই বলে বেড়াচ্ছ?"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইহুদিরা বলতো, তারা আল্লাহর অতি প্রিয় বান্দা। তাদের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। আর যদি তাদের কারো খুব অধিক পাপের কারণে আল্লাহ শাস্তি দিতেই চান, তাহলে তাদের ধারণামতে পৃথিবীর বয়স ৭ হাজার বছর। প্রতি হাজার বছরের জন্যে ১ দিন তাকে শাস্তি দেয়া হবে। তাহলে ৭ হাজার বছরের জন্যে তাকে ৭ দিন জাহান্নামের শাস্তি দিয়ে রেহাই দেয়া হবে। তাদের এ মনগড়া দাবি অসার ও ভিত্তিহীন ঘোষণা করে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

প্রশ্ন-২ : «أَيَّامًا مَعْدُوْدَةً» দ্বারা উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা করুন।

উত্তর : **«أَيَّامًا مَعْدُوْدَةً» দ্বারা উদ্দেশ্য :** أَيَّامًا مَعْدُوْدَةً অর্থ হচ্ছে, গণনা করা যায় এমন অল্প কয়েক দিন, সীমিত কয়েক দিন। এর ব্যাখ্যায় দু'টি বর্ণনা প্রতিভাত হয়।

১. أَيَّامٌ শব্দটি তিন হতে দশ পর্যন্ত সংখ্যাকে বুঝায়। দশ থেকে ওপরের সংখ্যা বুঝায় না। যেমন- أَيَّامٌ عَشَرَةَ, أَيَّامٌ سَبْعَةَ বলা হয়, أَيَّامٌ اَحَدَ عَشَرَ বলা হয় না। একদল তাফসিরকার أَيَّامٌ বলতে সাত দিন বুঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। হযরত মুজাহিদ বলেন, ইহুদিরা বলতো, পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর। প্রতি হাজারে একদিন করে আমাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে। অতএব, আমরা মোট সাতদিন শাস্তি-প্রাপ্ত হবো। হযরত আসাম ইহুদিদের থেকে বর্ণনা করেন, তারা সাত দিন গো-বাছুরের পূজা করেছিল বিধায় (তাদের ধারণা) তাদেরকে সাত দিন শাস্তি দেয়া হবে। আয়াতে أَيَّامًا مَعْدُوْدَةً দ্বারা এ সাত দিনকেই বুঝানো হয়েছে।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, أَيَّامٌ দ্বারা ৪০দিন উদ্দেশ্য। কেননা তাঁর মতে, বনী ইসরাইল ৪০দিন গো-বাছুরের পূজা করেছিল। —তাফসিরে কাবির

প্রশ্ন-১৬ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৯৩-৯৪]

৯৩. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

৯৪. قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতদ্বয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল- বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, নবীগণের বিরুদ্ধে ঠাট্টা, হঠকারিতা এবং পরকালীন জীবন সম্পর্কে অলীক ধারণা ইত্যাদি ছিল ইহুদি জাতির মজ্জাগত স্বভাব, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে এসবের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

৯৩. আর স্মরণ কর যখন আমি তোমাদের (পূর্ব পুরুষদের) থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করার ইচ্ছা করেছিলাম এবং তোমাদের মাথার ওপর তুলে ধরে ছিলাম তূর পাহাড়, (অতঃপর বলেছিলাম) আমি যা তোমাদের দিয়েছি তা শক্ত করে ধর এবং শোন। তখন তারা বললো, আমরা শুনলাম তবে আদেশ অমান্য করলাম।' অনন্তর তাদের কুফরীর কারণে তাদের অন্তরে গো-বাছুর মোহ পান করানো হয়েছিল। আপনি তাদের বলে দিন, যদি তোমরা বাস্তব মু'মিন হয়ে থাক তবে তোমাদের ঈমান যে বিষয়ে তোমাদেরকে আদেশ করে, তা বড়ই মন্দ বিষয়!

৯৪. আপনি বলুন, 'আল্লাহর কাছে পরকালীন আবাসন যদি অন্যসব লোক ব্যতীত নিরংকুশভাবে তোমাদেরই জন্য হয়ে থাকে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক।'

উপসংহার : নশ্বর পৃথিবীর পরিসমাপ্তিতে সত্যিকার মু'মিনদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে অনাবিল শান্তির শেষ ঠিকানা জান্নাত। আর পরকালীন জীবন সম্পর্কে উদাসীন অলীক কল্পনাবিলাসীদের জন্য রয়েছে কেবল বেদনাদায়ক শাস্তি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا-এর মর্মার্থ লিখুন।

উত্তর : سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا-এর মর্মার্থ : আল্লাহ তা'য়ালা বনী ইসরাইলকে যখন বললেন, خُذُوْا مَا اٰتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوْا তখন উত্তরে তারা বলেছিল, سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا অর্থাৎ, শুনলাম এবং অমান্য করলাম। আল্লামা সাইয়েদ কুতুব বলেন, ইহুদিরা سَمِعْنَا বলেছিল; তারা عَصَيْنَا বলে নি। তবে কুরআনের বাহ্য ভাষ্য দেখে মনে হয় তারা سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا উভয়টিই বলেছিল। প্রকৃত কথা হলো, আল্লাহর কথার প্রেক্ষিতে তারা سَمِعْنَا বললেও কার্যত তা ছিল عَصَيْنَا বলারই নামান্তর। কারণ, তারা মুখে سَمِعْنَا বললেও বাস্তবে তারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে যাচ্ছিল। কাজেই তারা মুখে মুখে যতই বলুক না কেন سَمِعْنَا উক্তিতে মূলতঃ তাদের অবস্থা ছিল عَصَيْنَا বলার বাস্তব নমুনা। তাই তাদের বাস্তবানুগ অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'য়ালা سَمِعْنَا উক্তির সাথে عَصَيْنَا শব্দ জুড়িয়ে দিয়েছেন।

প্রশ্ন-২ : وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ-এর মর্মার্থ লিখুন।

উত্তর : «وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ»-এর মর্মার্থ : اَلْعِجْلُ শব্দের অর্থ– গরুর বাচ্চা। গরুর বাচ্চা কঠিন বস্তু বিধায় তা পান করানো যায় না। অথচ আয়াতের সরল অনুবাদ দাঁড়ায়– 'তাদের অন্তরে গো-বাছুর পান করানো হয়েছিল, যা বাস্তবানুগ নয়। তবে এর রূপক অর্থ হবে, তাদের অন্তরে গো-বাছুর মোহ এমনভাবে সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছিল যেমন মদ্যপায়ীর মনে মদের মোহ সৃষ্টি করা হয়, তারাও গো-বাছুর পূজার প্রতি মদ্যপায়ীর মদের প্রতি মোহাবিষ্ট হওয়ার মত দারুণভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল।

আল্লামা সুদ্দী থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, মুসা (আ) গো-বাছুর মূর্তিটি ঘৃণাভরে পানিতে ফেলে দেন এবং এর পূজারীদের তিরস্কার স্বরূপ বলেন, এর ধোয়া পানি পান কর। অতঃপর তারা সেই পানি পান করে। এদিকেই আয়াতের মধ্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অনেকের মতে এ বর্ণনাটির কোনো ভিত্তি নেই। –তাফসিরে রূহুল মায়ানি

প্রশ্ন-৩ : মৃত্যু কামনা করা জায়েয কিনা? লিখুন।

উত্তর : মৃত্যু কামনা করা জায়েয কি-না : সাধারণতঃ মৃত্যু কামনা করা বৈধ নয়। তবে আল্লাহ তা'য়ালা এখানে রাসূলের ভাষায় ইহুদিদের মৃত্যু কামনার নির্দেশ দিলেন কেন? এর উত্তরে নিম্নোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করা যায়–

ক. ইহুদিরা দাবি করতো, পরকালে কেবল তারাই জান্নাত পাবে; অন্য কেউ নয়। কাজেই তারা পরকালীন শান্তিময় জীবনের ব্যাপারে নিশ্চিত। অবস্থা যদি তাই হয়, তাহলে দুনিয়ার কষ্টের জীবন ত্যাগ করে পরকালীন সুখের জীবন লাভ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। পরকালীন শান্তি পেতে হলে মৃত্যুর বিকল্প কোনো পথ নেই। সুতরাং তাদের দাবি যদি সত্য হয়, তাহলে মৃত্যু কামনা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের বাস্তব অবস্থা ছিল তাদের দাবির বিপরীত। তারা কখনো মৃত্যু চাইবে না বলেই আল্লাহ তাদেরকে فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ বলে হুমকিস্বরূপ আদেশ দিয়েছেন।

খ. তাছাড়া আল্লাহ তা'য়ালা যখন কাউকে মৃত্যু কামনার নির্দেশ প্রদান করেন, তখন মৃত্যু কামনা করা অবৈধ থাকে না। কারণ, বৈধ করা আর অবৈধ করার একমাত্র অধিকার তাঁরই আছে। –বয়ানুল কুরআন

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

اٰتَيْنَاكُمْ : كُمْ টি ضمير مخاطب - اٰتَيْنَا সিগাহ جمع متكلم বহস ماضى مثبت معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মাদ্দাহ ء ت ى জিনস لفيف مفروق অর্থ– আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি।

تَمَنَّوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّمَنِّىْ মাদ্দাহ م ن يْ জিনস يائى ناقص অর্থ– তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর, কামনা কর।

প্রশ্ন-১৭ : নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৯৭–৯৯]

৯৭. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ۔

৯৮. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ۔

৯৯. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ۔

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতসমূহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতসমূহ নবী-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস ও ফেরেশতাকূলের প্রতি বিশ্বাসকে আল্লাহর ওপর বিশ্বাসের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

৯৭. যে ব্যক্তি জিব্রাইলের শত্রু ভাবাপন্ন হয় আপনি তাকে বলুন যে, তিনি আল্লাহর আদেশে আপনার অন্তরে উহা অবতীর্ণ করেছেন। উহা বর্তমান কিতাবের সত্যায়নকারী এবং মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ প্রদানকারী।

৯৮. যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকূল, রাসূলগণ এবং জিব্রাইল ও মিকাইলের শত্রু হবে, তবে অবশ্যই আল্লাহ স্বয়ং এসব কাফিরদের শত্রু।

৯৯. আর অবশ্যই আমি আপনার নিকট সুস্পষ্ট বিধানাবলি অবতীর্ণ করেছি। আর অবাধ্যগণ ব্যতীত অন্য কেউ তা অস্বীকার করে না।

উপসংহার : জিব্রাইল (আ) তথা ফেরেশতাকূলের সাথে শত্রুতা মানেই আল্লাহর সাথে শত্রুতা করা। এটা নিঃসন্দেহে ঈমানের পরিপন্থি কাজ।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ-এর ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : «نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ»**-এর মর্মার্থ :** আয়াতের অর্থ 'সে আপনার অন্তরে ওহি নাযিল করেছে' এ উক্তিটি থেকে বুঝা যায় যে, জিব্রাইল রাসূলকে ওহি শুধু পড়ে শুনাতেন না, হৃদয়ের মাঝে ঢেলেও দিতেন। আর হৃদয় যা ধারণ করে তা শব্দ নয়; অর্থ। তাহলে কি একথা বলা হবে যে, ওহি শুধু অর্থের নাম, শব্দ ওহি নয়? এর জবাবে আল্লামা আশরাফ আলী থানভি (র) বলেন, অন্তর যেমন অর্থ বুঝে, তেমন শব্দও বুঝে। অন্তর মূলতঃ উপলব্ধির কেন্দ্রস্থল। অন্যান্য অঙ্গ তার সাহায্যকারী মাত্র। যেমন– চোখে চশমার ভূমিকা, যদিও চশমার দেখার কোনো ক্ষমতা নেই। বিশেষ করে ওহি নাযিলের সময় বাহ্য-চেতনা শূন্যতা বশতঃ পঞ্চেন্দ্রিয় অকেজো হয়ে পড়লে তখন ওহি সরাসরি অন্তরে প্রবেশ করে। কারণ রাসূল (স)-এর অন্তর ছিল ঘুমে, জাগরণে সর্বাবস্থায় সচেতন। এ কারণেই বলা হয়েছে, نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ। –বয়ানুল কুরআন

প্রশ্ন-২ : জিব্রাইল ও মিকাইলকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করার কারণ কী?

উত্তর : «جِبْرِيْلُ وَ مِيْكَالُ» **কে ভিন্নভাবে উল্লেখ করার কারণ :**

আল্লাহ তা'য়ালা اَلْمَلٰٓئِكَةُ তথা সব ফেরেশতা উল্লেখ করার পর আবার পৃথকভাবে জিব্রাইল ও মিকাইলের নাম উল্লেখ করার কারণ কী? অথচ তারাও মালাইকা শব্দের মধ্যে শামিল। এ ব্যাপারে মুফাসসিরিনে কিরামের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ–

ক. জিব্রাইল ও মিকাইল যেহেতু ফেরেশতাদের মধ্যে প্রধান ও অধিক মর্যাদার অধিকারী, তাই তাদেরকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তাঁদের বিশেষ মর্যাদার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। উসূলুল ফিকহের ভাষায় এটাকে ذِكْرُ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ বলা হয়।

খ. মূল আলোচনাই যেহেতু জিব্রাইল ও মিকাইলকে কেন্দ্র করে, সেহেতু তাদের নাম পৃথকভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। নতুবা বিষয়টি কেমন যেন অস্পষ্ট থেকে যায়।

প্রশ্ন-৩ : مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ الخ উক্তির মর্মার্থ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ الخ উক্তির মর্মার্থ : ইহুদিরা জিব্‌রাইল (আ)-এর প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন ছিল। কারণ, ইহুদি গোষ্ঠীর ওপর প্রাচীনকাল থেকে যত আযাব নাযিল হয়েছিল, সবই আল্লাহর আদেশ জিবরাইলের মাধ্যমে হয়েছিল। অথচ জিবরাইল ছিলেন একজন আদিষ্ট ফেরেশতা, তাঁর অন্য কিছু করার উপায় ছিলো না। কিন্তু এ আহমকরা তা বুঝতে চেষ্টা করতো না, অনর্থক শত্রুতা পোষণ করতো। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেছেন, যারা জিবরাইলকে শত্রু ভাববে, তারা তাদের ক্ষোভ নিয়ে মারা যাক। এটা তাদের একটি হেঁয়ালী কাজ কারবার।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تحقيق করা হলো–

قُلْ : সিগাহ حاضر وَاحِدْ مُذَكَّرْ مَعْرُوْف বহস اَمْرِ حَاضِرْ বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মাদ্দাহ ق و ل জিনস اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– আপনি বলুন।

نَزَّلَهٗ : ماضى مثبت معروف বহস وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ শব্দটি نَزَّلَ। এর যমীর منصوب متصل -এর যমীর «ه» যমিরটি বাব تفعيل মাসদার اَلتَّنْزِيْلُ মাদ্দাহ ن ز ل জিনস সহিহ, অর্থ– তিনি তা অবতীর্ণ করেছেন।

مُصَدِّقًا : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাব تفعيل মাসদার اَلتَّصْدِيْقُ মাদ্দাহ ص د ق জিনস সহিহ, অর্থ– সত্যায়নকারী।

مَا بَيْنَ يَدَيْهِ : সিগাহ "ما" ইসমে মাউসুল, بين মাঝে, يَدَىْ দুই হাত, ه যমিরে মাজরূর। অর্থ– তার দু'হাতের মাঝে। এর দ্বারা সামনে বা পূর্বে অর্থ নেয়া হয়। সুতরাং مَا بَيْنَ يَدَيْهِ অর্থ হবে, যা কিছু তার সামনে বা পূর্বে আছে।

بُشْرٰى : সিগাহ واحد مؤنث বহস اسم تفضيل মাসদার بَشَارَةٌ মাদ্দাহ ب ش ر জিনস সহিহ। অর্থ– সুসংবাদ, সুসংবাদদাতা।

جِبْرِيْلِ : এটি হিব্রু ভাষায় মহান ফেরেশতার নাম। جبر শব্দটির অর্থ عبد এবং إيل শব্দের অর্থ– الله। সম্মিলিত অর্থ عبد الله - আল্লাহর বান্দা।

بَيِّنَاتٌ : সিগাহ جمع-এর একবচন بَيِّنَةٌ অর্থ– দলিল, প্রমাণ, বিধান।

اَلْفَاسِقُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার اَلْفِسْقُ মাদ্দাহ ف س ق জিনস সহিহ, অর্থ– পাপাচারীগণ।

প্রশ্ন-১৮ : নিম্নোক্ত আয়াতের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১০২]

١٠٢. وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ
النَّاسَ السِّحْرَ، وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا اِنَّمَا
نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ
اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ،
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতে কারিমা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালার নবী হযরত সুলায়মান (আ)-এর ঘটনা আলোচিত হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

১০২. আর তারা অনুসরণ করল (ঐ সব তন্ত্রমন্ত্রের) যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা চর্চা করেছিল। বস্তুতঃ সুলায়মান কুফরী করেন নি; বরং শয়তানরাই কুফুরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু শেখাতো এবং যা বাবেল শহরে দু'ফেরেশতা হারূত, মারূতের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল তা শেখাতো। অথচ তারা কাউকেও (জাদু) শিক্ষা দিতো না যতক্ষণ না তারা বলতো, অবশ্যই আমরা (আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট) পরীক্ষাস্বরূপ, কাজেই কুফরী করো না।" তারপরও তারা দুই ফেরেশতার নিকট হতে শিখতো (এমন জাদু) যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতো। অবশ্য তারা আল্লাহর হুকুম ব্যতীত উহা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারতো না। অনন্তর তারা এমন কিছু শিখতো যা তাদের নিজেদেরই ক্ষতিসাধন করতো, তাদের কোনো উপকারে আসতো না এবং তারা জানতো যে, যে ব্যক্তি এর বিনিময় গ্রহণ করে, পরকালে তার জন্যে কোনো অংশ নেই। আর যার বিনিময়ে তারা নিজের সত্তাকে বিকিয়ে দিয়েছে, তা কতইনা নিকৃষ্ট, যদি তারা জানতো।

উপসংহার : আল্লাহ তা'য়ালা হযরত সুলায়মান (আ)-কে অফুরন্ত শক্তি ও ক্ষমতা দিয়েছিলেন, যা সমকালীন শক্তিসমূহের জন্যে ছিল একটি বিস্ময়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : সুলায়মান (আ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা বর্ণনা করুন।

উত্তর : সুলায়মান (আ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা : ইহুদিদের সুলায়মান (আ)-কে জাদুকর মনে করার কারণ প্রসঙ্গে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়।

ক. বর্ণিত আছে যে, মহানবী (স)-এর আগমনের পূর্বে জিনেরা প্রথম আসমানে যেতে পারতো। ফলে তারা ফেরেশ্তাদের অনেক গোপন কথা শুনে তা পৃথিবীতে এসে বলে দিত। এসব সংবাদ কিছু লোক প্রচার করে বেড়াতো এবং নিজেদেরকে ভবিষ্যত প্রবক্তা বলে জাহির করত এবং যাবতীয় বাতিল কথাবার্তা মিশিয়ে মানুষদেরকে সম্মোহিত করতো। এভাবে মানুষের মাঝে জাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটে। ফলে জাদুকরদেরকে সাধারণ লোকেরা নবী রাসূল মনে করতে থাকে। তারা নবীদের মু'জেযা, আর জাদুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারতো না। ফলে হযরত সুলায়মান (আ) জাদুকরদের সব নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেন এবং জাদুমন্ত্র সম্বলিত কাগজপত্রগুলো তাঁর সিংহাসনের নিচে পুঁতে রাখেন। হযরত সুলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর পর জিনেরা লোকদেরকে ঐ সব জাদু বিদ্যার নথিপত্রের সন্ধান দেয়। লোকেরা তাঁর সিংহাসনের নিচ থেকে এ সব জাদুমন্ত্র সম্বলিত নথিপত্র উদ্ধার করে এবং বলতে শুরু করে যে, সুলায়মান একজন জাদুকর ছিলেন। জাদুবলে তিনি রাজত্ব করতেন। কাজেই জাদুকর কোনো নবী হতে পারেন না। তাই ইহুদিরা হযরত সুলায়মান (আ) কে নবী মনে করতো না।

খ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সুলায়মান (আ)-এর একটি আংটি ছিল। এই আংটি ছিল তার জন্য একটি মু'জেযা। কারণ এই আংটির মাধ্যমে তিনি অনেক কিছু করতে পারতেন। তিনি যখন মলত্যাগে যেতেন তখন আংটিখানা তাঁর স্ত্রী জোবায়দার নিকট রেখে যেতেন। আল্লাহ যখন কোনো কারণে সুলায়মানকে পরীক্ষা করতে চাইলেন, ঠিক সেই সময় এক জিন তাঁর আকৃতি ধারণ করে তাঁর স্ত্রী জোবায়দার নিকট এসে আংটিটি চেয়ে নেয় এবং ঐ আংটির বলে সে রাজত্ব করতে শুরু করে। জিন জাতি তাকে রাজ্য পরিচালনায় সহযোগিতা করে।

এদিকে সুলায়মান (আ) তাঁর স্ত্রীর কাছে আংটি চাইলে স্ত্রী উত্তরে বললো, "তুমি মিথ্যাবাদী; আংটি তো তুমি নিজেই নিয়ে গেছ। একথা বলার পর সুলায়মান (আ) বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করছেন। তিনি ধৈর্যধারণ করলেন। এদিকে দুষ্ট জিন জাদু-মন্ত্র, গণনা শাস্ত্র, কাব্য-কবিতা ও গায়েব সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত একটি পুস্তক লিখে সুলায়মান (আ)-এর তখতের নীচে রেখে দেয়। সুলায়মান (আ) আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আংটি ফিরে পান এবং পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর ইন্তিকালের পরে জিনেরা সেই পুস্তকের কথা জনসাধারণের নিকট প্রচার করতে থাকে। লোকেরা জিনের কথামত সুলায়মান (আ)-এর তখতের নিচ থেকে জাদুবিদ্যার একটি পুস্তক উদ্ধার করে। ফলে লোকেরা বলাবলি শুরু করে যে, সুলায়মান (আ) এই জাদুমন্ত্রের সাহায্যেই এতদিন রাজত্ব করেছেন। কাজেই একজন জাদুকর কীভাবে নবী হতে পারে। এভাবে লোকেরা তার নবুওয়াতকে অস্বীকার করে। সেই থেকে ইহুদিরা হযরত সুলায়মান (আ)-কে জাদুকর বলে জানে। –ইবনে কাছির

প্রশ্ন-২ : হারূত ও মারূতের ঘটনা বর্ণনা করুন।

উত্তর : হারূত ও মারূতের ঘটনা : হারূত ও মারূত দু'জন ফেরেশ্‌তার নাম। আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। তাদের সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নরূপ–

ক. এক সময় বাবেল শহরে জাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটে। জাদু বিদ্যা এতটা উৎকর্ষিত হয়েছিল যে, লোকেরা মু'জেযা ও জাদুর মধ্যে তফাৎ করতে পারতো না। ফলে অনেক জাদুকরকেও তারা নবী মনে করতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'য়ালা হারূত-মারূত নামের দুই ফেরেশ্‌তাকে মানুষের পরীক্ষার জন্য পৃথিবীতে বাবেল শহরে প্রেরণ করেন। তারা পৃথিবীতে এসে মানুষকে জাদু শিক্ষা দেয়ার কথা ঘোষণা দিলে লোকেরা তাদের কাছে জড়ো হয়। তখন লোকদের উদ্দেশ্যে তারা বলে, "দেখ জাদু শিক্ষা করা কুফরী। আর আল্লাহ আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য। কাজেই তোমরা জাদু শিখে কুফরী করো না।"

একথা বলার পরও যারা জাদু শিখতে চাইতো, তারা তাদেরকে জাদু শিখাতো। তবে তারা মানুষের কোনো ক্ষতি করতো না।

খ. ইমাম ইবনে কাছির এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আদম (আ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানগণ পৃথিবীর নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তারা ধন-সম্পদ ও নারী ভোগের মোহে পড়ে খুন-খারাবী শুরু করে। ফলে ফেরেশ্‌তাদের কেউ কেউ বলে উঠল, 'দেখো, আদম সন্তানেরা কত নাফরমান, আল্লাহর নাফরমানী করছে। আমরা যদি তাদের মর্যাদায় থাকতাম তাহলে আদৌ এমনটি করতাম না। এই মন্তব্য শুনে ফেরেশ্‌তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের কথাই যদি সত্যি হয় তবে তোমাদের মধ্য হতে দুজনকে নির্বাচন কর। আমি তাদের মাঝে মানুষের মত যাবতীয় জৈবিক চাহিদা দিয়ে

পৃথিবীতে প্রেরণ করি। তারপর তোমরা দেখ, তারা সেখানে গিয়ে কী করে।' কথামত হারূত ও মারূত নামে দুই ফেরেশ্তাকে নির্বাচিত করা হয়। পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বে আল্লাহ তাদেরকে ৩টি উপদেশ প্রদান করেন। যথা–

১. আমি তোমাদের সম্পর্কে বলছি যে, পৃথিবীতে গিয়ে তোমরা আমার সাথে কাউকে শরিক করো না।

২. যেনা করো না। ৩. এবং মদ্যপান করো না।

বাবেলে আসার পর কিছু দিন যেতে না যেতেই তারা যোহরা নামের এক সুন্দরী রমণীর ফাঁদে পা দেয়। আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করার জন্য এই রমণীকে তাদের সাহচর্যে প্রেরণ করেন। তারা এই সুন্দরীকে দেখে অবিচল থাকতে পারেনি। তারা তাঁকে যৌন সম্ভোগের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মহিলা শর্ত জুড়ে দেয়। সে বলে, "তোমরা যদি শিরক করতে পার, তাহলে আমি এই প্রস্তাবে রাজি আছি। এ শর্তে তারা অস্বীকৃতি জানালে সে চলে যেতে থাকে এবং আবার ফিরে এসে বলে, "তোমরা যদি ঐ ছেলেটাকে হত্যা করতে পার, তবে আমি রাজি আছি।' এ শর্তেও তারা রাজি হলো না। ফলে সেই রমণী বললো, 'তোমরা যদি মদপান কর, তবে আমি তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারি।' এ শর্তে তারা রাজি হয়ে যায়। তারা মদপানকে ছোট অপরাধ মনে করে এতে সম্মত হয়। মদপান করে তারা মত্ত অবস্থায় ঐ রমণীর সাথে যিনা করে এবং ঐ ছেলেটিকেও হত্যা করে। চেতনা ফিরে এলে ঐ রমণী তাদেরকে বললো, 'তোমরা যা করতে অস্বীকার করেছিলে এখনতো তাও করলে।" তখন তারা তাদের কৃত-কর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। আল্লাহ তাদেরকে ইহকালে, কিংবা পরকালে শাস্তি গ্রহণের ইখতিয়ার প্রদান করেন। তারা ইহকালের শাস্তিকেই বেছে নেয়। –ইবনে কাছির

তবে আল্লামা বায়যাবি তাঁর তাফসির গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উপরোক্ত আখ্যানটিকে পৌরণিক কাহিনী এবং ইসরাইলি বর্ণনা বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ, এই ঘটনার কোন নির্ভরযোগ্যতা নেই। –তাফসিরে বায়যাবি

প্রশ্ন-৩ : سِحْر-এর বিবরণ ও বিধান বর্ণনা করুন।

উত্তর : بَيَانُ السِّحْرِ (জাদুর বিবরণ) : اَلسِّحْرُ শব্দের বাংলা জাদু, ইংরেজিতে উহাকে Magic বলা হয়। ম্যাজিক অর্থ সম্মোহন, যা এক প্রকার অদৃশ্য ক্রিয়ার প্রভাব মাত্র। দার্শনিকদের মতে اَلسِّحْرُ-এর কার্যকারণ একটি সূক্ষ্ম বিষয়। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ শয়তানের সাহচর্যের মাধ্যমে অন্তরের নোংরামি প্রসূত বিষয়। যেমন– কোনো বিশেষ মন্ত্র পড়লে এরূপ জাদু সংঘটিত হয়ে থাকে। ব্যাপারটি বহিরাগত কোনো শক্তির প্রভাবও হতে পারে। যেমন দূর থেকে জিন ও শয়তানের প্রভাব। তবে এটা প্রচণ্ড কল্পনাশক্তির প্রভাবও হতে পারে, যাকে মেসমেরিজম বলা হয়।

ইমাম শাফেয়ি (র) বলেন, اَلسِّحْرُ হচ্ছে ধোঁকাবাজি।

সর্বসাধারণের চোখে যে সব কাজ মানুষের সাধ্যের বাইরে, বিশেষ কোন কৌশলে তা সাধন করে প্রদর্শন করা হয় তাকেই اَلسِّحْرُ বলে। হ্যাঁ, এই প্রকার কাজ যদি নবীদের থেকে ঘটে, তবে তাকে মু'জেযা এবং অলিদের থেকে প্রকাশিত হলে তাকে কারামত বলা হয়।

ইংরেজি অভিধানে اَلسِّحْرُ-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

The art of warking by power over the hidden forces of nature.

অর্থাৎ, প্রকৃতিতে লুক্কায়িত অতিন্দ্রীয় শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে কোন কিছু সংঘটিত করার শিল্পকে জাদু বলে।

حُكْمُ السِّحْرِ (জাদুর বিধান) : জাদু যদি ভেলকিবাজি হয়, কিংবা কুফরী কালামের সাহায্যে হয় তবে এ প্রকার জাদু মানুষের কল্যাণকর হোক, আর ক্ষতিকর হোক সর্বাবস্থায় হারাম।

আর যদি তা শরিয়তসম্মত মন্ত্রের মাধ্যমে হয় এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকর না উপকার হয় তবে বৈধ। এটাকে জাদু বলা হয় না; বরং এটাকে আযিমত বা তা'বিলাত বলা হয়। –বায়ানুল কুরআন

প্রশ্ন-৪ : بَبَابِلَ দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : بِبَابِلَ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'য়ালা হারূত-মারূতকে বাবেল শহরে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বাবেল শহর কোনটি তা নিয়ে মতভেদ আছে। যেমন–

ক. হীরা রাজ্য তৎকালীন কূফা নগরীর অদূরবর্তী একটি নগরী। কেননা, ইবনে মাসউদ কূফাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "তোমরা হীরা ও বাবেলের মধ্যবর্তী অঞ্চলের লোক।" একথাটি দ্বারা বাবেল নগরী কূফার অদূরে বুঝায়।

খ. কেউ কেউ বলেন, বাবেল বলে ইরাক ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে।

গ. কেউ বলেছেন, বাবেল বলতে নাহওয়ান্দ পর্বত উদ্দেশ্য।

ঘ. কেউ কেউ মনে করেন, বাবেল বলে ঐতিহাসিক বেবিলন নগরীকে বুঝানো হয়েছে, যা এক সময় নিনেভা রাজ্যের রাজধানী ছিল। নমরূদ এ রাজ্যের অধিশ্বর, এটাকে মেসোপটেমিয়াও বলা হয়।

প্রশ্ন-৫ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

اِتَّبَعُوا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غائب বহস ماضى مثبت معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মাদ্দাহ ت ب ع জিনস সহিহ, অর্থ– তারা অনুসরণ করেছে।

مَا تَتْلُوْا : مাশব্দটি اسم موصول আর تَتْلُوْا : সিগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহস ماضى مثبت معروف বাব نصر মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মাদ্দাহ ت ل و জিনস ناقص واوى অর্থ– যা তারা পাঠ করে, চর্চা করে।

فَلَا تَكْفُرْ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حاضر বহস نهى حاضر معروف বাব نصر মাসদার اَلْكُفْرُ মাদ্দাহ ك ف ر জিনস সহিহ। ف সাবাবিয়্যাহ, অর্থ– কাজেই কুফুরী করো না।

يُفَرِّقُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غائب বহস مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّفْرِيْقُ মাদ্দাহ ف ر ق জিনস সহিহ। অর্থ– তারা পৃথক করে দেয়, বিচ্ছেদ করে দেয়।

ضَارِّيْنَ : সিগাটি মূলে ছিল ضاررون এটা جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাব نصر মাসদার اَلضُّرُّ মাদ্দাহ ض ر ر জিনস مضاعف ثلاثى , অর্থ– ক্ষতি সাধনকারীগণ।

يَعْلَمُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غائب বহস مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার تَعْلِيْم মাদ্দাহ ع ل م জিনস সহিহ। অর্থ– তারা শিক্ষা দেয়।

يَضُرُّ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مضارع مثبت معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلضُّرُّ মাদ্দাহ ض ر ر জিনস সহিহ। অর্থ– সে ক্ষতি করে/ করবে।

لَا يَنْفَعُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مضارع منفى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلنَّفْعُ মাদ্দাহ ن ف ع জিনস সহিহ। অর্থ– এটি উপকার দেয় না, করে না।

شَرَوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غائب বহস ماضى مثبت معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلشِّرَاءُ মাদ্দাহ ش ر ى জিনস ناقص يائى অর্থ– কেনাকাটা করেছে, তারা বিক্রয় করেছে।

প্রশ্ন-১৯ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১০৪–১০৫]

١٠٤. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

١٠٥. مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতে কারিমাদ্বয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : এ আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে সব মুহূর্তে কথায় ও কাজে কাফিরদের অনুকরণ হতে দূরে থাকতে আদেশ করেছেন।

সরল অনুবাদ :

১০৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা 'রায়িনা' বলো না। বরং তোমরা 'উনজুরনা' বলো এবং অনন্তর মনোযোগ দিয়ে শোন। কাফিরদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি।

১০৫. আহলে কিতাবের মধ্য হতে যারা কুফরী করেছে তারা ও মুশরিকরা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আর আল্লাহ যাকে চান, তাকে তাঁর রহমতের জন্য বিশিষ্ট করে নেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

উপসংহার : ইহুদিরা কখনোই ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণ চায় না। তাই তাদের আচরণ উপেক্ষা করে মুসলমানদের পথ চলতে হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... عَذَابٌ اَلِيْمٌ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করুন।

উত্তর : আয়াতের শানে নুযুল : বর্ণিত আছে যে, ইহুদিরা সব সময় নবীজীকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতো। নবীজী কোনো কিছু আলোচনা করলে সেখানে গিয়ে অত্যন্ত ভদ্রোচিতভাবে দাঁড়াতো। কিন্তু গোপনে তাঁর ওপর মনের রেষ আর ঝাল মেটানোর চেষ্টা করতো এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকত। নবীজীর আলোচনা শোনার সময় না বুঝার ভান করে নবীজীকে লক্ষ্য করে বলে ওঠত رَاعِنَا অর্থাৎ, আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন।

এ শব্দটি مُرَاعَاةٌ মাসদার থেকে গঠিত ভদ্রোচিত ভাষা বটে। কিন্তু ইহুদিরা সম্ভাব্য অন্য ধাতু শব্দ থেকে গঠিত অর্থে ব্যবহার করে এর দ্বারা ব্যঙ্গ করত। যথা–

ক. رَاعِنَا শব্দটি رَعْىٌ ধাতু থেকে اِسْمِ فَاعِلْ হতে পারে, যার অর্থ হবে– হে আমাদের রাখাল!

খ. আবার رَاعٍ শব্দটি رَعُوْنَةٌ মাসদার থেকেও اِسْمِ فَاعِلْ হতে পারে, যার অর্থ– হবে, হে আমাদের কুলক্ষণ ব্যক্তিটি! এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহ উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ করেন। –লোবাব

প্রশ্ন-২ : رَاعِنَا বলতে নিষেধ করার কারণ কী?

উত্তর : মুমিনদেরকে رَاعِنَا বলতে নিষেধ করার কারণ : رَاعِنَا শব্দটি গঠনগতভাবে দ্ব্যর্থবোধক। অর্থাৎ, এ শব্দটি ভালো এবং মন্দ উভয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে। যেমন– رَاعِنَا শব্দটি যদি مُرَاعَاةٌ মাসদার থেকে اَمْر-এর সিগাহ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে অর্থ হবে– আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, আবার رَاعِنَا শব্দটি যদি رَعْىٌ মাসদার থেকে اِسْمِ فَاعِلْ হিসেবে ব্যবহার করা হয় তবে এর অর্থ হবে– হে আমাদের রাখাল!

আর رَاعِنَا শব্দটি যদি رَعُوْنَةٌ মাসদার থেকে اِسْمِ فَاعِلْ রূপে গ্রহণ করা হয়, তবে উহার অর্থ হবে- হে আমাদের কুলক্ষণ ব্যক্তিটি! এরূপ দ্ব্যর্থবোধক শব্দ আল্লাহর রাসূলের শানে মানায় না।

সুযোগ বুঝে এ শব্দটি নোংরা অর্থে ব্যবহার করে ইহুদিরা নবীজীকে খাটো করার চেষ্টা করতো। তাই সাহাবিগণ যদি رَاعِنَا বলা থেকে বিরত থাকে, তবে ইহুদিরাও এই শব্দটি ব্যবহার করতে সাহস পাবে না। এ সব কারণে আল্লাহ মুমিনদেরকে رَاعِنَا বলতে নিষেধ করেছেন।

প্রশ্ন-৩ : আল্লাহর বাণী, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا-এর মধ্যে رَاعِنَا শব্দের অর্থগুলো লিখুন।

উত্তর : আয়াতে উল্লিখিত رَاعِنَا শব্দের অর্থ : رَاعِنَا শব্দটি গঠনগতভাবে দ্ব্যর্থবোধক। অর্থাৎ, এ শব্দটি ভালো এবং মন্দ উভয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে। যেমন– رَاعِنَا শব্দটি ৪টি অর্থ বহন করে।

১. رَاعِنَا শব্দটির অর্থ– আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন।

২. শব্দটি যদি مُرَاعَاةٌ মাসদার থেকে اَمْر-এর সিগাহ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে অর্থ হবে আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন।

৩. আবার رَاعِنَا শব্দটি যদি رَعْى মাসদার থেকে اِسْمِ فَاعِلْ হিসেবে ব্যবহার করা হয় তবে এর অর্থ হবে, হে আমাদের রাখাল!

৪. আর رَاعِنَا শব্দটি যদি رَعُوْنَةٌ মাসদার থেকে اِسْمِ فَاعِلْ রূপে গ্রহণ করা হয়, তবে উহার অর্থ হবে- হে আমাদের কুলক্ষণে ব্যক্তিটি! ইহুদিরা রাসূল (স)-এর দরবারে শেষোক্ত ৩টি অর্থ পোষণ করে হাসা-হাসি করতো।

সুযোগ বুঝে এ শব্দটি নোংরা অর্থে ব্যবহার করে ইহুদিরা নবীজীকে খাটো করার চেষ্টা করতো। তাই সাহাবিগণ যদি رَاعِنَا বলা থেকে বিরত থাকে তবে ইহুদিরাও এই শব্দটি ব্যবহার করতে সাহস পাবে না। এসব কারণে আল্লাহ মুমিনদের رَاعِنَا বলতে নিষেধ করেছেন। কারণ, এরূপ সন্দেহবোধক শব্দ আল্লাহর রাসূলের শানে মানায় না।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

اٰمَنُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غائب বহস ماضى مثبت معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মাদ্দাহ أ م ن জিনস مهموز فاء -অর্থ– তারা ঈমান আনলো।

لَا تَقُوْلُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস نهى حاضر معروف বাব نصر মাসদার اَلْقَوْلُ মাদ্দাহ ق و ل জিনস اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– তোমরা বলো না।

رَاعِنَا : نا যমিরে মানসূবে মুতাকাল্লিম, راع : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حاضر বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব مفاعله মাসদার مُرَاعَاةٌ মাদ্দাহ ر ع ى জিনস ناقص يائى - অর্থ– আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন।

قُوْلُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মাদ্দাহ ق و ل জিনস اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– তোমরা বল।

اُنْظُرْنَا : نا যমীরে মানসূবে মুতাকাল্লিম, আর اُنْظُرْ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حاضر বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব نصر মাসদার اَلنَّظَرُ মাদ্দাহ ن ظ ر জিনস সহিহ। অর্থ– আপনি আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন।

اِسْمَعُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلسَّمْعُ মাদ্দাহ س م ع জিনস সহিহ। অর্থ– তোমরা শোন।

مَا يَوَدُّ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مضارع منفى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْوُدُّ মাদ্দাহ و د د জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা কামনা করে না।

يُنَزَّلَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مضارع مثبت مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْزِيْلٌ মাদ্দাহ ن ز ل জিনস সহিহ। অর্থ– অবতীর্ণ করা হোক বা হবে।

يَخْتَصُّ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مضارع مثبت معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِخْتِصَاصٌ মাদ্দাহ خ ص ص জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তিনি বিশিষ্ট করে নেন।

প্রশ্ন-২০ : **নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।** [আয়াত নং ১০৬–১০৭]

١٠٦. مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

١٠٧. اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতদ্বয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য প্রথম আয়াতে পবিত্র কুরআনের আয়াতের বিধান রহিতকরণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে মুশরিক কাফিরদের ইসলাম বিরোধী মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে।

সরল **অনুবাদ :**

১০৬. আমি কোনো আয়াত রহিত করলে, কিংবা বিস্মৃত হতে দিলে, তদপেক্ষা উত্তম, অথবা তার অনুরূপ (আয়াত) সেখানে আনয়ন করি। আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ প্রত্যেকটি বিষয়ে ক্ষমতাবান?

১০৭. আপনি কি জানেন না যে, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য? আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবকও নেই, আর কোনো সাহায্যকারীও নেই।

উপসংহার : মহান আল্লাহ হচ্ছেন প্রজ্ঞাময়। তিনি সব জ্ঞানের আধার। তাই তার প্রতিটি কর্মই প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : **نَسْخ কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : اَلنَّسْخ **পরিচিতি :**

ক. আভিধানিক **অর্থ :** اَلنَّسْخ শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ–

ক. বিদূরিত করা, রহিত করা। যেমন– نَسَخَتِ الرِّيْحُ اٰثَارَ الدِّيَارِ অর্থাৎ, ঝড় বাড়ি-ঘরের চিহ্ন বিদূরিত করেছে।

খ. বাতিল করে দেয়া। যেমন– বলা হয় نَسَخَ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ অর্থাৎ, বিচারক তাঁর সিদ্ধান্ত বাতিল করলেন।

গ. মিটিয়ে দেয়া। যেমন- نَسَخَ الشَّيْبُ الشَّبَابَ অর্থাৎ, বার্ধক্য যৌবনকে মিটিয়ে দিয়েছে।

ঘ. ইংরেজিতে نَسْخ মানে To cancel, To abrogate ইত্যাদি।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

اَلنَّسْخُ هُوَ اِنْتِهَاءُ التَّعَبُّدِ بِقِرَاءَةِ الْاٰيَةِ اَوِ الْحُكْمِ الْمُسْتَفَادِ مِنْهَا اَوْ بِهِمَا جَمِيْعًا.

অর্থাৎ, কোন আয়াতের পঠন, অথবা এর বিধান, অথবা উভয়ের ইবাদত স্বরূপ আমলের পরিসমাপ্তি ঘটাকে نَسْخ বলে। অর্থাৎ, কোন আয়াতের বিধান বহাল থেকে পঠন পরিসমাপ্ত হওয়া, অথবা পঠন বহাল থেকে বিধান পরিসমাপ্ত হওয়া। অথবা পঠন ও বিধান উভয় পরিসমাপ্ত হওয়াকে نَسْخ বলা হয়।

نَسْخ-**এর প্রকারভেদ :** নাসেখ ও মানসুখের বিচারে শরিয়তে প্রচলিত نَسْخ প্রধানত ৪ প্রকার। যথা–

ক. نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ অর্থাৎ কুরআন দ্বারা কুরআনের অন্য আয়াতের বিধান বা পঠন রহিত করা। যেমন- ওপরের দৃষ্টান্তটি।

খ. نَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ অর্থাৎ, হাদিস দ্বারা অন্য হাদিসের বিধান রহিত করা। যেমন- নবীজী প্রথমে খেজুর গাছের তা'বীর করতে নিষেধ করেন। কিন্তু পরে এ হুকুম রহিত করে তা'বীরের অনুমতি প্রদান করেন।

গ. نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ; অর্থাৎ, কুরআন দ্বারা হাদিসের হুকুম রহিত করা।

ঘ. نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ; অর্থাৎ, হাদিসের মাধ্যমে কুরআনের বিধানকে রহিত করা। অনেকেই বলেছেন যে, নিকটাত্মীয় তথা পিতা-মাতার জন্য অসিয়তের আয়াতটি নবীজীর বাণী, لَاوَصِيَّةٌ لِلْوَالِدَيْنِ দ্বারা مَنْسُوْخٌ হয়ে গেছে। তবে ইমাম শাফেয়িসহ আরো অনেকের মতে ৪র্থ প্রকার نَسْخ জায়েয নেই। এতে কিতাবুল্লাহর ওপর সুন্নতে নববীর প্রাধান্য এসে যায়, যা বৈধ নয়। আর ও নিয়াতের বিধান মিরাজের আয়াত দ্বারা নসখ হয়েছে।

প্রশ্ন-২ : نَسْخ-এর উপকারিতা কী? বর্ণনা করুন।

উত্তর : نَسْخ-এর উপকারিতা : نَسْخ-এর বিভিন্ন উর্পকারিতা রয়েছে। যেমন–

১. نَاسِخٌ আয়াত দ্বারা কঠিন হুকুম সহজ করা হয়।

২. نَاسِخٌ আয়াতের ওপর আমল করলে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-৩ : نسخ-এর বিধান কী?

উত্তর : নসখের বিধান : আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত। কাজেই বান্দার জন্য কোথায়, কখন এবং কোন ব্যক্তির জন্য কি প্রয়োজন, তা তিনিই ভালো জানেন। যেমন, শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য ডাক্তারগণ দুধ খেতে বলেন, কিন্তু সে একই লোক যদি ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয় তখন একই ডাক্তার তাকে দুধ খেতে বারণ করেন। ঠিক এমনিভাবে একই জাতির জন্য এবং তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি বিধান সর্বাবস্থায় সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এজন্যই তিনি হুকুমের রদবদল করে থাকেন। এটাই نَسْخ-এর মূল রহস্য। যেমন– আল্লাহ 'মদ' একবারে হারাম করতে পারতেন। কিন্তু বান্দার জন্য তা মান্য করা ভীষণ কঠিন ছিল। তাই তিনি মদের হুকুম সময়ান্তরে অবস্থাভেদে পুনঃ পুনঃ রদ-বদল করে ৪র্থ বারে সম্পূর্ণ হারাম করেছেন। এটা তাঁর অজ্ঞতা নয়; বরং এটা তার চরম বিজ্ঞতারই পরিচায়ক।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

نَنْسَخْ : সিগাহ جمع متكلم বহস مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার اَلنَّسْخُ মাদ্দাহ ن س خ জিনস সহিহ। অর্থ– আমরা রহিত করে দিই।

نُنْسِ : সিগাহ جمع متكلم বহস مضارع مثبت معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْإِنْسَاءُ মাদ্দাহ ن س ی জিনস ناقص يائى অর্থ– আমরা ভুলিয়ে দেই।

نَأْتِ : সিগাহ جمع متكلم বহস مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার اَلْإِتْيَانُ মাদ্দাহ ا ت ی জিনস مركب অর্থ– আমরা নিয়ে আসি ।

اَلَمْ تَعْلَمْ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حاضر বহস مضارع منفى بلم বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعِلْمُ মাদ্দাহ ع ل م জিনস সহিহ। ا হরফে ইসতিফহাম, অর্থ– আপনি কি জানেন না?

খ. نَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ অর্থাৎ, হাদিস দ্বারা অন্য হাদিসের বিধান রহিত করা। যেমন- নবীজী প্রথমে খেজুর গাছের তা'বীর করতে নিষেধ করেন। কিন্তু পরে এ হুকুম রহিত করে তা'বীরের অনুমতি প্রদান করেন।

গ. نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ; অর্থাৎ, কুরআন দ্বারা হাদিসের হুকুম রহিত করা।

ঘ. نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ; অর্থাৎ, হাদিসের মাধ্যমে কুরআনের বিধানকে রহিত করা। অনেকেই বলেছেন যে, নিকটাত্মীয় তথা পিতা-মাতার জন্য অসিয়তের আয়াতটি নবীজীর বাণী, لَا وَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ দ্বারা مَنْسُوْخ হয়ে গেছে। তবে ইমাম শাফেয়িসহ আরো অনেকের মতে ৪র্থ প্রকার نَسْخ জায়েয নেই। এতে কিতাবুল্লাহর ওপর সুন্নতে নববীর প্রাধান্য এসে যায়, যা বৈধ নয়। আর ও নিয়াতের বিধান মিরাজের আয়াত দ্বারা নসখ হয়েছে।

প্রশ্ন-২ : نَسْخ-এর উপকারিতা কী? বর্ণনা করুন।

উত্তর : نَسْخ-এর উপকারিতা : نَسْخ-এর বিভিন্ন উপকারিতা রয়েছে। যেমন–

১. نَاسِخْ আয়াত দ্বারা কঠিন হুকুম সহজ করা হয়।

২. نَاسِخْ আয়াতের ওপর আমল করলে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-৩ : نسخ-এর বিধান কী?

উত্তর : নসখের বিধান : আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত। কাজেই বান্দার জন্য কোথায়, কখন এবং কোন ব্যক্তির জন্য কি প্রয়োজন, তা তিনিই ভালো জানেন। যেমন, শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য ডাক্তারগণ দুধ খেতে বলেন, কিন্তু সে একই লোক যদি ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয় তখন একই ডাক্তার তাকে দুধ খেতে বারণ করেন। ঠিক এমনিভাবে একই জাতির জন্য এবং তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি বিধান সর্বাবস্থায় সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এজন্যই তিনি হুকুমের রদবদল করে থাকেন। এটাই نَسْخ-এর মূল রহস্য। যেমন– আল্লাহ 'মদ' একবারে হারাম করতে পারতেন। কিন্তু বান্দার জন্য তা মান্য করা ভীষণ কঠিন ছিল। তাই তিনি মদের হুকুম সময়ান্তরে অবস্থাভেদে পুনঃ পুনঃ রদ-বদল করে ৪র্থ বারে সম্পূর্ণ হারাম করেছেন। এটা তাঁর অজ্ঞতা নয়; বরং এটা তার চরম বিজ্ঞতারই পরিচায়ক।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

نَنْسَخْ : সিগাহ جمع متكلم বহস مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার اَلنَّسْخُ মাদ্দাহ ن س خ জিনস সহিহ। অর্থ– আমরা রহিত করে দিই।

نُنْسِ : সিগাহ جمع متكلم বহস مضارع مثبت معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِنْسَاءُ মাদ্দাহ ن س ى জিনস ناقص يائى অর্থ– আমরা ভুলিয়ে দেই।

نَأْتِ : সিগাহ جمع متكلم বহস مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার اَلْإِتْيَانُ মাদ্দাহ ا ت ى জিনস مركب অর্থ– আমরা নিয়ে আসি।

اَلَمْ تَعْلَمْ : সিগাহ واحِدْ مُذَكَّرْ حاضر বহস مضارع منفى بلم বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعِلْمُ মাদ্দাহ ع ل م জিনস সহিহ।। হরফে ইসতিফহাম, অর্থ– আপনি কি জানেন না?

প্রশ্ন-২১ : নিম্নোক্ত আয়াত সমূহের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১১৫-১১৭]

١١٥. وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

١١٦. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ بَلْ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ.

١١٧. بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতগুলো মানব জাতির পথ-নির্দেশনা সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআনের 'সূরা বাকারা' হতে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বর্ণিত আয়াতসমূহে ভ্রমণাবস্থায় জন্তুর ওপর আরোহণকালে নফল সালাত আদায় করা এবং আহলে কিতাবদের ভ্রান্ত কুফরী আকীদা খণ্ডন করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

১১৫. আর পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর। কাজেই তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও সেদিকেই আল্লাহর অস্তিত্ব বর্তমান। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ব্যাপ্তিধর ও মহাজ্ঞানী।

১১৬. আর তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তা থেকে পবিত্র; অধিকন্তু নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর অনুগত।

১১৭. তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টিকারী। আর যখন তিনি কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন উহাকে লক্ষ্য করে বলেন, "হও" তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।

উপসংহার : আল্লাহ তা'য়ালার ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে তাঁর আনুগত্য করা আমাদের কর্তব্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : اَلصَّلَاةُ اِلٰى غَيْرِ الْقِبْلَةِ-এর বিধান বর্ণনা করুন।

উত্তর : **اَلصَّلَاةُ اِلٰى غَيْرِ الْقِبْلَةِ-এর বিধান :** সালাতের সময় কিবলার প্রতি মুখ করে দাঁড়ানো ফরয। ইচ্ছা করে যদি কেউ কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে সালাত আদায় করে, তবে তার সালাত বাতিল বলে গণ্য হবে। এ ব্যপারে উম্মতে মুসলিমাহ একমত।

তবে কেউ যদি ভুলবশতঃ কিংবা কোন অসুবিধার কারণে অন্য দিকে ফিরে সালাত আদায় করে ফেলে তাহলে তার সালাত হবে কী না এ ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়। যেমন–

ক. ইমাম আযম আবু হানিফা (রা) বলেন, এমতাবস্থায় তার সালাত শুদ্ধ হবে। পুনরায় আদায় করতে হবে না।

খ. ইমাম মালেকের মতে, সময় থাকলে সালাত পুনরায় আদায় করে নেয়া মুস্তাহাব।

গ. ইমাম শাফেয়ির মতে, সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। কারণ, কিবলামুখী হওয়া ফরয। –কুরতুবি

তবে ইমাম আবু হানিফার মতই অধিক যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন-২ : وَجْهُ اللّٰهِ দ্বারা কী উদ্দেশ্য? বর্ণনা করুন।

উত্তর : **وَجْهُ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য :** এখানে وَجْهُ اللّٰهِ-এর দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা–

ক. **হাকিকি :** وَجْهٌ অর্থ মুখমণ্ডল। তখন মুখমণ্ডল বলে আল্লাহর অস্তিত্ব উদ্দেশ্য হবে। এটাকে মানতিকের ভাষায় বলে– تَسْمِيَةُ الْجُزْءِ بِاِرَادَةِ الْكُلِّ এখন প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ তো নিরাকার, তাহলে তাঁর মুখমণ্ডল হবে কী করে? এর উত্তর হলো, আল্লাহ নিরাকার নয়। তাঁর আকার অবশ্যই আছে। তবে তা আমরা জানি না যে, তাঁর আকার কিরূপ। এমনিভাবে তাঁর وجه আছে। এ ব্যাপারে সালফে সালেহীনদের বক্তব্যই যুক্তিযুক্ত। তারা বলেন–

اَلْوَجْهُ لَهٗ مَعْلُوْمٌ، وَ كَيْفِيَتُهٗ مَجْهُوْلٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ وَالْاِيْمَانُ بِهٖ وَاجِبٌ.

খ. **মাজাযি :** অর্থাৎ, وَجْهُ اللّٰهِ অর্থ হবে رِضَا اللّٰهِ আল্লাহর সন্তুষ্টি। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে– তোমরা যে দিকেই ফিরে সালাত আদায় করে না কেন, সর্বাবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে।

প্রশ্ন-৩ : بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ الخ-এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করুন।

উত্তর : بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ الخ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে بَدِيْعٌ শব্দটি خَلِيْقٌ বা خَالِقٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। بَدِيْعٌ মূলত بَدِعٌ ক্রিয়ামূল থেকে اِسْمِ فَاعِلْ-এর সিগাহ। بَدِعٌ অর্থ সৃষ্টি করা। এমন সৃষ্টিকে بَدِعٌ বলা হয় যার পূর্বে কোনো অস্তিত্বই ছিলো না। মূলত আসমান ও জমিনের কোনো আকার-আয়তন কিছুই ছিলো না। আল্লাহ তা'য়ালা এসব সৃষ্টি করেছেন। তাই আল্লাহকে بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ বলা হয়েছে। তেমনিভাবে দ্বীনে ইসলামিতে যদি এমন কোনো ইবাদত প্রচলিত করে যার নমুনা ইতঃপূর্বে ছিলো না তাকে مُبْتَدِعٌ এবং ইবাদতটিকে بَدِعَةٌ বলা হয়। –কুরতুবি ও অন্যান্য

প্রশ্ন-৪ : وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا-এর ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا-এর ব্যাখ্যা : قَضٰى শব্দের লুগাতি অর্থ মীমাংসা করলো, মিটমাট করলো। শব্দটি اَمْر 'আদেশ দিয়েছেন' অর্থে পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ কিন্তু এখানে শব্দটি ২টি অর্থে ব্যবহারের সম্ভাবনা রাখে। যেমন–

ক. قَصَدَ অর্থ ইচ্ছা করলেন, সংকল্প করলেন। খ. عَزَم অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

امر শব্দের নানান প্রেক্ষাপটে প্রায় ২০টির মত অর্থ হয়ে থাকে। তবে আলোচ্য আয়াতে "ব্যাপার" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– «فِىْ اُمُوْرِ دِيْنِكُمْ» : قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ এখানে اُمُوْرٌ শব্দটি اَمْرٌ-এর বহুবচন। অর্থ– তোমাদের দ্বীনের বিষয়ে। সুতরাং, আয়াতাংশটির অর্থ দাঁড়ায় "যখন তিনি (আল্লাহ তা'য়ালা) কোনো ব্যাপারে কোনো কিছু করার ইচ্ছা করেন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তিনি বিষয়টিকে লক্ষ্য করে বলেন, "হও" অতঃপর তা হয়ে যায়।

প্রশ্ন-৫ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

مَشْرِقٌ : সিগাহ اسم مفرد مذكر বহস اسم ظرف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلشَّرْقُ মাদ্দাহ ش ر ق জিনস সহিহ। অর্থ উদয়াচল, পূর্বদিক। বহুবচনে مَشَارِقٌ ।

مَغْرِبٌ : সিগাহ اسم مفرد مذكر বহস اسم ظرف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْغُرُوْبُ মাদ্দাহ غ ر ب জিনস সহিহ। অর্থ– অস্তাচল, পশ্চিম দিকে।

قَانِتُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اسم বাব نصر মাসদার اَلْقُنُوْتُ মাদ্দাহ ق ن ت জিনস صحيح একবচনে قانت অর্থ– অনুগত বা আজ্ঞাবহ।

بَدِيْعٌ : সিগাহ اسم مفرد مذكر বহস اِسْمِ فَاعِلْ বহুবচনে بَدَائِعُ বাব فَتَحَ মাসদার اَلْبَدْعُ মাদ্দাহ ب د ع জিনস সহিহ। অর্থ– সৃষ্টিকারী।

প্রশ্ন-২২ : নিম্নোক্ত আয়াতের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১২৫-১২৬]

١٢٥. وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

١٢٦. وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতদ্বয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে পৃথিবীর প্রথম ঘর কা'বাকে বিশ্ব মানবের সম্মিলনস্থল, ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন হিসেবে আখ্যায়িত করে তার পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখার আহবান জানানো হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

১২৫. আর স্মরণ কর আমি কাবাগৃহকে মানুষের জন্য সম্মিলনস্থল ও নিরাপদ করে বানিয়েছিলাম, যখন আমি বলেছিলাম তোমরা মাকামে ইবরাহিমকে নামাযের জায়গাস্বরূপ গ্রহণ কর। আর আমি ইবরাহিম ও ইসমাইলকে দৃঢ়ভাবে বলে দিয়েছি যে, তোমরা তাওয়াফকারী, ই'তেকাফকারী ও রুকু সিজদাকারীদের জন্য আমার ঘরকে পাক-সাফ করে দাও।

১২৬. আর যখন ইবরাহিম বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এই নগরীকে আপনি নিরাপদ নগরী বানিয়ে দিন। এর অধিবাসীদের মধ্য হতে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে আপনি ফলমূল হতে জীবিকা দান করুন। তখন আল্লাহ বললেন; আর যে কুফরী করেছে তাকেও আমি স্বল্প পরিমাণ ভোগ্য বিষয় প্রদান করব। অতঃপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগে বাধ্য করব। আর এটি কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

উপসংহার : কা'বা ঘর হচ্ছে পৃথিবীর সর্বপ্রথম ও মিলন-কেন্দ্ররূপে একমাত্র ঘর। যা হবে প্রশান্তিময়, বিশ্বজনীন মিলনকেন্দ্র, যা হবে দ্বীনি চেতনার উৎস-মূল।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ দ্বারা কোন জায়গা উদ্দেশ্য?

উত্তর : مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ দ্বারা উদ্দেশ্য : মাকামে ইবরাহিম মূলত একটি ছোট পাথর যার ওপর সর্বোচ্চ একজন লোক দাঁড়াতে পারে। এর মাঝে নামায আদায় করা সম্ভব নয়। তবে এখানে مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ বলে যদিও একটি পাথর উদ্দেশ্য তবুও مُصَلًّى বলতে ঐ পাথরের আশপাশের প্রশস্ত জায়গাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন– মসজিদে নববী বললে এর আশপাশের এলাকাও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত বুঝায়।

প্রশ্ন-২ : مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ-এর পরিচয় দিন।

উত্তর : مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ-এর পরিচয় : مَقَامُ শব্দের বাংলা হলো– দাঁড়াবার জায়গা। মাকামে ইবরাহিম তথা ইবরাহিম (আ)-এর দাঁড়াবার জায়গা বলতে কী বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ–

ক. বর্ণিত আছে যে, কাবা নির্মাণের সময় ইবরাহিম (আ) একটি পাথরের ওপর দাঁড়াতেন। ফলে পাথরটিতে তাঁর উভয় পায়ের চিহ্ন বসে যায়। ঐ পাথরটিকে বর্তমানে مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ বলা হয়।

খ. কেউ কেউ বলেন, ইবরাহিম (আ) যখন ইসমাইল (আ) এর স্ত্রীকে দেখতে আসেন তখন ঘোড়া থেকে অবতরণের সুবিধার্থে ইসমাইল (আ)-এর স্ত্রী একটি পাথর এগিয়ে দেন এবং ঐ পাথরের ওপর হযরত ইবরাহিম অবতরণ করেন। ঐ পাথরটিকে مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ বলা হয়েছে।

গ. অথবা, যে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ইবরাহিম (আ) বিশ্ববাসীকে হজের জন্য আহ্বান করেছিলেন, সে পাথরকে مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন-৩ : «اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ» -এর মর্মার্থ লিখুন।

উত্তর : اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ-এর মর্মার্থ : আল্লাহ তা'য়ালা ইবরাহিম ও ইসমাঈল (আ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, "তোমরা আমার ঘরকে পবিত্র কর।" এই কথাটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে–

ক. মুশরিকদের রাখা মূর্তি মুক্ত করা।

খ. তাতে নিক্ষেপিত ময়লা-আবর্জনা পাক-সাফ করা।

গ. উলঙ্গ নারী-পুরুষের তাওয়াফ থেকে মুক্ত করা।

ঘ. অপবিত্রা নারীদের প্রবেশ থেকে মুক্ত রাখা।

ঙ. সব রকমের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করা।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

مَثَابَةً : সিগাহ واحد مؤنث বহস اسم ظرف বাব نَصَرَ মাসদার اَلثَّوَابُ মাদ্দাহ ت و ب জিনস اَجْوَفِ وَاوِيْ, অর্থ– সম্মিলন স্থল, মিলনায়তন।

طَهِّرَ : সিগাহ تثنيه مذكر حاضر বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْفْ বাব تفعيل মাসদার تَطْهِيْرٌ মাদ্দাহ ط ه ر জিনস সহিহ। অর্থ– তোমরা দুজনে পবিত্র কর।

طَائِفِيْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাব نصر মাসদার اَلطَّوَافُ মাদ্দাহ ط و ف জিনস اَجْوَفِ وَاوِيْ, অর্থ– পদক্ষিণকারীগণ।

عَاكِفِيْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাব ضَرَبَ يَضْرِبُ মাসদার اَلْعُكُوْفُ মাদ্দাহ ع ك ف জিনস সহিহ। অর্থ– অবস্থানকারীগণ, ই'তেকাফকারীগণ।

اَلرُّكَّعُ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ একবচনে راكع বাব فتح মাসদার اَلرُّكُوْعُ মাদ্দাহ ر ك ع জিনস সহিহ। অর্থ– রুকূকারীগণ।

اُمَتِّعُ : সিগাহ واحد متكلم বহস مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّمْتِيْعُ মাদ্দাহ م ت ع জিনস সহিহ। অর্থ– আমি ভোগ্য বিষয় দেবো।

اَضْطَرُّ : সিগাহ واحد متكلم বহস مضارع مثبت معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِضْطِرَارُ মাদ্দাহ ض ر ر জিনস مضاعف ثلاثى, অর্থ– আমি বাধ্য করবো।

প্রশ্ন-২৩ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১৪২-১৪৩]

١٤٥. سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

١٤٦. وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতে কারিমাদ্বয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : মুসলিম মিল্লাতের ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কিবলা। সময়ের দাবিতে কিবলা পরিবর্তন হয়েছে। এক্ষেত্রে মুনাফিকদের উপহাসকে উপেক্ষা করে মুসলমানদের সান্ত্বনা প্রদান করে তাঁদেরকেই শ্রেষ্ঠ জাতিতে ভূষিত করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

১৪২. মানুষের মধ্য হতে নির্বোধ লোকগুলো অচিরেই বলাবলি শুরু করবে, 'কিসে তাদেরকে তাদের কিবলা হতে বিমুখ করে দিল যার ওপর তারা এতদিন ছিল?' আপনি বলে দিন, 'পূর্ব এবং পশ্চিম উভয়ের মালিক আল্লাহ। যাকে খুশী, তিনি সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন।'

১৪৩. আর এমনিভাবে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে একটি মধ্যমপন্থি জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষ্যদাতা হতে পার এবং রাসূল যেন তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারেন। আপনি (হে রাসূল) এ যাবত যে কিবলার ওপর ছিলেন, উহাকে আমি কেবল এ কারণে কিবলা করেছিলাম যাতে জেনে নিতে পারি যে, কে রাসূলকে অনুসরণ করে, আর কে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। যদিও তা ছিল একটি বিরাট কষ্টের ব্যাপার। তবে আল্লাহ যাদের সুপথ দেখিয়েছেন তাদের ওপর কষ্ট নয়। আর আল্লাহ এমনটি নন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করে দিবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই স্নেহপরায়ণ, অতিশয় মেহেরবান।

উপসংহার : মানুষকে পরীক্ষা করা ও তাদের কল্যাণে এবং মুসলিম মিল্লাতের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে কিবলা পরিবর্তন করা হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে নির্বোধদের অযৌক্তিক দাবি উত্থাপন অবান্তর বলে গণ্য হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : اَلسُّفَهَاءُ-এর অর্থ কী? এটা দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : اَلسُّفَهَاءُ-এর অর্থ : اَلسُّفَهَاءُ শব্দটি سَفِيْهٌ শব্দের বহুবচন। سَفِيْهٌ শব্দটি عَاقِلٌ-এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। سَفِيْهٌ কে বাংলাতে নির্বোধ, বোকা, কাণ্ডজ্ঞানহীন ইত্যাদি বলা হয়।

আলোচ্য আয়াতে اَلسُّفَهَاءُ বলে যাদের বুঝানো হয়েছে তারা হলো–

ক. ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (রা)-এর ভাষ্য মতে, اَلسُّفَهَاءُ দ্বারা ইহুদি সম্প্রদায় উদ্দেশ্য।

খ. বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, এরা হচ্ছে আরবের মুশরিক সম্প্রদায়। এমতের স্বপক্ষে ইবনে আব্বাসের সমর্থন রয়েছে।

গ. ইমাম সুদ্দী (র) মনে করেন, এরা হচ্ছে মুনাফিক গোষ্ঠী।

ঘ. তবে আয়াতের ভাষ্য থেকে যদ্দূর বুঝা যায় তা হচ্ছে, ঐ সব লোক যারা কিবলা পরিবর্তনের কারণে সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠেছিল।

প্রশ্ন-২ : صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ-এর অর্থ কী?

উত্তর : صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ-এর অর্থ : صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ হলো আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত পথ। মাক্কি জীবনে যারা কা'বাকে কিবলা করে সালাত আদায় করেছে তারাই আবার মাদানী জীবনে এসে দীর্ঘ সতের মাস বায়তুল মাকদাসকে কিবলা করে নামায সালাত আদায় করেছে। কারণ, রাসূল যা করেন তাঁর অনুসরণ করাই তাদের কর্তব্য।

পুনরায় কাবাকে কিবলা ঘোষণা করে আল্লাহ মূলত পরীক্ষা করতে চেয়েছেন কারা রাসূলের প্রকৃত অনুসারী আর কারা আত্মপূজারী। কাজেই এই পরিবর্তনকে যারা মনে প্রাণে মেনে নিয়েছে তারাই صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ পেয়েছে। আর আল্লাহ তাদেরকেই صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ এ চালিত করেছেন।

প্রশ্ন-৩ : تَحْوِيْلُ الْقِبْلَةِ তথা কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : تَحْوِيْلُ الْقِبْلَةِ তথা কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা : কিবলা পরিবর্তনের সময় নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও তা যে দ্বিতীয় হিজরির রজব কিংবা শা'বান মাসে হয়েছে এতে কোনো দ্বিমত নেই। মদিনায় হিজরতের ১৬/১৭ মাস পর এ পরিবর্তন ঘটে।

মাক্কি জীবনে রাসূল (স) কা'বার দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন। মদিনায় আসার পর প্রায় সতের মাস যাবত বায়তুল মাকদাসকে কিবলা করে সালাত আদায় করেন। বায়তুল মাকদাস ছিল আহলে কিতাবদের কিবলা। এতে করে তারা রাসূল (স)-এর প্রতি অনেকটা সন্তুষ্ট হয়। কারণ, রাসূল (স) তাদের কিবলাকে মুসলমানদের কিবলা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু রাসূল (স)-এর মনের ইচ্ছা ছিল পবিত্র কা'বা মুসলমানদের কিবলা হোক। বুকের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে এই ইচ্ছাকে তিনি লালন করে আসছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রিয় হাবীবের ইচ্ছাকে রূপায়িত করতে আল্লাহ তা'য়ালা কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ অবতীর্ণ করেন।

ইমাম বুখারি (র) হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (স) ষোল কী সতের মাস বায়তুল মাকদাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করেন। তখন তিনি আফসোস করতেন "হায়! কা'বাঘর যদি কিবলা হতো! তখন কিবলা পরিবর্তনের আয়াত নাযিল হলে কা'বার দিকে ফিরে প্রথম নবীজী যে সালাত আদায় করেন তা ছিল আসরের সালাত। রাসূল (স)-এর সাথে সালাত আদায় করেছে এমন এক লোক তাঁর গোত্রে গিয়ে তার কাওমের লোকদের সালাতরত দেখতে পায়। তখন সে চিৎকার করে বলতে থাকে, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি রাসূলুল্লাহর সাথে কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করে এসেছি। তখন তারা সালাতের মধ্যেই কা'বার দিকে ঘুরে যায়।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা পাওয়া যায় যে, একদিন মসজিদে কুবায় লোকেরা ফজরের সালাত আদায় করছে। এমন সময় এক লোক এসে বলতে থাকে যে, গত রাতে নবীজীর ওপর ওহি নাযিল হয়েছে। তাতে বায়তুল মাকদাসের পরিবর্তে কা'বাকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তখন মুসল্লিরা সালাতের মধ্যেই কা'বার দিকে ঘুরে যায়।

ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ বলেন, "যে দিন কিবলা পরিবর্তনের বিধান অবতীর্ণ হয় সেদিন নবীজী বনূ সালামার বিশ্র ইবনে বারারাহ (রা)-এর গৃহে আমন্ত্রিত ছিলেন। দুপুরের খাবার গ্রহণের পর মসজিদে বনূ সালামাতে জোহরের সালাত আদায় করা অবস্থায় এই নির্দেশ আসে। তখন তিনি সালাতের মধ্যেই কা'বার দিকে ফিরে যান। এ কারণেই ঐ মসজিদকে "মাসজিদে যুল কিবলাতাইন" বলা হয়।

প্রশ্ন-৪ : وَسَطًا শব্দের অর্থ কী? اُمَّةً وَسَطًا দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : وَسَطًا শব্দের অর্থ : اُمَّةً وَسَطًا অর্থ– মধ্যমপন্থি জাতি, উত্তম-ন্যায়পরায়ণ জাতি। এর দ্বারা এমন উন্নত ও উৎকৃষ্ট মানব গোষ্ঠীকে বুঝায়, যারা ন্যায়-নীতি ও মধ্যমপন্থা অনুসরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যারা বিশ্বের জাতিসমূহের নেতা, পরিচালক, বিচারক ও কর্তা হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

মাদারেক প্রণেতা বলেন, وَسَطًا শব্দের অর্থ হলো– উত্তম; যেহেতু প্রতিবেশীরা দোষ-ত্রুটি নিয়ে উম্মতে মুহাম্মদীর কাছে আসে তাই তারা প্রশংসিত ও ন্যায়পরায়ণ। তারা প্রতিবেশীদের মধ্যে কারো পক্ষপাতিত্ব করে না।

অথবা, أُمَّةً وَسَطًا দ্বারা 'মধ্যস্থতাকারী জাতি' অর্থও হতে পারে। কারণ, যারা মানুষের মাঝে মধ্যস্থতা করে তারাই সমাজের নেতা, পরিচালক ও বিচারক।

▶ **أُمَّةً وَسَطًا দ্বারা উদ্দেশ্য :**

ক. তারা আল্লাহর হুকুম পালনে কমও করে না বেশিও করে না। তারা সর্বদা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে।

খ. ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। খ্রিষ্টানরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলেছে আর ইহুদিরা তাকে অবৈধ সন্তান বলেছে। এক্ষেত্রে উম্মতে মুহাম্মদী মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে। অর্থাৎ, তারা যা হক তাই বলেছে।

গ. তাছাড়া মুসলমানদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের মাঝে মধ্যস্থতা ও বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

এ সব কারণে মুসলমানদেরকে أُمَّةً وَسَطًا বলা হয়েছে। আবার اَمَّةً وَسَطًا কেই অন্যত্র خَيْرَ اُمَّةٍ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন-৫ : شُهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : شُهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ : দ্বারা উদ্দেশ্য : বর্ণিত আছে যে, কেয়ামত দিবসে সব নবীর সাথে তার কতিপয় উম্মত হাজির হবে। তখন উম্মতদের জিজ্ঞেস করা হবে, নবীজী কি তোমাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়েছিলেন? একদল উত্তরে বলবে, 'না– পৌঁছায় নি।' তখন নবীকে জিজ্ঞেস করা হবে, আপনি কি দাওয়াত পৌঁছিয়েছিলেন? তিনি বলবেন, হ্যাঁ, পৌঁছিয়েছিলাম। তখন বলা হবে, 'আপনার সাক্ষী কে?' উত্তরে নবী বলবেন, "আমার সাক্ষী নবী মুহাম্মদ ও তাঁর উম্মত"।
তখন উম্মতে মুহাম্মদীকে প্রশ্ন করা হবে, "নবী কি তাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছিয়েছিলো? তারা উত্তরে বলবে, হ্যাঁ, পৌঁছিয়েছিলো। জিজ্ঞেস করা হবে, 'তোমরা কীভাবে জানলে?' উত্তরে তারা বলবে–
'আল্লাহর কিতাবে যে সংবাদ দেয়া হয়েছে আমাদের সত্যবাদী নবীর মুখে সেসব খবর জানতে পেরেছি।' তখন নবীজীকে প্রশ্ন করা হবে, 'আপনার উম্মত কী সত্য বলছে?' নবীজী হ্যাঁ-সূচক উত্তর দেবেন। এটাই হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ। ইমাম আহমদ মুসনাদে আহমদে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্ন-৬ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

اَلسُّفَهَاءُ : শব্দটি اسم جمع একবচনে سَفِيْهٌ অর্থ– বোকা, নির্বোধ।

وَلّٰى : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস ماضى مثبت معروف বাবে تفعيل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মাদ্দাহ و ل ى জিনসে لفيف مفروق অর্থ– ফিরিয়ে দিয়েছে।

يَهْدِىْ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مضارع مثبت معروف বাবে ضرب মাসদার اَلْهِدَايَةُ মাদ্দাহ ه د ى জিনসে ناقص يائى অর্থ– তিনি পথ দেখান।

مُسْتَقِيْمٌ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাবে اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মাদ্দাহ ق و م জিনসে اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– অনড়, অবিচল, সুদৃঢ় ইত্যাদি।

شُهَدَاءُ : সিগাহ اسم جمع একবচনে شاهد او شهيد এখানে شَاهِدٌ উদ্দেশ্য, অর্থ– সাক্ষীগণ।

يَتَّبِعُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مضارع مثبت معروف বাবে اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মাদ্দাহ ت ب ع জিনসে সহিহ। অর্থ– সে অনুসরণ করে।

لِيُضِيْعَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مضارع مثبت معروف বাবে اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِضَاعَةُ মাদ্দাহ ض ى ع জিনসে اجوف يائى অর্থ– তিনি বিনষ্ট করবেন।

প্রশ্ন-২৪ : নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন ।[আয়াত নং ১৫৩-১৫৬]

١٥٣. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

١٣٦. وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ، بَلْ اَحْيَاۤءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ.

١٣٧. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ.

١٣٨. اَلَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতে কারিমাসমূহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : অত্র আয়াতে কারিমাসমূহে সালাত এবং সবরের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা, ঈমানি জিন্দেগীর পরীক্ষার ধরন এবং শাহাদতের মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

১৫৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যসহকারে এবং সালাতের মধ্য দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ধৈর্য ধারণকারীদের সাথে রয়েছেন।

১৫৪. আর আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা অনুভব করতে পারো না।

১৫৫. আর অবশ্যই আমি (আল্লাহ) কিছু ভয়-ভীতি, সামান্য ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ (তোমাদের) জীবন ও ফল-ফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করবো। আপনি ধৈর্য ধারণকারীদের সুসংবাদ দিন।

১৫৬. যারা কোনো বিপদে পড়লেই বলে, 'অবশ্যই আমরা আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর নিকটেই প্রত্যাবর্তন করবো'।

উপসংহার : শাহাদাতের প্রেরণা নিয়ে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে হবে। কেননা, শাহাদত হচ্ছে জান্নাতী জীবনের শুভ সূচনা।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-এর অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনা করুন।

উত্তর : فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-এর অর্থ ও তাৎপর্য : মহান আল্লাহর বাণী, وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ আয়াতে فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-এর অর্থ কী, এ সম্পর্কে মুফাস্সিরিনে কেরামের উক্তিসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো–

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-এর শব্দগত অর্থ হচ্ছে, 'আল্লাহ্র রাস্তায়'। সকল মুফাস্সিরের মতে, فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বলতে জিহাদকেই বুঝানো হয়েছে। জিহাদের ময়দানে দ্বীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে যারা জীবন দেয়, তারা মূলত জীবিত।

ইবনে জারির আত-তাবারি (র) বলেন, فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ দ্বারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবন দানকারী শহিদদেরকে বুঝানো হয়েছে।

ইসলামে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবন দানকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সত্য সংগ্রামে যারা আপন জীবন বিলিয়ে দিয়েছে, তাঁরাই পবিত্র আত্মার অধিকারী। আল্লাহ্‌র দ্বীন বিজয়ী হোক, এটাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। আল্লাহ্‌র ভাষায় তারা জীবন্ত, তারাই প্রকৃত জীবনে আছে। জীবন্ত ব্যক্তিরা দ্বীনের কাজে যা করে, প্রত্যেকটি কাজে তারা শহিদদের থেকে প্রেরণা পায়।

সর্বোপরি আল্লাহ্‌র রাস্তায় যারাই জীবন দেয়, তারাই শহিদ। তাদের মর্যাদা অসীম। অত্র আয়াতে তাই তাদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রশ্ন-২ : بَلْ اَحْيَاءٌ-এর ব্যাখ্যা লিখুন।

উত্তর : «بَلْ اَحْيَاءٌ»-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহর বাণী "আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত" স্বাভাবিক মৃত্যুর চেয়ে শহিদী মৃত্যু অনেক অনেক শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদার। কাজেই উভয়ের ক্ষেত্রে «اَمْوَاتٌ» মানে 'মৃত' শব্দের প্রয়োগ যথার্থ নয়। তাই আল্লাহ তাদের জন্য شَهِيْدٌ শব্দ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন। সুতরাং যারা আল্লাহর পথে প্রাণ দেয়, তাদেরকে মৃত না বলে 'শহিদ' বলা হবে। «بَلْ اَحْيَاءٌ» 'শহিদরা জীবিত, যদিও শহিদরা বাহ্যত মৃত্যুবরণ করে, তবুও আল্লাহ তাদেরকে জীবিত বলেছেন। তবে এদের জীবিত থাকার অবস্থাটা কীরূপ তা নিয়ে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন–

ক. কাফির মুশরিকরা শহিদদের যে তুচ্ছার্থে মৃত বলতো সেভাবে তাদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

খ. সাইয়েদ কুতুব বলেন, দ্বীন যেহেতু জীবিত, কাজেই দ্বীনের জন্য যারা প্রাণ দিয়েছে তারা মরেও জীবিত হয়ে আছে।

গ. হাদিসের ভাষ্য মতে, শহিদদের রূহকে আল্লাহ সবুজ পাখীর মধ্যে পুরে দেন। তারা জান্নাতে ঘুরে বেড়ায় এবং রিযিক প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন-৩ : اَلصَّابِرِيْنَ-এর ব্যাখ্যা লিখুন।

উত্তর : اَلصَّابِرِيْنَ-এর ব্যাখ্যা : اَلصَّابِرِيْنَ অর্থ– ধৈর্যশীলগণ। صَبْر শব্দের বাংলা ধৈর্য বা ধৈর্য ধারণ করা। এর ইংরেজি হবে– To Patience.

পরিভাষায় : বিপদে আপদে, আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের যথার্থ আনুগত্যে আত্মিক, আর্থিক ও দৈহিক কষ্টে নিজেকে অবিচল রেখে আপন দায়িত্ব আনজাম দেয়াকে صَبْر বলা যায়।

রকমভেদে ওলামায়ে কিরাম صبر কে ৩ টি শ্রেণিতে ভাগ করে থাকেন।

ক. اَلصَّبْرُ عَلَى الْمَصَائِبِ : অর্থাৎ, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবত ও অভাব-অনটনে ভেঙ্গে না পড়া।

খ. اَلصَّبْرُ عَلَى الطَّاعَةِ : আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ পালনে যে কষ্ট বা বিপদ পেয়ে বসে তাতে অবিচল থাকা। যেমন– অসুস্থ অবস্থায় নামায, রোযা করা, দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের কটুকথা, গালি, তিরস্কার, গুলি, টিয়ার গ্যাস, জেল-হাজত, মরণ ইত্যাদি বরণ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর কালামে বলা হয়েছে–

اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

গ. اَلصَّبْرُ عَلٰى اِجْتِنَابِ الْمَعْصِيَةِ : অন্যায় কাজ হতে দূরে থাকার ব্যাপারে صَبْر বা ধৈর্য ধারণ করা।

প্রশ্ন-৪ : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ الخ-এর হেকমত কী? বর্ণনা করুন।

উত্তর : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ الخ-এর হেকমত :

পরীক্ষার ধর্ম হলো প্রশ্নপত্র যথাসময়ে প্রকাশিত হবে। তবে আল্লাহ মুমিনদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পূর্বে প্রদান করার হিকমত বা রহস্য কী? এর উত্তরে নিম্নোক্ত বক্তব্য দেয়া যায়–

ক. এতে পূর্ব প্রস্তুতি থাকে এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিজেকে সজাগ রাখতে সক্ষম হয়।

খ. এতে করে পরীক্ষাটাকে মুমিনরা আল্লাহর গযব মনে করবে না।

গ. এর ফলে ধৈর্য ধারণ সহজ হয়। নতুবা হঠাৎ পরীক্ষা এলে মুমিনের জন্য টিকে থাকা কঠিন হতো।

ঘ. কী রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে তা পূর্বে জানিয়ে দেয়া। এতে বিষয় ভিত্তিক প্রস্তুতি নেয়ার সময় পাবে মুমিনরা।

প্রশ্ন-৫ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

اِسْتَعِيْنُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাবে اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِعَانَةُ মাদ্দাহ ع و ن জিনসে اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– তোমরা সাহায্য কামনা কর।

لَا تَقُوْلُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস نهى حاضر معروف বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ মাসদার اَلْقَوْلُ মাদ্দাহ ق و ل জিনসে اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– তোমরা বলো না।

يُقْتَلُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَجْهُوْلْ বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ মাসদার اَلْقَتْلُ মাদ্দাহ ق ت ل জিনসে সহিহ। অর্থ– সে নিহত হয়।

لِنَبْلُوَنَّ : সিগাহ جمع متكلم বহস لام تاكيد ونون تاكيد ثقيله معروف বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ মাসদার اَلْبَلَاءُ মাদ্দাহ ب ل و জিনসে ناقص واوى অর্থ– অবশ্য আমরা পরীক্ষা করবো।

بَشِّرْ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حاضر বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাবে تفعيل মাসদার اَلتَّبْشِيْرُ মাদ্দাহ ب ش ر জিনসে সহিহ। অর্থ– সুসংবাদ দাও।

اَصَابَتْ : সিগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِصَابَةُ মাদ্দাহ ص و ب জিনসে اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– পৌঁছল, আপতিত হলো।

رَاجِعُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাবে ضرب يضرب মাসদার اَلرُّجُوْعُ মাদ্দাহ ر ج ع জিনসে সহিহ। অর্থ– প্রত্যাবর্তনকারীগণ।

প্রশ্ন-২৫ : নিম্নোক্ত আয়াতের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১৫৮–১৬০]

١٥٨. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ.

١٥٩. إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ.

١٦٠. اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতসমূহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতসমূহে বিবি হাজেরার স্মৃতি বিজড়িত সাফা ও মারওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইহুদি খ্রিষ্টানদের আল্লাহর বিধান গোপন করার শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

১৫৮. নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়াহ' আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। কাজেই যে ব্যক্তি বায়তুল্লায় হজ করবে কিংবা ওমরা পালন করবে, তার জন্যে পাহাড় দুটোর মাঝে প্রদক্ষিণ করাতে কোন অপরাধ নেই। আর যে ব্যক্তি ভালো কিছু করবে তবে, অবশ্যই আল্লাহ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন, সবই জানেন।

১৫৯. আমি দলিল-প্রমাণ ও পথনির্দেশনা হতে যা অবতীর্ণ করেছি তা আমি মানুষের জন্য স্পষ্টভাবে কিতাবে বর্ণনা করার পরও যারা ওসব গোপন করে, নিঃসন্দেহে সে সমস্ত লোককে আল্লাহ এবং সমুদয় অভিসম্পাতকারী তাদের অভিসম্পাত করে।

১৬০. তবে যারা (এমনটি করার পর) তওবা করেছে এবং আত্মসংশোধন করেছে আর (মানুষের জন্যে সবকিছু খোলা-মেলা) বর্ণনা করে দিয়েছে তাদের ব্যতীত। কাজেই এসব লোক তাদের আমি ক্ষমা করে দিব। আর আমি অতিশয় ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

উপসংহার : ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে, বিবি হাজেরা (আ)-এর স্মৃতি বিজড়িত আল্লাহর কুদরতের নির্দশন সাফা ও মারওয়া সায়ী করা ওয়াজিব।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : شَعَائِرُ اللّٰهِ বিষয়টির ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : «شَعَائِرُ اللّٰهِ»-এর মর্ম : شَعَائِرُ শব্দটি شِعَارٌ শব্দের বহুবচন। অর্থ প্রতীক, নিদর্শন। প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা মুফতি শফী (র) বলেন, شَعَائِرُ اللّٰهِ দ্বারা ঐ সব ইবাদতকে বুঝায় যেগুলোকে আল্লাহ দ্বীনের নিদর্শন করেছেন। এমনিতে পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টি আল্লাহর নিদর্শন। তবে ইবাদতের বিশেষ বিশেষ স্থান যেমন, মিনা, মুযদালিফা, আরাফা ইত্যাদিকে شَعَائِرُ اللّٰهِ বলা হয়।

ইমাম রাযি (র)-এর মতে, شَعَائِرُ বলতে হজ্জ, ইবাদত ও ইবাদতের স্থানসমূহকে বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন-২ : حَجّ ও عُمْرَة-এর পার্থক্য বর্ণনা করুন।

উত্তর : হজ ও ওমরার মধ্যকার পার্থক্য : হজ ও ওমরা প্রায় একই রকম ইবাদত। তবুও দু'য়ের মাঝে বিধানগত এবং পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

১. হজ ফরয, কিন্তু ওমরাহ ফরয নয়।

২. হজ বছরের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে আদায় করতে হয়, কিন্তু ওমরাহ যিলহজের পাঁচ দিন (৯ তারিখ হতে ১৩ তারিখ) ব্যতীত অন্য যে কোনো দিন আদায় করা যায়।

৩. ওমরার তুলনায় হজের কাজ অনেক বেশি, ওমরার জন্যে তাওয়াফ ও সায়ী করতে হয়, হজে এগুলো ছাড়াও আরাফাতে অবস্থান, মুযদালিফায় অবস্থান, মিনায় কঙ্কর নিক্ষেপ ও কুরবানি ইত্যাদি কাজগুলো সম্পাদন করতে হয়।

প্রশ্ন-৩ : حَجّ-এর وَاجِبْ কাজ কী কী?

উত্তর : হজের ওয়াজিবসমূহ : হজের ওয়াজিব পাঁচটি। যথা–

১. মুযদালিফায় অবস্থান, ২. তাওয়াফে যিয়ারতের পর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করা, ৩. কঙ্কর নিক্ষেপ করা, ৪. মক্কার বাইরের লোকদের জন্য তাওয়াফে বিদা (অর্থাৎ, বিদায়কালীন তাওয়াফ) করা এবং ৫. মাথা মুণ্ডন কিংবা চুল কাটার মাধ্যমে ইহরাম ভঙ্গ করা।

প্রশ্ন-৪ : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ-এর মর্মার্থ বর্ণনা করুন।

উত্তর : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ-এর মর্মার্থ : মুসলমানগণ মনে করতো, সাফা ও মারওয়াতে যেহেতু মূর্তি ছিল এবং মুশরিকরা মূর্তির পূজা করতো, সেহেতু এখানে সায়ী করলে গুনাহ হতে পারে। তাই আল্লাহ তা'য়ালা فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ বলে এ সন্দেহ সংশয় দূর করে দিয়েছেন। অধিকন্তু এ কাজকে تَطَوُّعْ বা উত্তম কাজ বলে সায়ীর ব্যাপারে উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন।

প্রশ্ন-৫ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

حَجَّ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مَاضِىْ مَعْرُوْف فِعْلِ اِثْبَاتْ বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ মাসদার اَلْحَجُّ মাদ্দাহ ح ج ج জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– সে ইচ্ছা করল, সে হজ করলো।

اِعْتَمَرَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مَاضِىْ مَعْرُوْف فِعْلِ اِثْبَاتْ বাবে اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِعْتِمَارُ মাদ্দাহ ع م ر জিনসে সহিহ। অর্থ– সে ওমরা করলো।

يَطَّوَّفُ : শব্দটি মূলত ছিল يتطوف সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف فِعْلِ اِثْبَاتْ বাবে تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّطَوُّفُ মাদ্দাহ ط و ف জিনসে اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– সে তাওয়াফ করে।

تَطَوَّعَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مَاضِىْ مَعْرُوْف فِعْلِ اِثْبَاتْ বাবে تفعل মাসদার اَلتَّطَوُّعُ মাদ্দাহ ط و ع জিনসে اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– সে অতিরিক্ত করলো, স্বেচ্ছায় সৎকার্য করলো।

يَكْتُمُوْنَ : সিগাহ غائب مُذَكَّرْ جَمْع বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف فِعْلِ اِثْبَاتْ বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ মাসদার اَلْكِتْمَانُ মাদ্দাহ ك ت م জিনসে সহিহ। অর্থ– তারা গোপন করে।

يَلْعَنُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف فِعْلِ اِثْبَاتْ বাবে سَمِعَ মাসদার اَللَّعْنُ মাদ্দাহ ل ع ن জিনসে সহিহ। অর্থ– সে অভিশাপ দেয়।

لَاعِنُوْنَ : সিগাহ مُذَكَّرْ جَمْع বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাবে سَمِعَ يَسْمَعُ মাসদার اَللَّعْنُ মাদ্দাহ ل ع ن জিনসে সহিহ। অর্থ– অভিসম্পাতকারীগণ।

تَابُوْا : সিগাহ غائب مُذَكَّرْ جَمْع বহস مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মাদ্দাহ ت و ب জিনসে اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– তারা ফিরে এলো, তাওবা করলো।

اِصْلَحُوْا : সিগাহ غائب مُذَكَّرْ جَمْع বহস مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِصْلَاحُ মাদ্দাহ ص ل ح জিনসে সহিহ। অর্থ– তারা সংশোধন করলো।

প্রশ্ন-২৬ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১৭৮-১৭৯]

١٧٨. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

١٧٩. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِي الْاَلْبَابِ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতদ্বয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কিসাসের বিধান এবং তার ফলে মানব জীবনে নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়টি বিবৃত হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

১৭৮. 'হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর 'কিসাস' তথা মৃত্যুদণ্ড ফরয করে দেয়া হলো, স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। অতঃপর হত্যাকারীকে যদি তার (প্রতিপক্ষ) দ্বীনি ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে তা মেনে নেয়াই ভালো এবং উত্তমরূপে (তাঁর প্রাপ্য) তাকে আদায় করে দিতে হবে। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সহজকৃত বিধান ও বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে, তবে তার জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি।

১৭৯. হে বুদ্ধিমানগণ! 'কিসাসের' মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে বিশেষ জীবন। যাতে তোমরা (খুন-খারাবি থেকে) বেঁচে থাকতে পার।

উপসংহার : বিশ্বের শান্তি-শৃঙ্খলা ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণে সমাজে বিরাজমান হত্যা-খুন বন্ধের লক্ষ্যে কিসাসের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : قِصَاصٌ–এর বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : قِصَاصٌ-এর বিশ্লেষণ : قِصَاصٌ শব্দের বাংলা অর্থ– অনুরূপ হওয়া, সমান সমান করা, একই কাজের হুবহু পুনরাবৃত্তি করা ইত্যাদি। যেমন আল্লাহর বাণী, فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا অর্থাৎ, তারা উভয়ে তাদের পদচিহ্ন ধরে পশ্চাতে ফিরে এসেছে। আলোচ্য আয়াতে قِصَاصٌ শব্দটি সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির অনুরূপ হত্যা করা। শব্দের অর্থের ওপর ভিত্তি করে 'কিসাস' গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে ইমামগণ মতপার্থক্য করেছেন।

ইমাম শাফেয়ি (র) বলেন, নিহত ব্যক্তিকে যে পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়েছে, হত্যাকারীকেও সেই পদ্ধতিতে হত্যা করতে হবে। যেমন কাউকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হলে হত্যাকারীকেও আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে হবে। আবার কাউকে যদি ধীরে ধীরে কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হয়, তাহলে হত্যাকারীকেও ধীরে ধীরে কষ্ট দিয়ে হত্যা করতে হবে। নতুবা কিসাস আদায় হবে না।

ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে, কিসাসের অর্থ হলো– প্রাণ নাশের বদলে প্রাণ নাশ করা। এখানে পদ্ধতি অনুসরণীয় নয়। হত্যাকারীকে ধারাল অস্ত্র দ্বারা হত্যা করাই উদ্দেশ্য। কেননা, নবী কারিম (স) ইরশাদ করেছেন, لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ কেবল তলোয়ার দিয়েই হত্যার বদলে হত্যা করতে হবে। সেকালে তলোয়ার ছিল সবচেয়ে ধারাল অস্ত্র, যার দ্বারা দ্রুত প্রাণনাশ করা যেতো। বর্তমানে বিকল্প হিসেবে বন্দুক ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রশ্ন-২ : قِصَاصٌ-এর সামাজিক জীবনে প্রতিফলনের উপকারিতা বর্ণনা করুন।

উত্তর : قِصَاصٌ-এর সামাজিক জীবনে প্রতিফলনের উপকারিতা : আল্লাহর বাণী, 'কিসাসের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন' কথাটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে।

ক. 'কিসাস' কার্যকর হলে হত্যা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি প্রাণভয়ে তা থেকে বিরত থাকবে। ফলে উভয় ব্যক্তি বেঁচে যাবে। এভাবে সমাজ থেকে হত্যা, খুন দূরীভূত হবে এবং মানুষ নিরাপত্তা পাবে।

খ. 'কিসাস' কার্যকর হলে মানুষ মহান আল্লাহ তা'য়ালার নাফরমানী করতে সাহস পাবে না। ফলে স্বভাবতই সমাজ থেকে হত্যা, খুন উঠে যাবে। মানুষ নিশ্চিন্তে সুখী জীবন-যাপন করতে পারবে।

গ. আয়াতের শানে নুযুল থেকে জানা যায় যে, কিসাসের বিধান প্রচলিত হওয়ার কারণে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গিয়ে অসংখ্য মানুষের প্রাণ রক্ষা পায় এবং হত্যা-খুন বন্ধ হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় সুখী সুন্দর সমাজ। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

প্রশ্ন-৩ : وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ-এর ব্যাখ্যা করুন।

অথবা, قِصَاصٌ-কে حَيٰوةٌ বলার তাৎপর্য লিখুন।

উত্তর : قِصَاصٌকে حَيٰوةٌবলার তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা : قِصَاصٌ এর মর্ম হচ্ছে– অন্যায়ভাবে হত্যার বদলা স্বরূপ হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দান করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে প্রমাণিত হয় যে, কোনো সমাজে যখন কিসাস বা হত্যার বদলা নেয়া হয় তখন সে সমাজে আর হত্যাযজ্ঞ ঘটে না। কারণ, হত্যাকারী তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায় নিজের জীবনহানির নিশ্চিত ফায়সালায়। ফলে সমাজে নিরাপত্তা কায়েম হয়। এ কিসাসের তথা মৃত্যুদণ্ডের বদৌলতে অসংখ্য জীবন মুক্তি পায়। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র নতুন জীবন অনুভব করে। ফলশ্রুতিতে হত্যার মনোভাব বিদূরিত হয়ে হত্যাকারী নিজেকেও বাঁচায় সমাজকে বাঁচায়। সঙ্গত কারণেই স্বীকার করা যায় যে, কিসাসের মাঝেই ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবনের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। নতুবা পুনঃপুনঃ হত্যা চলতেই থাকবে।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

كُتِبَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস ماضى مجهول বাব نَصَرَ يَنْصُرُ মাসদার اَلْكِتَابَةُ মাদ্দাহ ك ت ب জিনস সহিহ। অর্থ– লিপিবদ্ধ করা হলো, ফরয করা হলো।

اَلْقَتْلٰى : এ শব্দটি বহুবচন, একবচনে اَلْقَتِيْلُ যা مقتول অর্থে ব্যবহৃত। শব্দগত جمع تكسير এবং অর্থগত جمع كثرت অর্থ– নিহত ব্যক্তিগণ।

اِعْتَدٰى : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মাদ্দাহ ع د و জিনস ناقص واوى অর্থ– সে সীমালঙ্ঘন করলো।

اَلْاَلْبَابُ : এ শব্দটি বহুবচন, একবচনে لب শব্দগত جمع تكسير এবং অর্থগত جمع قلت অর্থ– জ্ঞানীগণ। اُوْلُوْ اَلْبَابِ -এর অর্থ হচ্ছে– জ্ঞানবান লোক সকল।

تَتَّقُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মাদ্দাহ و ق ى জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় করবে, সংযমী হবে, আল্লাহভীতি অর্জন করবে।

প্রশ্ন-২৭ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১৮৩-১৮৪]

١٨٣. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

١٨٤. اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ، وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ وَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. [শি. নি. প. ২০০৯]

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতদ্বয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে সাওমের বিধান প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

১৮৩. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হলো, যেমনিভাবে ফরয করা হয়েছিল তাদের ওপর যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার।

১৮৪. রোযা তো গোনা কয়েকটি দিন। আর এ সময়ের মধ্যে তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়বে, কিংবা সফররত থাকবে, তাকে হিসের মত অন্যান্য দিনে তা পালন করতে হবে। আর যারা রোযা পালন করতে সক্ষম নয়, তাদের ওপর ফিদিয়া আদায় করা আবশ্যক। তা হচ্ছে একজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানো। অতঃপর যে ব্যক্তি ভালো কাজে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত দান করে তবে উহা তার জন্য কল্যাণকর হবে। বস্তুতঃ রোযা পালন করাটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝ।

উপসংহার : পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের মধ্যে সাওম হচ্ছে অন্যতম। তাই এর ওপর গুরুত্বারোপ করা প্রতিটি মু'মিনের ওপর অবশ্য কর্তব্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : صَوْمٌ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? صَوْمٌ ফরয হওয়ার সময়কাল বর্ণনা করুন।

অথবা, صَوْمٌ কাকে বলে? صَوْمٌ কখন ফরয হয়?

উত্তর : صَوْمٌ-এর আভিধানিক অর্থ : اَلصِّيَامُ শব্দটি **صَوْمٌ-এর বহুবচন।** অথবা **فِعَالٌ** ওজনে **اِسْم** مَصْدَرْ-এর আভিধানিক অর্থ– **اَلْاِمْسَاكُ** তথা বিরত থাকা।

صَوْمٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী সঙ্গম এবং রোযা ভঙ্গকারী যাবতীয় কার্যক্রম থেকে বিরত থাকাকে **صَوْمٌ** তথা রোযা বলা হয়।

صَوْمٌ তথা রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল : দ্বিতীয় হিজরিতে মুসলমানদের ওপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়। ইতঃপূর্বে আশুরা ও আইয়ামে বীয-এর রোযা ফরয ছিল।

প্রশ্ন-২ : অসুস্থ ব্যক্তির রোযা পালনের বিধান আলোচনা করুন।

উত্তর : অসুস্থ ব্যক্তির রোযা পালনের বিধান : কোন ব্যক্তি যদি রমযান মাসে এমন অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, তার পক্ষে রোযা পালন আদৌ সম্ভব নয় এবং কোনো বিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার যদি রোযা ভঙ্গ করার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করেন, তবে রুগ্ন ব্যক্তি সাময়িকভাবে রোযা পালন থেকে বিরত থাকবে। পরবর্তীতে সময়-সুযোগমত ঐ রোযাগুলো কাযা করবে। কিন্তু রুগ্ন ব্যক্তি যদি আর সুস্থ না হয় এবং এ অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তার ওপর কোনো ফিদিয়া বা কাফ্ফারা বর্তাবে না।

প্রশ্ন-৩ : মাহে রমযানে মুসাফিরের রোযা পালনের বিধান আলোচনা করুন। [শি. নি. প. ২০০৯]

উত্তর : মুসাফিরের রোযা পালনের বিধান : মুসাফির ব্যক্তির বিধান অসুস্থ ব্যক্তির বিধানের অনুরূপ। যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে অন্তত পায়ে হেঁটে ৩ দিনের পথ পরিমাণ দূরে যাত্রা করে এবং কোথাও সর্বাধিক ১৫ দিনের কম সময় অবস্থানের নিয়ত করে, শরিয়তের তাকে মুসাফির বলা হয়। আমাদের ফিকহশাস্ত্রবিদ মনীষীগণ সফরের দূরত্ব ৪৮ মাইল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ভ্রমণ অবস্থায় কোথাও ১৫ দিন অথবা ততোধিক অবস্থানের নিয়ত করলে তাকে সাময়িক মুকীম বলা হবে। ফলে তাকে অবশ্যই রোযা পালন করতে হবে। এটাই ফকিহদের অভিমত। মুসাফির যদি সফরে মারা যায়, তাহলে তার ওপর ফিদিয়া বা কাফ্ফারা কিছুই আবশ্যক হবে না।

প্রশ্ন-৪ : فِدْيَةٌ বলতে কী বোঝেন? এর পরিমাণ বর্ণনা করুন। [শি. দি. প. ২০০৯]

উত্তর : فِدْيَةٌ -এর পরিচয় : فِدْيَةٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে فِدْيَاتٌ অর্থ ফিদিয়া দেয়া। যে ধন সম্পদ দায় মুক্তির জন্যে দেয়া হয়।

পরিভাষায় রোযা পালনে অক্ষম এমন ব্যক্তির জন্যে রোযার পরিবর্তে যে সদকা বা দান করা হয় তাকে فِدْيَةٌ বলে। মূলত فِدْيَةٌ হচ্ছে যা কোনো কিছুর পরিবর্তে দেয়া হয়।

فِدْيَةٌ -এর পরিমাণ : فِدْيَةٌ -এর পরিমাণ সম্পর্কে ইমামদের মতামত হলো–

১. ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, প্রত্যেকটি فِدْيَةٌ টি ফেৎরার সমান। অর্থাৎ, প্রত্যেক দিন ১ সা খেজুর বা অর্ধ সা গম। এটা ইবনে আব্বাস (রা)-এরও অভিমত।

২. ইমাম মালেক ও শাফেয়ি (র)-এর মতে, প্রত্যেক দিন নবী (স)-এর মতে, মুদের এক মুদ গম দেবে। এটা আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত।

৩. কেউ কেউ বলেন, প্রত্যেক দিন ১ জন করে মোট ৩০ জন মিসকিনকে পেটভরে খাবার খাওয়াবে। যেমন– আনাস (রা) বৃদ্ধ বয়সে একবছর রোযা পালনে অপারগ হওয়ায় এক ডেগ খানা পাক করে ৩০ মিসকিনকে ডেকে তাদেরকে তৃপ্তির সাথে আহার করান।

প্রশ্ন-৫ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

كُتِبَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস ماضى مجهول বাব نصر মাসদার اَلْكِتَابَةُ মাদ্দাহ ك ت ب জিনস সহিহ। অর্থ– ফরয করা হলো।

تَتَّقُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মাদ্দাহ و ق ى জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় করবে, তোমরা মুত্তাকী হবে।

مَعْدُوْدَاتٌ : সিগাহ جمع مؤنث বহস اسم مفعول বাব نصر মাদ্দাহ ع د د জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– গণনাকৃত, সীমিত।

يُطِيْقُوْنَهٗ : ہটি যমিরে মাফউল। সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غائب বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِطَاقَةُ মাদ্দাহ ط و ق জিনস اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– তারা তাতে সক্ষম হয় না।

فِدْيَةٌ : এ শব্দটি একবচন, বহুবচনে فِدْيَاتٌ অর্থ– ফিদইয়া দেয়া, যে ধন-সম্পদ দায় মুক্তির জন্য দেয়া হয়।

مِسْكِيْنٌ : একবচন ও اسم جامد বহুবচনে مَسَاكِيْنٌ অর্থ– মিসকিন, যার ধন-সম্পদ কিছুই নেই।

تَطَوَّعَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تفعل মাসদার اَلتَّطَوُّعُ মাদ্দাহ ط و ع জিনস اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– স্বেচ্ছা প্রণোদিত অতিরিক্ত কাজ করলো।

تَصُوْمُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ বাব نصر মাসদার اَلصِّيَامُ মাদ্দাহ ص و م জিনস اَجْوَفِ وَاوِىْ এ শব্দের পূর্বে ان প্রবিষ্ট হওয়াতে, نونِ اعرابِى বিলুপ্ত হয়েছে। অর্থ– তোমরা রোযা পালন করবে।

تَعْلَمُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعِلْمُ মাদ্দাহ ع ل م জিনস সহিহ। অর্থ– তোমরা অবগত আছ।

প্রশ্ন-২৮ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১৯৭-১৯৮]

১৯৭. اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ.

১৯৮. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ.

উত্তর : **উৎস** : আলোচ্য আয়াতদ্বয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : ইসলামি শরিয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান হচ্ছে হজ। হজের মধ্যে কোনো প্রকার অশ্লীল কাজে অংশগ্রহণ করা যাবে না, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে সে কথাই তুলে ধরা হয়েছে।

সরল **অনুবাদ :**

১৯৭. হজের সময়কাল সুবিদিত কয়েকটি মাস। কাজেই যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ করা (ইহরামের মাধ্যমে) নিজের ওপর ফরয করে নেয়, তার জন্য হজের সময়ে স্ত্রী সঙ্গম, পাপ আচরণ ও কলহ-বিবাদ করার কোনো অবকাশ নেই। তোমরা উত্তম কার্যাবলি হতে যা কিছু কর আল্লাহ তা জেনে রাখেন। অনন্তর তোমরা পাথেয় ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই সর্বোত্তম পাথেয়। আর হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা! আমাকে ভয় কর।

১৯৮. তোমাদের প্রতিপালকের ভাণ্ডার থেকে অনুগ্রহ (ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ) সন্ধান করাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। যখন তোমরা আরাফাত হতে (মুযদালিফার দিকে) যাত্রা করবে, তখন পবিত্র নিদর্শন (জাবালে কাযাহ) এর নিকট পৌছে আল্লাহকে স্মরণ করবে। যদিও ইতঃপূর্বে তোমরা পথহারাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

উপসংহার : হজের মাধ্যমে বান্দাহ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সমর্থ হয়। তাই এক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : اَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ দ্বারা কোন কোন মাসকে বুঝানো হয়েছে?

অথবা, اَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ -এর মর্মার্থ লিখুন।

উত্তর : اَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ দ্বারা যে মাস উদ্দেশ্য :

প্রকাশ থাকে যে, اَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতগুলো প্রণিধানযোগ্য।

বুখারি শরিফে হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত اَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ দ্বারা শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ মাসের ১ম ১০ দিন বুঝানো হয়েছে।

আবু উসামা রাসূলে কারিম (স) হতে বর্ণনা করেন, اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ شَوَّالٌ، ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ

ইবনে জারির (র) বলেন, শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ মাসকে اَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ বলে অভিহিত করা হয়।

হজের কার্যকলাপ ইহরাম হতে শুরু হয়। আর শাওয়াল মাস হতেই ইহরাম বাঁধা হয়। তাই শাওয়াল মাসকে হজের প্রারম্ভিক মাস ধরা হয়। হজের ফরযগুলোর মধ্যে সর্বশেষ কাজ তাওয়াফে যিয়ারত, যা যিলহজের দশম তারিখে সম্পাদন করতে হয়।

প্রশ্ন-২ : আল্লাহর বাণী, فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি লিখুন।

উত্তর : আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা : فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى আয়াতাংশে তাকওয়ার অর্থ সম্পর্কে তাফসিরকারদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

ক. কোনো কোনো তাফসিরকারের মতে, উক্ত আয়াতের অর্থ হলো, তোমরা আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করো। আর আখিরাতের উত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। সুতরাং আখিরাতের জন্যে তোমরা দুনিয়ার খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাক। -তাফসিরে কাশশাফ পৃ. ২০২

খ. আবার কোনো কোনো তাফসিরকার শানে নুযুলের ওপর ভিত্তি করে বলেন, আয়াতের অর্থ তোমরা হজ করতে গিয়ে মানুষের কাছে ভিক্ষা করা হতে বিরত থাক। আর পথের সামগ্রী অর্থাৎ, সর্ব প্রকার খাদ্যদ্রব্য, কুরবানির ব্যয় ইত্যাদি পথের সম্বল সংগ্রহ করো।

মোটকথা, তাকওয়া অর্থ বিরত থাকা। সেজন্যে প্রথম দলের তাফসিরকারগণ আল্লাহভীতির কথাই বলেছেন। আর দ্বিতীয় দল ভিক্ষা করা হতে বেঁচে থাকার কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য, ইয়ামন থেকে একটি কাফিলা হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসে। তারা আসা-যাওয়ার খরচ, কুরবানি ইত্যাদির ব্যয়ের জন্যে পাথেয় সংগ্রহ না করেই মক্কায় এসেছিল। হজের সময় অনন্যোপায় হয়ে তারা অন্য হাজীদের নিকট ভিক্ষা শুরু করে। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ বলেন, "তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর। নিশ্চয় সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি"।

প্রশ্ন-৩ : حَجّ ও عُمْرَةٌ-এর পরিচয় দিন।

উত্তর : حَجّ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : حَجّ শব্দটির "ح" তে যের এবং যবর উভয়টি দিয়ে পড়া যায়। এর আভিধানিক অর্থ– اَلْقَصْدُ বা সংকল্প করা, اَلْاِرَادَةُ বা ইচ্ছা করা, মনস্থির করা ইত্যাদি।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরিয়তের পরিভাষায়–

زِيَارَةُ بَيْتِ اللهِ فِىْ وَقْتِ الْحَجِّ مَعَ النِّيَّةِ بِاَدَاءِ اَفْعَالٍ مَخْصُوْصَةٍ عَلٰى طَرِيْقَةٍ مَسْنُوْنَةٍ.

অর্থাৎ, হজের সময়, নিয়তের সাথে শরিয়তের প্রচলিত পদ্ধতিতে বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পাদনপূর্বক বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করাকে হজ বলা হয়।

حَجّ-এর হুকুম : حَجّ একটি শারীরিক ও আর্থিক ব্যয়বহুল ইবাদত। ইহা সালাত ও সাওমের ন্যায় সার্বজনীন ফরয নয়। কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে সামর্থ্যবান ধনাঢ্য, মু'মিন নর-নারীর ওপর হজব্রত পালন করা ফরয। ৯ম হিজরিতে হজ ফরয সংক্রান্ত নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে। পরবর্তী বছর রাসূল (স) হজ আদায় করেন। যেমন আল্লাহর বাণী, وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

▶ عُمْرَةٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : عُمْرَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ– আবাদ করা, ইচ্ছা করা।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরিয়তের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়াতে সায়ী করাকে ওমরা বলে।

▶ عُمْرَةٌ-এর হুকুম :

আল্লাহর বাণী, «اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» আয়াতের বাচনভঙ্গি থেকে বুঝা যায় যে, عُمْرَةٌ করাও হজের মতই ফরয। তাছাড়া সাহাবি সুবাই ইবনে মা'বাদ (রা) বলেন, আমি হযরত ওমর (রা)-এর দরবারে এসে বললাম, আমি খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন আমি আমার উপর হজ ও ওমরা দু'টিই ফরয মনে করি। তাই একসাথে উভয়টির ইহরাম বাঁধলাম। ওমর (রা) বললেন, "তুমি তোমার নবীর তরিকা মতই কাজ করলে।' এখানে ওমর (রা)-এর বক্তব্য থেকেও বুঝা যায় عُمْرَةٌ ওয়াজিব তথা ফরয। কারণ, তিনি সুবাই (রা)-এর ফরয হওয়ার উক্তির বিরোধিতা করেন নি।

তবে ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, عُمْرَةٌ সুন্নত। ইহা ত্যাগ করা উচিত নয়। ইমাম মালেক (র)-ও এ মতের সমর্থক। ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ (র)-এর মতে عُمْرَةٌ ফরয। তবে নবী কারিম (স) ও তাঁর সাহাবিদের আমল এবং সালাফে সালেহিনদের অনুসৃত নীতি থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, عُمْرَةٌ ফরয নয়। তবে উহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্যে عُمْرَةٌ ছেড়ে দেয়া সমীচীন নয়।
–তাফসিরে কুরতুবী

প্রশ্ন-৪ : تحقيق করুন :

উত্তর : নিম্নে تحقيق করা হলো–

تَزَوَّدُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব تفعل মাসদার اَلتَّزَوُّدُ মাদ্দাহ ز و د জিনস اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– তোমরা পাথেয় সঞ্চয় কর।

فُسُوْقٌ : বাব نصر-এর মাসদার, মাদ্দাহ ف س ق জিনস সহিহ। অর্থ– অন্যায় আচরণ, দুষ্কর্ম করা, মহা পাপাচারে লিপ্ত হওয়া।

اِتَّقُوْنِ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِتَّقُوْا আর نون وقاية টা اَلْاِتِّقَاءُ মাদ্দাহ و ق ى জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা আমাকে ভয় কর।

اَفَضْتُمْ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِفَاضَةُ মাদ্দাহ ف ى ض জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা প্রস্থান করলে।

اُذْكُرُوْا : বহুবচন, সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব نصر মাসদার اَلذِّكْرُ মাদ্দাহ ذ ك ر জিনস সহিহ। অর্থ– তোমরা স্মরণ কর।

اَلضَّالِّيْنَ : বহুবচন, একবচনে اَلضَّالُّ বহস اِسْمِ فَاعِلْ মূলে ضَالِلٌ ছিল। একটি লামকে অন্য লামে ইদগাম করা হয়েছে। বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلضَّلَالَةُ মাদ্দাহ ض ل ل জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পথভ্রষ্ট লোকগণ।

প্রশ্ন-২৯ : নিম্নোক্ত আয়াতের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ২১৯]

٢١٩. يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ اِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতখানা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতে মদ ও জুয়ার অপকারিতা এবং আল্লাহর রাস্তায় দান করার বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

২১৯ লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, এতদুভয়ের মধ্যে মহাপাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে, তবে এর উপকারের চেয়ে পাপই বড়। লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কী ব্যয় করবে। আপনি বলুন, উদ্বৃত্ত সম্পদ (ব্যয় কর)। এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর বিধানসমূহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর।

উপসংহার : মদ ও জুয়ার অপকারিতা উপকারিতার তুলনায় মারাত্মক ক্ষতিকর। এতদুভয় থেকে বিরত থেকে আল্লাহ তা'য়ালার রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করা উচিত।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : আল্লাহর বাণী, اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ-এর ব্যাখ্যা লিখুন।

উত্তর : اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে اِثْمٌ كَبِيْرٌ অর্থ– বড় গুনাহ এবং مَنَافِعُ لِلنَّاسِ অর্থ–মানুষের জন্য রয়েছে উপকারিতা।

মদ ও জুয়াকে اِثْمٌ كَبِيْرٌ তথা বড় পাপ বলার কারণ :

১. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এগুলো ধর্মীয় বিভিন্ন কাজে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটায়। তাই বড় পাপ বলা হয়েছে।
২. আল্লামা যুজাজ (র) বলেন, এটা শত্রুতা ও ক্রোধ বাড়িয়ে দেয়। তাই বড় পাপ বলা হয়েছে।
৩. আল্লামা শাওকানি (র) বলেন, এ দু'টো মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায় এবং ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে। তাই বড় পাপ বলা হয়েছে।
৪. মদপানে চেতনাশক্তি লোপ পায় এবং জুয়া দ্বারা হারাম পথে উপার্জন হয়। তাই এ দু'টো বড় পাপ।
৫. হামযা (র) ও কিসায়ি (র) اِثْمٌ كَبِيْرٌ-এর স্থলে اِثْمٌ كَثِيْرٌ (তথা অনেক গুনাহ) পড়েছেন। কেননা, এর দ্বারা অনেক গুনাহ সংঘটিত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-২ : خَمْرٌ অর্থ কী? এর বিধান আলোচনা করুন।

উত্তর : اَلْخَمْرُ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : خَمْرٌ-এর আভিধানিক অর্থ হলো; আচ্ছন্ন করা, লুপ্ত করা, আড়াল করা। خَمْرٌ কে এজন্য خَمْرٌ বলা হয়া হয় যেহেতু, তা বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, اَلْخَمْرُ مَا اعْتَصَرَ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ اِذَا اَشْتَدَّ وَغَلٰى
অর্থাৎ, আঙ্গুর নিংড়ানো রস, যখন তা পঁচে যায় ও উগ্র নেশা সম্বলিত হয়।
২. কারো মতে, اَلْخَمْرُ اِسْمٌ لِكُلِّ مُسْكِرٍ অর্থাৎ, প্রত্যেক নেশা জাতীয় বস্তুই মদ।
৩. আল্লামা জাওহারি (র) বলেন, كُلُّ شَيْءٍ يَسْتُرُ الْعَقْلَ يُسَمّٰى خَمْرًا
অর্থাৎ, خَمْرٌ হলো প্রত্যেক ঐ বস্তু, যা বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

মোটকথা, خَمْرٌ হলো এমন পানীয় যা পান করলে মানুষ বিবেকশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না।

خَمْرٌ-এর হুকুম : মদ ও মদ জাতীয় পানীয় যা পানে নেশা সৃষ্টি হয় এ জাতীয় সব দ্রব্য হারাম। আল্লাহ তা'য়ালা তিনটি পর্যায়ে মদকে হারাম করেছেন। সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ.

কাজেই মদ বর্জন করা অত্যাবশ্যকীয় এবং তা পান করা একটি কবিরা গুনাহ।

প্রশ্ন-৩ : يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ আয়াতের আলোকে মদ হারাম হওয়ার পটভূমি বর্ণনা করুন।
অথবা, **মদ হারাম হওয়ার ধারাবাহিকতা বর্ণনা করুন।**

উত্তর : মদপান ও জুয়া খেলা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে : মদ হারামের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা চারটি আয়াত নাযিল করেছেন। এ আয়াতগুলো সব মক্কায় নাযিল হয়। যা নিম্নরূপ–

১. মদ যে নেশার বস্তু সে সম্পর্কে ইশারা করে মহান আল্লাহ নাযিল করেন–

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا.

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পরও মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবে মদপান করতে থাকেন। তখন তাদের জন্যে হালাল ছিল।

২. হযরত ওমর (রা), মু'য়ায (রা)সহ কিছু সংখ্যক সাহাবি রাসূলুল্লাহর কাছে গমন করে মদের হুকুমের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তাঁরা সবাই বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মদ আমাদের জ্ঞান নষ্ট করে দেয়। এটা আমাদের মাল-সম্পদ ধ্বংসেরও কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তখন মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ উক্ত আয়াত নাযিলের পরও কিছু সংখ্যক সাহাবি মদপান করতেন। যেহেতু উহার মধ্যে মানুষের উপকারিতা আছে। আর একদল সাহাবি (রা) তা পরিত্যাগ করেন।

৩. একদিন আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) কিছু সংখ্যক লোককে দাওয়াত করেন। তাঁরা খাওয়ার পর মদ পান করে মাতাল হয়ে যান। এরপর নামাযে দণ্ডায়মান হয়ে তারা সূরা কাফিরূন পাঠে মারাত্মক ভুল করে চারটি আয়াতের চার জায়গা থেকে লা শব্দটি বাদ দিয়ে পাঠ করেন। যেমন- قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ এ অবস্থায় অর্থ দাঁড়ায়, বলুন, হে কাফিরগণ! তোমরা যার ইবাদত কর আমিও তার ইবাদত করি। (নাউযু বিল্লাহ) ঐ ঘটনার পর আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন, لَاتَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى অর্থাৎ, তোমরা নেশা অবস্থায় সালাতের কাছেও যেও না।

৪. অন্য একদিন হযরত ওসমান ইবনে গালিক (রা) কিছু সংখ্যক লোককে দাওয়াত করলেন। দাওয়াতীদের মাঝে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)ও ছিলেন। তিনি মদ পান করে মাতাল অবস্থায় গর্ব করে আনসারদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন। এক পর্যায়ে আনসারদের এক ব্যক্তি তাঁকে মারলো। পরিশেষে রাসূলুল্লাহর দরবারে এ ব্যাপারে নালিশ গেলে হযরত ওমর (রা) দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে মদের হুকুম পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিন। তখন মহান আল্লাহ নাযিল করেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ.

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত ওমর (রা) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন, اِنْتَهَيْنَا يَارَبِّ অর্থাৎ, হে আমাদের রব! আমরা এখন সকলে মদ থেকে বিরত হলাম।

প্রশ্ন-৪ : اَلْمَيْسِرُ অর্থ কী? এর বিধান আলোচনা করুন।

উত্তর : اَلْمَيْسِرُ-এর সংজ্ঞা ও হুকুম : মা'য়ারিফুল কুরআন গ্রন্থকার বলেন, مَيْسَرٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ- সহজ হওয়া, শক্তিধর হওয়া, সম্পদশালী হওয়া। জাহেলিয়াতের যুগে ইহাকে সম্পদ লাভের উপায় মনে করে এ নাম দেয়া হয়। তৎকালে বহু প্রকার জুয়ার প্রচলন ছিল। এর মধ্যে একরকম জুয়া এমন ছিল যে, উট জবাই করে এর অংশ বণ্টন করতে গিয়ে জুয়া খেলা হতো। কেউ একাধিক অংশ পেত, আবার কেউ বঞ্চিত হতো। এমন অসম বণ্টনের সাথে সম্পর্কের কারণেই এরকম জুয়াকে 'মাইসির' বলা হতো।

সকল সাহাবী ও তাবেয়ী এ ব্যাপারে একমত যে, সব রকমের জুয়া মাইসিরের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। যায়নুল আবেদিন শামী তাঁর বিখ্যাত দুররুল মুখতার গ্রন্থে বলেন, যে ব্যাপারে কোনো মালের মালিকানা এমন সব শর্তনির্ভর হয়, যাতে মালিক হওয়া না হওয়া উভয় সম্ভাবনাই সমান থাকে এবং এর ফলে এক পক্ষের পূর্ণ লাভ এবং প্রতিপক্ষের পূর্ণ লোকসান উভয়ই হবার সম্ভাবনা থাকে, তাকে اَلْمَيْسِرُ বা জুয়া বলা হয়। ইহা সম্পূর্ণ হারাম।

প্রশ্ন-৬ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

يَسْئَلُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غائب বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মাদ্দাহ س ء ل জিনস مهموز عين অর্থ– তারা জিজ্ঞেস করে।

يُنْفِقُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غائب বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِنْفَاقُ মাদ্দাহ ن ف ق জিনস সহিহ। অর্থ– তারা খরচ করে।

يُبَيِّنُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْيِيْنَ وَالْبَيَانُ মাদ্দাহ ب ى ن জিনস اجوف يائى অর্থ– বর্ণনা করে।

تَتَفَكَّرُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تفعل মাসদার اَلتَّفَكُّرُ মাদ্দাহ ف ك ر জিনস সহিহ। অর্থ– তোমরা গবেষণা করবে।

প্রশ্ন-৩০ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ২৩৪-২৩৫]

---

٢٣٤. وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

٢٣٥. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّاۤ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতদ্বয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সর্ববৃহৎ সূরা 'আল-বাকারা' থেকে নেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ে বিবাহ ও মহিলাদের ইদ্দত সংক্রান্ত নীতিমালা আলোচনা করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

২৩৪. আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যায়, স্ত্রীরা চার মাস দশদিন স্বয়ং প্রতীক্ষায় থাকবে। অতঃপর যখন তারা তাদের ইদ্দতকালের পরিসমাপ্তিতে পৌঁছবে, তখন তারা যথাবিধি নিজেদের স্বার্থে যা করবে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। অনন্তর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ খবর রাখেন।

২৩৫. স্ত্রী লোকদের নিকট তোমরা প্রত্যক্ষ বিবাহ প্রস্তাব করলে, অথবা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখলে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের ব্যাপারে আলোচনা করবে। কিন্তু বিধিসম্মত কথাবার্তা বলা ছাড়া গোপনে তাদেরকে কোন অঙ্গীকার প্রদান করো না এবং বিধিসম্মত ইদ্দতকাল উহার পরিসমাপ্তিতে না পৌঁছা পর্যন্ত বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন করো না। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ তোমাদের মনে যা আছে, তা ভালোভাবে জানেন। সুতরাং তাঁকে ভয় কর। আরো জেনে রেখো যে, আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ সহনশীল।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, স্বামীর মৃত্যুর পর তাদের বৈধ স্ত্রীরা চারমাস দশ দিন পরবর্তী বিয়ের জন্য অপেক্ষা করবে। আল্লাহ প্রদত্ত এই বিধান মেনে চলা আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ الخ-এর বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ الخ-এর ব্যাখ্যা : তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত তিন হায়েয আর বিধবাদের ইদ্দত গর্ভবতী না হওয়ার ক্ষেত্রে চার মাস দশদিন, আর গর্ভবতী হলে তার ইদ্দত গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু চার মাস দশ দিনের মধ্যে যদি তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়, তাহলে প্রসব করা দ্বারাই তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে এবং সে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে। স্বামী মারা গেলে ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীলোকদের সুগন্ধি ব্যবহার করা, সাজসজ্জা করা, সুরমা তৈল ব্যবহার করা, রঙ্গিন কাপড় পরা জায়েয নেই। বিবাহের জন্য প্রকাশ্য আলোচনা করাও জায়েয নেই।

বিধবা গর্ভবতী স্ত্রীর ইদ্দত : ইমাম কুরতুবী বলেন, জুমহুর আলেমদের নিকট গর্ভবতী স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে তার ইদ্দত হলো গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত। তবে হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা) হতে এ বিষয়ে ভিন্নমত পাওয়া যায়, তা হলো اَبْعَدُ الْاَجْلَيْنِ অর্থাৎ, দু'ইদ্দতের মধ্যে যেটি দূরবর্তী সেটি ধর্তব্য। অর্থাৎ, গর্ভ খালাসের পরেও যদি চার মাস ১০দিন পূর্তির বাকি থাকে, তবে অবশিষ্ট দিনগুলো পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে। ইমাম শা'বী, নাখয়ী, হাম্মাদ ও হাসান গর্ভ খালাসের সাথে সাথে নিফাসের সময়টিও ইদ্দতের শামিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

প্রশ্ন-২ : وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا الخ-এর ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا الخ-এর ব্যাখ্যা : স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রীর ইদ্দত পালনে যে সময় নির্ধারিত রয়েছে এটা ঐ বিধবাদের জন্য যাদের সাথে তাদের স্বামী নির্জনবাস করেছে। কিন্তু গর্ভবতী বিধবাদের সে ইদ্দত পালন করতে হবে না; বরং প্রসবের সাথে সাথেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-৩ : وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ-এর মর্মার্থ বর্ণনা করুন।

উত্তর : وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ الخ-এর মর্মার্থ : تَعْرِيْضٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ– পরোক্ষ সংকেত প্রদান করা, অস্পষ্ট কথা বলা। পারিভাষিক অর্থ হলো, এমন কথা বলা যা উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। বয়ানুল কুরআন গ্রন্থকার বলেন, ইদ্দতকালে মহিলার সাথে বিবাহ সম্পর্কে চারটি বিধান বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ–

১. স্পষ্টভাবে মুখে প্রস্তাব করা বৈধ।
২. মনে মনে গোপন রাখলেও কোনো দোষ নেই।
৩. ইদ্দতের মধ্যে গোপনে ওয়াদাবদ্ধ হওয়া হারাম।
৪. ইদ্ধতের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْقٌ করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْقٌ করা হলো–

يَتَوَفَّوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غائب বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَجْهُوْلْ বাব تفعل মাসদার اَلتَّوَفِّىْ মাদ্দাহ و ف ى জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

يَذَرُوْنَ : সিগাহ جمع مؤنث غائب বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মাদ্দাহ و ذ ر জিনস مثال واوى অর্থ– তারা ছেড়ে যায়।

يَتَرَبَّصْنَ : সিগাহ اَلتَّرَبُّصُ মাসদার تفعل বাব اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বহস جمع مؤنث غائب মাদ্দাহ ر ب ص জিনস সহিহ অর্থ– তারা অপেক্ষা করবে।

عَرَّضْتُمْ : সিগাহ اَلتَّعْرِيْضُ মাসদার اِفْعَالٌ বাব اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বহস جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ মাদ্দাহ ع ر ض জিনস সহিহ। অর্থ-- তোমরা সংকেত দিলে।

اَكْنَنْتُمْ : সিগাহ اَلْاِكْنَانُ মাসদার اِفْعَالٌ বাব اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বহস جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ মাদ্দাহ ك ن ن জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা গোপন রাখলে।

هُنَّ : মাসদার لَاتُوَاعِدُوْهُنَّ শব্দটি ضمير منصوب متصل সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস مفاعلة বাব نهى حاضر معروف মাদ্দাহ اَلْمُوَاعَدَةُ و ع د জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা চুক্তিবদ্ধ হবে না, অঙ্গীকার করবে না।

لَاتَعْزِمُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস نهى حاضر معروف বাব ضرب মাসদার اَلْعَزْمُ মাদ্দাহ ع ز م জিনস সহিহ। অর্থ– তোমরা সংকল্প করো না।

প্রশ্ন-৩১ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ২৩৮-

٢٣٨. حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ.

٢٣٩. فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতদ্বয় মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সর্ববৃহৎ সূরা 'আল-বাকারা' থেকে নেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য ১ম আয়াতে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং দ্বিতীয় আয়াতে ভয়কালীন সালাতের বিধান আলোচিত হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

২৩৮. তোমরা সব সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি। আর আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দাঁড়াও।

২৩৯. যদি তোমরা বিনীতভাবে সালাতে দাঁড়াতে ভয় কর, তবে হাঁটা অবস্থায় হোক কিংবা আরোহী অবস্থায় হোক যতটুকু সম্ভব কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করে নাও। অতঃপর তোমরা যখন নিরাপত্তা অনুভব করবে, তখন যে রীতিতে স্মরণ করার জন্যে আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা পূর্বে জানতে না সে রীতিতে তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর।

উপসংহার : আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অন্যতম সেতুবন্ধন হচ্ছে নামায। তাই নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ করা প্রতিটি মু'মিনের একান্ত কর্তব্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : اَلصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى দ্বারা কোন সালাতকে বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : আল্লাহর বাণী, اَلصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى-এর মর্মার্থ :

صَلٰوةِ وُسْطٰى দ্বারা কোন সালাত উদ্দেশ্য এ সম্পর্কে তাফসিরকারদের উক্তি নিম্নরূপ–

১. হযরত আলী (রা), ইবনে আব্বাস (রা), মালিক ও শাফেয়ি (র)-এর মতে, صَلٰوةِ وُسْطٰى দ্বারা ফজরের সালাত উদ্দেশ্য।

২. হযরত আয়েশা (রা), যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা) ও মালিক (র)-এর মতে, জোহরের সালাত উদ্দেশ্য। এ মতকে شَيْخُ الْمُفَسِّرْ পছন্দ করেছেন।

৩. ইবনে মাসউদ (রা)সহ সাহাবিদের বিশেষ একটি দল এবং আবু হানিফার মতে, اَلصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى দ্বারা আসরের সালাত উদ্দেশ্য।

৪. আবু উবায়দা ও ইবনে আবি হাতিমের মতে, মাগরিবের সালাত উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন-২ : قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ-এর মর্মার্থ বর্ণনা করুন।

উত্তর : قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ-এর মর্মার্থ : «قٰنِتِيْنَ» শব্দটি قُنُوْتٌ হতে নির্গত। অর্থ– আনুগত্যকারীগণ। এর মর্মার্থ সম্পর্কে মুফাস্‌সিরীনের কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়–

১. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, قٰنِتِيْنَ অর্থ– ذَاكِرِيْنَ ও دَاعِيِيْنَ অর্থাৎ, যিকিরকারী ও দোয়াকারী।

২. হযরত কাতাদাহ (রা) ও হাসান বসরি (র) বলেন, এর অর্থ– مُطِيْعِيْنَ তথা আনুগত্যকারীগণ।

৩. হযরত মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ– خَاشِعِيْنَ তথা বিনয়ীগণ।

৪. ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এর অর্থ– سَاكِتِيْنَ তথা নিশ্চুপ বা নীরবতা পালনকারীগণ।

৫. তাফসিরে ইবনে কাছিরে আছে, এর অর্থ– ذَلِيْلِيْنَ তথা অতি নম্র ব্যক্তিগণ।

৬. আল্লামা রাগিব ইস্পাহানি (র) বলেন, এর অর্থ– اَلطَّاعَةُ مَعَ الْخُضُوْعِ তথা বিনয়ের সাথে আনুগত্য করা।

প্রশ্ন-৩ : حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ ....قَانِتِيْنَ আয়াতটির বিষয়বস্তু লিখুন।

উত্তর : আয়াতটির বিষয়বস্তু : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদেরকে সব সালাতের প্রতি যত্নবান হতে নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে সব নামায বলতে ফজর, যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায বুঝানো হয়েছে। বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়ার অর্থ হলো আসরের সালাতের প্রতি গুরুত্ব দেয়া। কারণ এ সালাতের সময় মানুষ খুব বেশি ব্যস্ত থাকে। ফলে এ সালাত নষ্ট হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই জমহুর আলিমদের মতে এখানে اَلصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى বলতে আসরের সালাতকেই বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْقْ করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْقْ করা হলো–

حَافِظُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব مفاعلة মাসদার اَلْمُحَافَظَةُ মাদ্দাহ ح ف ظ জিনস সহিহ। অর্থ– তোমরা সংরক্ষণ কর।

اَلْوُسْطٰى : এটি اوسط এর مؤنث সিগাহ واحد مؤنث বহস اسم تفضيل মাদ্দাহ و س ط জিনস مثال واوى অর্থ– মধ্যম। এজন্য মধ্যম অঙ্গুলীকে وسطى বলা হয়।

قُوْمُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব نصر মাসদার اَلْقِيَامُ মাদ্দাহ ق و م জিনসে اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– তোমরা দাঁড়াও।

قَانِتِيْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাব نصر মাসদার اَلْقُنُوْتُ মাদ্দাহ ق ن ت জিনসে সহিহ। অর্থ– অনুগতগণ। এটি حالت نصبى তে واقع হওয়ার কারণে قَانِتُوْنَ-এর স্থলে قانتين হয়েছে।

خِفْتُمْ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَوْفُ মাদ্দাহ خ و ف জিনসে اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– তোমরা ভয় করলে।

اَمِنْتُمْ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاَمْنُ মাদ্দাহ ا م ن জিনসে مهموز فاء অর্থ– তোমরা নিরাপদ হলে।

عَلَّمَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّعْلِيْمُ মাদ্দাহ ع ل م জিনস সহিহ। অর্থ– তিনি শিক্ষা দিলেন।

প্রশ্ন-৩২ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ২৭৮-২৭৯]

٢٧٨. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔

٢٧٩. فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ۔

উত্তর : উৎস : আলোচ্য মহিমান্বিত আয়াতদ্বয় বিজ্ঞানময় আল কুরআনের সূরা 'আল-বাকারা' থেকে নেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে সুদ পরিহার করার নির্দেশ এবং তার অশুভ পরিণতির কথা তুলে ধরা হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

২৭৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর যদি তোমরা সত্যিকার ঈমানদার হয়ে থাক, তবে সুদের মধ্যে যা অবশিষ্ট অনাদায়ী রয়েছে, তা বর্জন কর।

২৭৯. যদি তোমরা (সুদ বর্জন) না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ব্যাপারে প্রস্তুত হও। অনন্তর যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। এক্ষেত্রে তোমরা নিজেরা জুলুম করবে না, আর তোমাদের প্রতিও যুলুম করা হবে না।

উপসংহার : বিশ্বের অর্থনৈতিক শোষণ ও অস্থিরতার প্রধান কারণ হচ্ছে সুদ। সুতরাং সুদের কবল থেকে মুক্ত থাকা সব মু'মিনের পবিত্র দায়িত্ব।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : رِبٰوا শব্দের অর্থ কী? সামাজিক জীবনে رِبٰوا-এর অপকারিতা বর্ণনা করুন।

উত্তর : رِبٰوا **পরিচিতি :**

ক. আভিধানিক অর্থ : رِبٰوا শব্দের অর্থ–

১. اَلْفَضْلُ তথা অতিরিক্ত হওয়া। যেমন– فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا

২. اَلزِّيَادَةُ তথা বৃদ্ধি পাওয়া। যেমন আল্লাহ বলেন, مَا اٰتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : هُوَ الزِّيَادَةُ عَلٰى اَصْلِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ تَبَايُعٍ অর্থাৎ, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির বহির্ভূত মূল মালের অতিরিক্ত অংশকে সুদ বলা হয়। তাফসিরে ইবনে কাছিরে বলা হয়েছে, اَلرِّبٰوا هُوَ الزِّيَادَةُ عَلٰى رَأْسِ الْمَالِ অর্থাৎ, মূলধনের অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে সুদ বলে।

মোটকথা, লেনদেন ও ঋণের ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত হিসেবে যে অতিরিক্ত মাল ধার্য করা হয়, যার কোন বিনিময় দেয়া হয় না, তাই সুদ।

সমাজ জীবনে সুদের অপকারিতা :

১. সুদ গরিব শোষণের হাতিয়ার।
২. সুদ সমাজে ধনী-গরিব বৈষম্য সৃষ্টি করে।
৩. সামাজিক শান্তি বিনষ্ট করে।
৪. দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে।
৫. সমাজে অন্যায়, পাপাচার ও নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধি করে।
৬. মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়।
৭. সুদ সমাজের নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের স্বার্থ বিরোধী ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত।
৮. সুদ গরিবের সম্পদকে ধনীদের মাঝে পুঞ্জিভূত করে দেয়।
৯. সামাজিক শৃঙ্খলা ও ভ্রাতৃত্ববোধ ধ্বংস করে দেয়।
১০. সমাজে অনৈসলামিক অর্থ ব্যবস্থা চালু হয়।
১১. অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়।

সর্বোপরি সুদের লেনদেনের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশের অবমাননা করা হয়।

প্রশ্ন-৩ : اِتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ **আয়াতের মর্মকথা বর্ণনা করুন।**

উত্তর : اِتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ الخ**-এর মর্মকথা :** বিনিয়োগকৃত সুদের টাকা ছেড়ে দেয়া মানব মনের জন্য কঠিন হতে পারত। তাই আগে اِتَّقُوْا اللّٰهَ বলে পরে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, وَذَرُوْا مَابَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا অর্থাৎ, তোমরা বকেয়া সুদ ছেড়ে দাও। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর নির্দেশ মান্য করা এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ না করাই ঈমানের পরিচায়ক। নির্দেশটি পালন কষ্টসাধ্য ছিল বলে এর পূর্বে اِتَّقُوْا اللّٰهَ বলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং নির্দেশের পর اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ যুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন-২ : اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ اَمْوَالِكُمْ **আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনা করুন।**

উত্তর : اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ اَمْوَالِكُمْ**-এর ব্যাখ্যা :** যদি তোমরা তওবা করে ভবিষ্যতের জন্যে বকেয়া সুদ ছেড়ে দিতে সংকল্পবদ্ধ হও, তবে তোমরা আসল মূলধন পেয়ে যাবে। মূলধনের অতিরিক্ত আদায় করে তোমরা কারো ওপর জুলুম করতে পারবে না এবং কোনো ঋণগ্রহীতা মূলধন হ্রাস করে কিংবা পরিশোধে গড়িমসি করে তোমাদের ওপর জুলুম করতে পারবে না। আয়াতে আসল মূলধন ফিরে পাওয়ার ব্যাপারটি তওবার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যদি তোমরা তওবা কর এবং ভবিষ্যতে সুদ ছেড়ে দিতে কৃতসংকল্প হও; তবেই তোমরা আসল মূলধন ফিরে পাবে। কেননা ঋণ গ্রহীতা যখন বুঝবে সে ঋণদাতা সুদ ক্ষমা করে দিয়েছে তাহলে সে মূলধন খুশি হয়ে অবশ্যই ফেরৎ দেবে। আর যদি কেউ ঋণ পরিশোধ না করে তাহলে ঋণদাতা পরকালে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি পাবে।

প্রশ্ন-৩ : تَحْقِيْقْ **করুন :**

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْقْ করা হলো–

اِتَّقُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস بابে اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মাদ্দাহ و ق ى জিনসে لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

ذَرُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাবে ضرب মাসদার اَلْوَذَرُ মাদ্দাহ و ذ ر জিনসে مثال واوى অর্থ– তোমরা পরিত্যাগ কর।

بَقِيَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে سَمِعَ মাদ্দাহ ب ق ى জিনসে ناقص يائى অর্থ– অবশিষ্ট ছিল।

اَلرِّبٰوا : ইহা বাবে نصر-এর মাসদার। মাদ্দাহ ر ب و জিনসে ناقص واوى অর্থ– সুদ, বৃদ্ধি পাওয়া।

لَاتُظْلَمُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস نفى فعل مُضَارِعْ مَجْهُوْلْ বাবে نَصَرَ মাদ্দাহ ظ ل م জিনসে সহিহ। অর্থ– তোমরা অত্যাচারিত হবে না, তোমাদের কম দেয়া হবে না।

فَاْذَنُوْا : এখানে ف হরফে আতফ। সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাবে سَمِعَ মাসদার اَلْاِذْنُ ও اَلْاَذَانُ মাদ্দাহ ذ ن । জিনসে مهموز فاء এরপরে با অব্যয় থাকায় اعلموا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ– জেনে রাখ।

تُبْتُمْ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মাদ্দাহ ت و ب জিনসে اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– তোমরা তাওবা করেছ, অনুতপ্ত হয়েছ।

২. সূরা আলে ইমরান

প্রশ্ন-৩৩ : নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১-৪]

١. الٓمّٓ

٢. اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ.

٣. نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِیْلَ.

٤. مِنْ قَبْلُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ ذُوانْتِقَامٍ.

উত্তর : উৎস : উদ্ধৃত আয়াতসমূহ অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ আল-কুরআনের সূরা 'আলে ইমরান'-এর প্রারম্ভিকা থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর একত্ববাদ, সার্বভৌমত্ব, আসমানী গ্রন্থসমূহের সত্যতা এবং অবিশ্বাসীদের কঠিন শাস্তির কথা ঘোষিত হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

১. আলীফ-লাম-মীম। (এর অর্থ আল্লাহ তা'য়ালাই বেশি জানেন)।

২. আল্লাহ! তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।

৩. তিনি আপনার প্রতি বাস্তব বিধানসহকারে কিতাবটি ক্রমাগত অবতীর্ণ করেছেন। উহা তৎপূর্বেকার অবতারিত গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী। আর তিনি তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছেন।

৪. এগুলোকে ইতঃপূর্বে মানব জাতির পথ প্রদর্শকরূপে অবতীর্ণ করেন, আর তিনি সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী কুরআন অবতীর্ণ করলেন। নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর আল্লাহ তা'য়ালা মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

উপসংহার : সার্বভৌমত্বের অধিকারী যেহেতু একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, সেহেতু ইবাদত কেবল তাঁর উদ্দেশেই নিবেদিত হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় পরকালে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ-এর মর্মার্থ লিখুন।

অথবা, فُرْقَانٌ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ-এর মর্মার্থ : "اَلْفُرْقَانُ" শব্দটি فَرْقٌ ধাতু থেকে গৃহীত। যার আভিধানিক অর্থ–পার্থক্য নির্ণয় করা। আর اَلْفُرْقَانُ অর্থ-পার্থক্য নির্ণয়কারী। যা হক ও বাতিল, সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করতে সক্ষম, তাকেই اَلْفُرْقَانُ বলা হয়। এখানে ফুরকান দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা নিয়ে তাফসিরকারগণ কয়েকটি অভিমত পেশ করেছেন–

ক. "اَلْفُرْقَانُ" দ্বারা নবী-রাসূলদের মু'জেযা উদ্দেশ্য।

খ. যাবতীয় আসমানী কিতাব উদ্দেশ্য।

গ. اَلْفُرْقَانِ দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য। কারণ, কুরআনের অপর নাম اَلْفُرْقَانُ কুরআনের সর্বোর্ধ্ব মর্যাদা বুঝানোর উদ্দেশে আল্লাহ তায়ালা দ্বিতীয়বার উহাকে উল্লেখ করেছেন।

ঘ. একদল মুফাসসির মনে করেন, اَلْفُرْقَانُ দ্বারা 'যাবুর' কিতাব উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন-২ : اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ-এর বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : **اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ-এর বিশ্লেষণ :** মহান আল্লাহর বাণী, اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ আয়াতে اَلْحَيُّ শব্দটি اِسْمِ فَاعِلْ مُبَالَغَةٌ এর রূপ। এটি আল্লাহর গুণবাচক নাম। অর্থ– চিরঞ্জীব। اَلْقَيُّوْمُ শব্দটি قِيَامٌ ধাতু থেকে اِسْمِ فَاعِلْ مُبَالَغَةٌ-এর শব্দ। এটিও আল্লাহর গুণবাচক নাম। অর্থ– চিরস্থায়ী। সুতরাং اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ অর্থ আল্লাহ চিরস্থায়ী ও নিয়ামক।

আলোচ্য গুণবাচক শব্দ দুটো উল্লেখ করে খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদ করা হয়েছে। কেননা, তারা ঈসা (আ)-কে খোদা বলে দাবি করে। অথচ খোদা হওয়ার জন্য স্থায়িত্ব হওয়া জরুরি।

প্রশ্ন-৩ : কুরআনের ক্ষেত্রে نَزَّلَ আর তাওরাত ও ইনজিলের ক্ষেত্রে اَنْزَلَ বলা হয়েছে কেন?

অথবা, **نَزَّلَ ও اَنْزَلَ-এর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করুন।**

উত্তর : **نَزَّلَ ও اَنْزَلَ-এর পার্থক্য :** نَزَّلَ গঠিত হয়েছে تَنْزِيْلٌ ক্রিয়ামূল হতে বাবে تَفْعِيلْ থেকে। تَفْعِيلْ-এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদরীজ তথা ক্রমবিন্যাস বা ক্রম-সংঘটন। আর اَنْزَلَ গঠিত হয়েছে اِنْزَالٌ ক্রিয়ামূল হতে বাবে اِفْعَالْ থেকে। এর বিশেষ অর্থ– কোনো কাজ একবারে সম্পন্ন করা। যেহেতু কুরআন মাজিদ সুদীর্ঘ ২৩ বছরে প্রয়োজন ও সময় অনুপাতে অবতীর্ণ হয়েছে, এজন্য কুরআনের ক্ষেত্রে نَزَّلَ ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, তাওরাত ও ইঞ্জিল একবারে পূর্ণাঙ্গভাবে অবতীর্ণ করা হয়েছে, এজন্য اَنْزَلَ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে কুরআনের ক্ষেত্রেও نَزَّلَ -এর পরিবর্তে اَنْزَلَ-এর ব্যবহার দু'স্থানে লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

١. وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. ٢. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبِ.

কিন্তু এতে পরস্পর বিরোধী অবস্থা এ জন্য সৃষ্টি হয় না যে, জিবরাঈল (আ) রমযান মাসে পূর্ণ কুরআন রাসূল (স)-কে একবারে তেলাওয়াত করে শুনাতেন। অথবা কুরআন আল্লাহ প্রথমে 'লওহে মাহফুয' থেকে পৃথিবী হতে পরিদৃষ্ট আসমানে একবারে নাযিল করেছিলেন।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْقٌ করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْقٌ করা হলো–

اَللّٰهُ : আল্লাহ শব্দটি মহান স্রষ্টার সত্তাগত নাম। এ শব্দের দ্বিবচন, বহুবচন ও স্ত্রী লিঙ্গ নেই। এ শব্দটি তার মূল গঠনগত অবস্থায় রয়েছে। এতে কোনো রূপ পরিবর্তন হয় নি। কোনোরূপ تَعْلِيْلٌ করাও ঠিক নয়। কেউ কেউ বলেছেন, اَللّٰهُ শব্দটি اِلٰهٌ শব্দের পরিবর্তিত রূপ।

اَلْقَيُّوْمَ : এটা আল্লাহ তা'য়ালার অন্যতম গুণবাচক নাম। আধিক্যজ্ঞাপক কর্তৃবাচ্য ইসম, اِسْمِ فَاعِلْ বা اسم تفضيل -এর উচ্চারণে ব্যবহৃত হলেও এগলো صفت مشبه হিসেবে পরিগণিত।

نَزَّلَ : শব্দটি اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বহস وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বাব تفعيل মাসদার اَلتَّنْزِيْلُ মূলবর্ণ ن ز ل জিনস সহীহ। অর্থ- অবতীর্ণ করলেন।

مُصَدِّقًا : শব্দটি اِسْمِ فَاعِلْ বহস وَاحِدْ مُذَكَّرْ বাব تفعيل মাসদার اَلتَّصْدِيْقُ মূলবর্ণ ص د ق জিনস সহীহ। অর্থ সত্যতা প্রমাণকারী।

اَنْزَلَ : শব্দরূপটি اِفْعَالٌ বাব اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْفْ বহস وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ মাসদার اَلْاِنْزَالُ মূলবর্ণ ن ز ل জিনস সহীহ। অর্থ– অবতীর্ণ করলেন।

اَلتَّوْرَاةُ : এটি হিব্রু ভাষার কমরটদ শব্দ থেকে গৃহীত আরবি অপভ্রংশ রূপ, এর অর্থ- আলোক স্বম্ভ। কারো কারো মতে এটি আরবি وَرَّى يَرِى থেকে গৃহীত اَلتَّوْرَاةُ মানে اَلضِّيَاءِ وَالنُّوْرُ "আলো এবং নূর"। যেমন বলা হয়, وَرَّى الزَّنَدَ يَرِى অর্থাৎ, পাথরকে পাথর দিয়ে আঘাত করলে যখন আলো সৃষ্টি হয়, তখন বলা হয় ورى الزند যেমন কুরআনে উল্লেখ আছে فَالْمُوْرِيَاتِ قَدْحًا ; তাওরাতের মাধ্যমে হেদায়াতের আলো প্রকাশ পেয়েছে বলে তাওরাত নামে নামকরণ করা হয়েছে। সুতরাং শব্দটি تفعلة -এর ওযনে গঠিত, মূলে ছিল تورية পরে توراة -এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। মূল অক্ষর (ورى) যেমন, توصية جاراة-কে-جارية বনি তাঈ গোত্র راء -এর كسرة -কে যবর দ্বারা পরিবর্তন করে توفية উচ্চারণ করে। খলীল নাহবী এবং বসরিদের মতে শব্দটি فوعلة-এর ওজনে, মূলে وورية ছিল, প্রথম واو টিকে تاء-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। তাফসির বিশারদদের মতে, এ নামটি আরবি থেকে গ্রহণ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। কারণ, তাওরাত গ্রন্থের ভাষা হিব্রু ছিল। অতএব, নামটিও হিব্রু হওয়াই স্বাভাবিক।

اَلْاِنْجِيْلُ : এটি হিব্রু ভাষার সমকালীন আধুনিক শব্দরূপ। এর অর্থ– সুসমাচার। কেউ কেউ এ শব্দটিকে আরবি করণের প্রয়াস পেয়েছেন এবং বলেছেন যে, শব্দটির মূল অক্ষর نَجْلٌ অর্থ-আসল এবং মূলবস্তু। বলা হয়, اَنْجَلَ اللّٰهُ وَالِدَيْهِ কারো মতে, শব্দটি تَنَاجَلَ হতে নির্গত–অর্থ تَنَازُعٌ তথা পরস্পর বিবাদ। ঈসা (আ)-এর উম্মতগণ কিতাবটি নিয়ে বিবাদ করেছিল বলে এ নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু এরূপ বিশ্লেষণ পণ্ডশ্রম মাত্র। মূলে শব্দটি অনারবি, অর্থাৎ, হিব্রু ভাষার আধুনিক রূপ সুরিয়ানী শব্দ।

اَلْفُرْقَانِ : এর দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। শব্দটি বাব نَصَرَ يَنْصُرُ-এর মাসদার, যা اِسْمِ فَاعِلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলবর্ণ ف ر ق জিনস সহীহ। অর্থ-পার্থক্যকারী।

كَفَرُوْا : শব্দটি اَلْكُفْرُ বাব ضرب মাসদার اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْفْ বহস جَمْع مُذَكَّرْغائب মূলবর্ণ ك ف ر জিনস صحيح অর্থ-তারা অস্বীকার করেছে

اَلْعَزِيْزُ : صفت مبالغة اِسْمِ فَاعِلْ এর সিগাহ : তবে আল্লাহর গুণবাচক নামরূপে ব্যবহৃত হলে مشبه রূপে পরিগণিত হয়। শব্দটি عَزٌّ থেকে নির্গত। ইহা اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى-এর অন্তর্গত। জিনস مضاعف অর্থ-মহা পরাক্রমশালী।

اَنْزَلَ : শব্দরূপটি اِفْعَالٌ বাব اِثْبَاتٌ فِعْلِ مَاضِیْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বহস وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ মাসদার اَلْاِنْزَالُ মূলবর্ণ ن ز ل জিনস সহীহ। অর্থ– অবতীর্ণ করলেন।

اَلتَّوْرَاةُ : এটি হিব্রু ভাষার কমরটদ শব্দ থেকে গৃহীত আরবি অপভ্রংশ রূপ, এর অর্থ- আলোক স্বম্ভ। কারো কারো মতে এটি আরবি وَرَّى يَرِى থেকে গৃহীত اَلتَّوْرَاةُ মানে اَلضِّيَاءِ وَالنُّوْرُ "আলো এবং নূর"। যেমন বলা হয়, وَرَّى الزَّنَدَ يَرِى অর্থাৎ, পাথরকে পাথর দিয়ে আঘাত করলে যখন আলো সৃষ্টি হয়, তখন বলা হয় ورى الزند যেমন কুরআনে উল্লেখ আছে فَالْمُوْرِيَاتِ قَدْحًا ; তাওরাতের মাধ্যমে হেদায়াতের আলো প্রকাশ পেয়েছে বলে তাওরাত নামে নামকরণ করা হয়েছে। সুতরাং শব্দটি تفعلة -এর ওযনে গঠিত, মূলে ছিল تورية পরে توراة -এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। মূল অক্ষর (ورى) যেমন, توصية جاراة কে-جارية বনি তাঈ গোত্র راء -এর كسرة -কে যবর দ্বারা পরিবর্তন করে توفية উচ্চারণ করে। খলীল নাহবী এবং বসরিদের মতে শব্দটি فوعلة-এর ওজনে, মূলে وورية ছিল, প্রথম واو টিকে تاء-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। তাফসির বিশারদদের মতে, এ নামটি আরবি থেকে গ্রহণ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। কারণ, তাওরাত গ্রন্থের ভাষা হিব্রু ছিল। অতএব, নামটিও হিব্রু হওয়াই স্বাভাবিক।

اَلْاِنْجِيْلُ : এটি হিব্রু ভাষার সমকালীন আধুনিক শব্দরূপ। এর অর্থ– সুসমাচার। কেউ কেউ এ শব্দটিকে আরবি করণের প্রয়াস পেয়েছেন এবং বলেছেন যে, শব্দটির মূল অক্ষর نَجْلٌ অর্থ-আসল এবং মূলবস্তু। বলা হয়, اَنْجَلَ اللّٰهُ وَالِدَيْهِ কারো মতে, শব্দটি تَنَاجَلَ হতে নির্গত–অর্থ تَنَازُعٌ তথা পরস্পর বিবাদ। ঈসা (আ)-এর উম্মতগণ কিতাবটি নিয়ে বিবাদ করেছিল বলে এ নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু এরূপ বিশ্লেষণ পণ্ডশ্রম মাত্র। মূলে শব্দটি অনারবি, অর্থাৎ, হিব্রু ভাষার আধুনিক রূপ সুরিয়ানী শব্দ।

اَلْفُرْقَانِ : এর দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। শব্দটি বাব نَصَرَ يَنْصُرُ-এর মাসদার, যা اِسْمِ فَاعِلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলবর্ণ ف ر ق জিনস সহীহ। অর্থ-পার্থক্যকারী।

كَفَرُوْا : শব্দটি اَلْكُفْرُ ضرب বাব اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِیْ مَعْرُوْف বহস جَمْع مُذَكَّرْغائب মাসদার মূলবর্ণ ك ف ر জিনস صحيح অর্থ-তারা অস্বীকার করেছে

اَلْعَزِيْزُ : صفت مبالغة اِسْمِ فَاعِلْ এর সিগাহ : তবে আল্লাহর গুণবাচক নামরূপে ব্যবহৃত হলে مشبه রূপে পরিগণিত হয়। শব্দটি عَزٌّ থেকে নির্গত। ইহা اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى-এর অন্তর্গত। জিনস مضاعف অর্থ-মহা পরাক্রমশালী।

প্রশ্ন-৩৪ : নিম্নোক্ত আয়াতের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৭]

.٧ هُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰیٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ
زَیْغٌ فَیَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِیْلِهٖ وَمَا یَعْلَمُ تَاْوِیْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ وَالرّٰسِخُوْنَ فِی الْعِلْمِ
یَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ. [শি. নি. প. ২০১৪]

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতখানা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আলে-ইমরান' হতে চয়নকৃত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতে কারিমায় মুহকাম ও মুতাশাবিহ আয়াতের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

সরল **অনুবাদ :**

৭. তিনি সেই সত্তা, যিনি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। উহার মধ্য থেকে কতক আয়াত সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের মূল। আর অন্যগুলো অস্পষ্ট। সুতরাং যাদের অন্তকরণে বক্রতা রয়েছে, তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশে এবং উহার (বিকৃত) ব্যাখ্যা তালাশের লক্ষ্যে ঐ সব অস্পষ্ট আয়াতের অনুসরণ করে। অথচ সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। অনন্তর জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপক্ক ব্যক্তিগণ বলেন, 'আমরা তৎপ্রতি ঈমান আনলাম। এ সব-ই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে।' আর প্রজ্ঞাবান লোকেরা ব্যতীত কেউ-ই উপদেশ গ্রহণ করে না।

উপসংহার : মুহকাম হচ্ছে সুদৃঢ় আয়াত। আর মুতাশাবিহ অস্পষ্ট আয়াত। যাদের মনে বক্রতা আছে তারাই অস্পষ্ট আয়াতের অপব্যাখ্যায় লিপ্ত থাকে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : اٰیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ও اٰیَاتٌ مُتَشَابِهَاتٌ-এর ব্যাখ্যা করুন।

অথবা, مُحْكَمٌ ও مُتَشَابِهٌ-এর **মর্মার্থ লিখুন।** [শি. নি. প. ২০১৪]

উত্তর : اٰیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ও اٰیَاتٌ مُتَشَابِهَاتٌ-এর ব্যাখ্যা / মর্মার্থ :

مُحْكَمَاتٌ-এর ব্যাখ্যা/ মর্মার্থ : মুহকাম পাকাপোক্ত জিনিসকে বলা হয়। 'আয়াতে মুহকাম' দ্বারা সে সমস্ত আয়াতকে বুঝানো হয়, যেগুলোর ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অর্থ নির্ধারণ ও গ্রহণে কোন অসুবিধা হয় না এবং সন্দেহের উদ্রেক করে না। আর সেগুলোর শব্দার্থ ও ভাব পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। এগুলো লংঘনকারী ফাসিক, অস্বীকারকারী কাফির।

ইমাম শাফেয়ি (র) বলেন, যে আয়াতে একটি মাত্র তাৎপর্য থাকে, অন্য কোনো তাৎপর্যের সম্ভাবনা থাকে না, তা-ই 'মুহকাম'।

তাফসিরে মাযহারিতে বলা হয়েছে যে, আরবি ভাষায় প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে সব আয়াতের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম, সে সব আয়াত "মুহকাম"।

আল্লামা যামাখশারীর মতে, যে সব আয়াত ব্যাখ্যা করতে অন্য কোনো আয়াতের ওপর নির্ভর করতে হয় না, সে সব আয়াত-ই 'মুহকাম'। এ সব আয়াতের প্রতি ঈমান আনা ফরয। অস্বীকারকারী কাফির।

مُتَشَابِهَاتٌ-এর ব্যাখ্যা : مُتَشَابِهٌ অর্থ– এলোমেলো, ভাব সৃষ্টিকারীর অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্য ইত্যাদি। যে সব আয়াতের অর্থ আদৌ উদঘাটন করা যায় না কিংবা শাব্দিক অর্থ অনুভূত হলেও মর্মার্থ উদঘাটনে সন্দেহের অবকাশ থাকে। অর্থাৎ, যার অর্থ স্পষ্ট নয়, তা-ই مُتَشَابِهَاتٌ। ইহা দুই প্রকার। যথা–

ক. حُرُوْفُ مُقَطَّعَاتُ তথা বিচ্ছিন্ন উচ্চারিত বর্ণমালা। যেমন– الم يس ইত্যাদি। এগুলোর অর্থ আদৌ জানা যায় না।

খ. اٰيَاتُ الصِّفَةِ যার শাব্দিক অর্থ জানা গেলেও মূল উদ্দেশ্য বুঝা যায় না; বরং অনুমান করে নিতে হয়। যেমন– «يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ» ইমাম শাফেয়ি (র) বলেন, যে শব্দ ও আয়াতের একাধিক তাৎপর্য গ্রহণ করার সম্ভাবনা থাকতে পারে, সেগুলো হচ্ছে 'মুতাশাবিহ।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, যে আয়াত বা শব্দগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ, যার তাৎপর্য অন্য ব্যাখ্যা সাপেক্ষ নয়, সেগুলো হচ্ছে 'মুহকাম'। পক্ষান্তরে যেগুলো ব্যাখ্যা সাপেক্ষ সেগুলো 'মুতাশাবিহ'।

ইমাম বায়যাবির মতে, যে আয়াতের অর্থ ও মর্ম প্রকাশ্য ভাব প্রকাশক আয়াতের বিপরীত ও অস্পষ্টতার কারণে অস্পষ্ট থাকে; তবে বিজ্ঞ আলেমগণ চিন্তা ও গবেষণা করে উহার মর্ম উদঘাটন করতে পারেন, এ জাতীয় আয়াতকে 'মুতাশাবিহ' বলে। এ সব আয়াতের ওপর ঈমান আনা ফরয। অস্বীকারকারী কাফির।

প্রশ্ন-২ : وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ-এর ব্যাখ্যা করুন।

অথবা, اَلرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : اَلرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ الخ-এর ব্যাখ্যা : اَلرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ বলতে ধর্মীয় জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর জাত ও সিফাত সম্পর্কে যাদের সম্যক জ্ঞান রয়েছে। এ সব মহাজ্ঞানীরা মুতাশাবিহাতের অর্থ উদঘাটনে ব্যস্ত থাকে না। বরং তাদের কেবল বিশ্বাস এতটুকুই যে, মুহকাম ও মুতাশাবিহ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত। মুতাশাবিহের অর্থ কোন মানুষ জানে না। এর অর্থ কেবল আল্লাহই জানেন। আল্লাহর বাণী হিসেবে এর ওপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি।

প্রশ্ন-৩ : تَاوِيْلُ ও تَفْسِيْرُ-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : تَاوِيْلُ ও تَفْسِيْرُ-এর মধ্যকার পার্থক্য : تَاوِيْلُ শব্দের অর্থ– কোনো কিছুকে উদ্দেশ্যমুখী করা; পক্ষান্তরে تَفْسِيْرُ অর্থ-বাস্তব উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দেয়া।

تَاوِيْلُ ও تَفْسِيْرُ-এর মধ্যে কতগুলো মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

১. কুরআন ও হাদিসের প্রামাণ্য ব্যাখ্যাকে تَفْسِيْرُ এবং আরবি ব্যাকরণ ও বাচন ভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য রেখে চিন্তাপ্রসূত বিশ্লেষণকে تَاوِيْلُ বলে।

২. কুরআনের প্রকাশ্য উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ করাকে تَفْسِيْرُ এবং গোপনীয় অস্পষ্ট অর্থের বিশ্লেষণকে تَاوِيْلُ বলে।

৩. ইমাম তিরমিযির মতে, যে অর্থের ওপর দৃঢ় আস্থা জন্মে যে, এটাই আল্লাহর উদ্দেশ্য, তা-ই تَفْسِيْرُ। আর تَاوِيْلُ হলো কতগুলো সম্ভাব্য অর্থ হতে একটিকে অনিশ্চিতভাবে প্রাধান্য দেয়া।

৪. ইমাম রাগেব বলেন, تَاوِيْلُ খাস যা শুধু কুরআনের মধ্যে প্রযোজ্য; আর تَفْسِيْرُ "আম" (عام) যা যে কোনো বইয়ের বা উক্তির ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৫. تَاوِيْلُ ব্যাপক আর تَفْسِيْرُ সীমিত।

প্রশ্ন-৪ : আয়াতে فِتْنَةٌ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : فِتْنَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : فتنة শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো فِتَنٌ।এর কয়েকটি অর্থ আছে। যথা–

১. পরীক্ষা। যেমন ইরশাদ হয়েছে, حَتّٰى يَقُوْلَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ অর্থাৎ, এমনকি তারা (হারূত ও মারূত) বলত যে, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ।

২. ঝগড়া-ফাসাদ, বিপর্যয়। অত্র আয়াতে তা-ই উদ্দেশ্য।

৩. فِتْنَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গোমরাহ করা এবং পথভ্রষ্ট করা।

৪. এই فِتْنَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মু'মিনদেরকে সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেয়া।

প্রশ্ন-৫ : تَاوِيْلٌ শব্দটির আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?

উত্তর : تَاوِيْلٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : تَاوِيْلٌ শব্দটি اَوْلٌ ধাতু হতে বাবে تفعيل-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ–

ক. اَلْاِرْجَاعُ তথা প্রত্যাবর্তিত করা। যেহেতু تَاوِيْلٌ-এর মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থ সম্ভাব্য উক্তিকে অভীষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হয়।

খ. اَلتَّرْجِيْحُ তথা প্রাধান্য দেয়া। যেহেতু চিন্তাভাবনা করে সম্ভাব্য একাধিক অর্থ থেকে একটি অর্থকে প্রধান্য দেয়া হয় তাই উহাকে تَاوِيْلٌ বলা হয়।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায়, কোনো প্রকার সন্দেহাতীত প্রমাণাদি না থাকা অবস্থায় কোনো আয়াতের যুক্তি-তর্ক ভিত্তিক সম্ভাব্য উদ্দেশ্য স্থির করাকে تَاوِيْلٌ বলে।

প্রশ্ন-৬ : اَلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? [শি. নি. প. ২০১৪]

উত্তর : اَلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা–

১. এখানে اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ দ্বারা নমরূদ ও তার বাহিনীকে বুঝানো হয়েছে।

২. ইবনে কাছির (র) বলেন, নূহ (আ) ও তার সম্প্রদায় উদ্দেশ্য।

৩. আল্লামা তানতাবি (র)-এর মতে, লুত (আ)-এর সম্প্রদায় উদ্দেশ্য।

৪. কেউ কেউ বলেন, কারূন ও তার অনুসারীরা উদ্দেশ্য।

৫. مُجَاهِدٌ (র)-এর মতে, আদ ও সামুদ জাতি উদ্দেশ্য।

৬. কেউ কেউ বলেন, ফেরাউনের পূর্বেকার সব কাফির সম্প্রদায় উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন-৭ : تَحْقِيْقْ করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْقْ করা হলো–

اَنْزَلَ : শব্দটি وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِنْزَالُ মূলবর্ণ ن ز ل জিনস সহীহ। অর্থ– তিনি অবতীর্ণ করলেন।

اٰيٰتٌ : বহুবচনের শব্দ, একবচনে اٰيَةٌ। অর্থ– আয়াতসমূহ, নিদর্শনসমূহ, বিধানসমূহ।

مُحْكَمٰتٌ : শব্দটি جمع مؤنث বহস اسم مفعول (কর্মবাচ্য ইসম)। বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِحْكَامُ মূলবর্ণ ح ك م জিনস সহীহ। অর্থ– সুদৃঢ়, মজবুত।

اُمٌّ : একবচন, বিশেষ্য পদ, বহুবচনে اُمَّهَاتٌ অর্থ-মা, মূল বিষয়, উৎস।

مُتَشٰبِهٰتٌ : শব্দটি جمع مؤنث বহস اِسْمِ فَاعِلْ কর্তৃকবাচক ইসম, বাব تفاعل মাসদার اَلتَّشَابُهُ; মূলবর্ণ
ش ب ه জিনস সহীহ। অর্থ– অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য, এলোমেলো।

اُخْرٰى : اخر-এর বহুবচন, বহস اسم تفصيل। অর্থ– অন্যগুলো।

يَتَّبِعُوْنَ : শব্দটি اِتِّبَاعٌ اِفْتِعَالٌ বাব اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বহস جَمْع مُذَكَّرْ غَائِب মাসদার মূলবর্ণ ت ب ع জিনস সহীহ। অর্থ– তারা অনুসরণ করে, পশ্চাতে লেগে যায়।

تَشَابَهَ : শব্দটি تفاعل বাব اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বহস وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ মাসদার اَلتَّشَابُهُ মূলবর্ণ ش ب ه জিনস সহীহ। অর্থ– সে সাদৃশ্য হলো, অস্পষ্ট অর্থ বিশিষ্ট হলো, এলোমেলো হলো।

اِبْتِغَاءٌ : বাব اِفْتِعَالٌ-এর মাসদার। মূলবর্ণ ب غ ى জিনস ناقص يائى অর্থ– তালাশ করা, অনুসন্ধান করা, কামনা করা।

فِتْنَةٌ : একবচন, বিশেষ্য পদ। বহুবচনে فِتَنٌ অর্থ– ফিতনা, অশান্তি, বিভ্রাট, গোলযোগ।

تَاوِيْلٌ : বাব تفعيل-এর মাসদার, মূলবর্ণ ء و ل জিনস مركب অর্থ– ব্যাখ্যা করা, সম্ভাব্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা।

رَبَّنَا : رب ইহা আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম "نَا : যমীরে মুতাকাল্লিম" অর্থ– আমাদের। সুতরাং رَبَّنَا অর্থ– আমাদের প্রতিপালক।

প্রশ্ন-৩৫ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১২–১৪]

١٢. قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ.

١٣. قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ. وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতসমূহ পবিত্র আল-কুরআনের সূরা 'আলে ইমরান' থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : আয়াতসমূহে বদর যুদ্ধে কাফিরদের পরাজয়ের কথা এবং বদর যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহ ও বিজয় দানের কথা আলোচিত হয়েছে। সাথে সাথে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির কতিপয় উপমা দেয়া হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

১২. যারা কুফরী করেছে আপনি তাদের বলে দিন, 'তোমরা অচিরেই পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। আর উহা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল।'

১৩. পরস্পর মুখোমুখি দুটি দলের মধ্যে অবশ্যই তোমাদের জন্য ছিল নিদর্শন; একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল, আর অপরটি কাফির সম্প্রদায়; বাহ্য দৃষ্টিতে তারা নিজেদেরকে মুসলমানদের দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ তা'য়ালা যাকে চান স্বীয় সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য রয়েছে শিক্ষা।

উপসংহার : সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। বাতিলরা সর্বদা পরাজিত ও পরাস্ত হবে। খাটি মুমিনদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা সাহায্য করে থাকেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : আল্লাহর পথে যারা যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদেরকে সেদিন কীভাবে আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করেছিলেন?

উত্তর : বদর প্রান্তরে মুসলমানদের প্রতি খোদায়ী সাহায্যের নমুনা : ইসলাম একটি নির্মল সুন্দরতম জীবন বিধান। এ নির্মল ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে মুসলমানগণ হক ও বাতিলের যুদ্ধে বদর প্রান্তরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

আল্লাহ তা'য়ালা সেদিন তাদেরকে দু'ভাবে সাহায্য করেছিলেন।

১. প্রত্যক্ষ সাহায্য। যেমন তিন হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছিলেন।

২. পরোক্ষ সাহায্য। যেমন আল্লাহ মু'মিনদের অন্তকরণে দৃঢ় মনোবল সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁরা নিরস্ত্র হয়েও কাফিরদের ওপর অতি সহজে বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং নিজেদেরকে কাফিরদের তুলনায় বহুগুণে বেশি দেখছিল।

প্রশ্ন-৩ : تَحْقِيْقْ করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْقْ করা হলো–

قُلْ : শব্দটি حاضر مُذَكَّرْ وَاحِدْ বহস مَعْرُوْف حَاضِرْ اَمْرِ বাব نصر মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ ق و ل জিনস اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– আপনি বলুন।

سَتُغْلَبُوْنَ : শব্দটি حَاضِرْ مُذَكَّرْ جَمْع বহস مَجْهُوْل مُضَارِعْ فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব ضربِ মাসদার اَلْغَلَبُ; মূলবর্ণ, غ ل ب জিনস صحيح অর্থ- অচিরেই তোমাদেরকে পরাজিত করা হবে।

تُحْشَرُوْنَ : শব্দটি حَاضِرْ مُذَكَّرْ جَمْع বহস مَجْهُوْل مُضَارِعْ فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব نصر মাসদার اَلْحَشْرُ মূলবর্ণ ح ش ر জিনস صحيح অর্থ– তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

اَلْمِهَادُ : শব্দটি اسم بمعنى الظرف একবচন। বহুবচন اَمْهِدَةٌ বা مُهُدٌ অর্থ– জায়গা, আবাসস্থল।

قَدْ كَانَ : শব্দটি غَائِبْ مُذَكَّرْ وَاحِدْ বাব نصر বহস معروف ماضى قريب মাসদার اَلْكَوْنُ মূলবর্ণ ك و ن জিনস اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– অবশ্যই রয়েছে বা ছিল।

اِلْتَقَتَا : শব্দটি مذكر غائب تثنية বহস مَعْرُوْف مُطْلَقْ مَاضِىْ فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِلْتِقَاءُ মূলবর্ণ ل ق ى জিনস ناقص يائى অর্থ– উভয়ই মুখোমুখি হলো।

فِئَةٌ : বহুবচন فِئُوْنَ ও فِئَاتٌ আর فِئَتَيْنِ দ্বিবচন, অর্থ– দল। এটা দ্বারা মুজাহিদ সাহাবী (রা) ও কাফিরদেরকে বুঝনো হয়েছে।

تُقَاتِلُ : শব্দটি غَائِبْ مُؤَنَّثْ وَاحِدْ বহস مَعْرُوْف مُضَارِعْ فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব مفاعلة মাসদার اَلْمُقَاتَلَةُ মূলবর্ণ ق ت ل জিনস সহীহ। অর্থ– পরস্পর সংগ্রাম করে।

يَرَوْنَ : ترون উভয়রূপই পঠিত রয়েছে। শব্দটি غائب مُذَكَّرْ جَمْع বহস مَعْرُوْف مُضَارِعْ فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব سَمِعَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলে يَرْأَيُوْنَ ছিল। মূলবর্ণ ر أ ى জিনস مركب مهموز عين অর্থ–তারা দেখবে।

يُؤَيِّدُ : শব্দটি غَائِبْ مُذَكَّرْ وَاحِدْ বহস مَعْرُوْف مُضَارِعْ فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব تفعيل মাসদার اَلتَّائِيْدُ মূলবর্ণ ء ى د জিনস مهموز فاء ও اجوف يائى অর্থ– সে সাহায্য করবে।

يَشَاءُ : শব্দটি غَائِبْ مُذَكَّرْ وَاحِدْ বহস مَعْرُوْف مُضَارِعْ فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ ش ى ء জিনস مهموز لام + مركب أجوف يائى أجوف يائى + مهموز لام অর্থ– সে ইচ্ছা করে।

প্রশ্ন-৩৬ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১৮–১৯]

১৮. شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

১৯. اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

[শি. নি. প. ২০১৯]

উত্তর : উৎস : উদ্ধৃত আয়াতসমূহ বিজ্ঞানময় গ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আলে ইমরান' থেকে গৃহীত।

প্রসঙ্গ : উল্লিখিত প্রথম আয়অতে আল্লাহ তায়ালা তার একত্ববাদের উপর সাক্ষ্য দেন এবং ফেরেশতারা সবাই সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহই একমাত্র উপাসনার যোগ্য। দ্বিতীয় আয়াতে বলেন, আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম। যারা এর বিরোধিতা করবে তাদের হিসাব দ্রুত গ্রহণকারী।

আয়াতের অনুবাদ :

১৮. আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই আর ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীরা সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ন্যায়নীতির ব্যাপারে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

১৯. নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম। আর তারা বিরোধিতা করলো, পরস্পর শত্রুতা বশতঃ যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের নিকট সঠিক ইলম আসার পরও। আর যারা আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী করে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।

উপসংহার : তাওহিদ শরিয়তের মতৈক্য আকিদা। ফেরেশতারা এবং বিবেকবান এর স্বাক্ষী। আর তাওহিদের পাতাকাবাহী ধর্ম ইসলামই সত্য। এতেই রয়েছে মুক্তি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

১. قَآئِمًا بِالْقِسْطِ-এর ব্যাখ্যা করুন। [শি. নি. প. ২০১৯]

উত্তর : قَآئِمًا بِالْقِسْطِ-এর ব্যাখ্যা : قَآئِمًا যদি মাতুফ ও মাতুফ আলাইহর সমষ্টি থেকে হাল হয়, তাহলে ব্যবহার জায়েয হয় না। যদি শুধু আল্লাহ শব্দ থেকে হাল হয় তাও জায়েয নয়। এর সমাধান হলো, لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ বাক্যটি অর্থের দিক দিয়ে تَفَرُّدُ অর্থে। কারণ, ইসতিছনা নফির পর একবচন হওয়ার ফায়েদা দেয়। আর সে تَفَرُّدْ অর্থটি হলো قَآئِمًا-এর আমেল। তবে ভাষ্যকার (র)-এরমতে, তারকিব ত্রুটিমুক্ত নয়। কারণ, কতিপয়ের মতে বৈধ হলেও অধিকাংশ নাহুবিদের মতে, জুমলা কখনো মুফরাদের ওপর আমল করে না। অতএব, স্পষ্ট কথা হলো, এখানে আমেল হলো لَا-এর গোপন খবর। সম্ভবত ভাষ্যকার (র) জুমলার মধ্যে বিদ্যমান নিসবতের প্রতি ইশারা করতে গিয়ে এমনটি বলেছেন। আর اَلْقِسْط অর্থ– অংশ, ন্যায়পরায়ণতা। اَلْقِسْط-এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, بِالْعَدْلِ; একইভাবে এর আরেকটি অর্থ হলো– اَخَذَ قِسْطًا غَيْرَهٗ; সুতরাং শব্দটি اَضْدَادْ-এর অন্তর্ভুক্ত। اَلْاِقْسَاطُ অর্থ হচ্ছে, اَنْ يُعْطِيَ قِسْطُ غَيْرَهٗ এতে جور-এর অর্থ নেই। আল্লামা ইমাম বাগাভি (র) বলেন, সিরিয়া থেকে দু'জন বিশিষ্ট ইহুদি পণ্ডিত একবার নবি কারিম (স)-এর কাছে উপস্থিত হলো। তারা বললো, আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করবো। যদি আপনি সঠিক জবাব দিতে পারেন, তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবো। তিনি বললেন, করুন। তারা বললো, আসমানি গ্রন্থসমূহের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে সর্ববৃহৎ সাক্ষ্য কোনটি? এ প্রশ্নের জবাবেই উল্লিখিত আয়াতটি নাযিল হয়। নবি কারিম (স) আয়াতটি তেলাওয়াত করে তাদের শুনিয়ে দিলে তারা সাথে সাথে মুসলমান হয়ে যায়।

২. إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ-এর তাৎপর্য লিখুন। [শি. নি. প. ২০১৯]

উত্তর : إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ-এর তাৎপর্য : ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তার অনেক প্রমাণ আছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ এছাড়া আল্লাহ তায়ালা অন্য কোনো ধর্ম সম্পর্কে এই ঘোষণা দেন নি। আর আল্লাহর কথা হলো সবচেয়ে সত্য এবং সঠিক। যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে কুরআন হলো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যদিকে, কুরআন হলো ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ। তাছাড়া ইসলাম ধর্মে মানব জীবনের সার্বিক দিক নির্দেশনা রয়েছে। ইসলাম ধর্ম আল্লাহর নিকট গৃহীত। আর পূর্বের সব গ্রন্থ ও ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।

প্রশ্ন-৩৭ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ২৬–২৮]

٢٦. قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

٢٧. تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

[শি. নি. প. ২০১১,'১৫,'১৭, '২৩]

উত্তর : উৎস : উদ্ধৃত আয়াতসমূহ বিজ্ঞানময় গ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আলে ইমরান' থেকে গৃহীত।

প্রসঙ্গ : বিশ্বের একচ্ছত্র আধিপত্য আল্লাহর। রাজত্ব, সম্মান, অপমান সবকিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। অলংকার সমৃদ্ধ ভাষায় আলোচ্য আয়াতসমূহে সে কথাই বিধৃত হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

২৬. আপনি বলুন, হে আল্লাহ! আপনি সব রাজ্য ও সাম্রাজ্যের অধিপতি, আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন। আর যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন এবং সম্মান দান করেন যাকে ইচ্ছা। আর যাকে ইচ্ছা অপদস্ত করেন। আপনার হাতেই সব কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

২৭. আপনিই রাতকে দিনের ভেতর প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মাঝে প্রবিষ্ট করান। আর আপনিই জীবিতকে বের করেন মৃত হতে এবং মৃতকে নির্গত করেন জীবন্ত হতে। আর আপনি যাকে ইচ্ছা অঢেল রিযিক দান করেন।

উপসংহার : পৃথিবীতে মানবের যাবতীয় কর্মকাণ্ড আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। তাই মানবের কেবল তাঁরই দাসত্ব করা উচিত।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : قُلِ اللّٰهُمَّ الخ আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনা করুন।

উত্তর : আয়াতের শানে নুযুল : ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পর অথবা ৫ম হিজরিতে আহযাবের যুদ্ধে পরিখা খনন করতে পাথর ভাঙ্গার সময় আলোক-রশ্মি বের হয়েছিল, তা দেখে রাসূল (স) রোম ও পারস্য বিজয়ের সু-সংবাদ দান করেন। এতে মুনাফিক ও কাফিররা বিদ্রূপ করে বলতে থাকে যে, নিজের পা রাখার স্থান নেই, অথচ সঙ্গী-সাথিদের রোম ও পারস্য বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছে । এ উক্তির অসারতা প্রমাণের জন্য এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ওমর (রা)-এর খেলাফতের সময় সমগ্র রোম ও পারস্য মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে আসে। অন্য বর্ণনায় আছে যে, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের সময় রোম ও পারস্য বিজয়ের কথা বলেছেন। এতে মুনাফিক ও ইহুদিরা বিদ্রুপ করে বলতে লাগল যে, কোথায় মুহাম্মদ (স) আর কোথায় রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য। তারা এদের তুলনায় কত বেশি শক্তিধর, তাদেরকে পদানত করার দুঃস্বপ্ন দেখছে। তখন অত্র আয়াতটি নাযিল হয়।

প্রশ্ন-৪ : «مَالِكُ الْمُلْكِ» দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে? [শি. নি. প. ২০১১,'১৫,'১৭]

উত্তর : আলোচ্য আয়াতে সার্বভৌম ক্ষমতার মূল উৎস মহান আল্লাহ। সব মান-সম্মান বিষয় বৈভবের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর কতৃত্বে রয়েছে। এ জন্যে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হে মুহাম্মদ (স)! আপনি বলুন, মহান আল্লাহ আপনি সমগ্র সাম্রাজ্যের অধিপতি। সুতরাং বলা যায়, আয়াতিস্থ مَالِكُ الْمُلْكِ দ্বারা মহান আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন-৫ : تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ দ্বারা কী বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। [শি. নি. প. ২০১১,১৫,'১৭, '২০]

উত্তর : জীবিত থেকে মৃত, মৃত থেকে জীবিত প্রাণী বের করার কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে। যথা–

১. জীবন্ত মৃত হতে। যেমন ডিম থেকে বাচ্চা অথবা, বীর্য থেকে মানব সন্তান অথবা জীব থেকে বৃক্ষ বের করেন এবং মৃতকে জীবন্ত হতে; যেমন– পশু-পাখি থেকে ডিম, মানব থেকে বীর্য অথবা, বৃক্ষ থেকে ফল ও শুষ্ক বীজ বের করেন।
২. ব্যাপক অর্থ নিলে, মৃত দ্বারা কাফির এবং জীবিত দ্বারা মুমিন উদ্দেশ্য হবে। যেমন– আযর হতে ইবরাহিম (আ) আর নূহ (আ) হতে কিনয়ান (কাফির) বের করেন।
৩. মন্দ হতে ভালো এবং ভালো থেকে মন্দ বের করেন।
৪. বিদ্বানের ঔরসে মূর্খ এবং মূর্খের ঔরসে বিদ্বান বের করেন।

প্রশ্ন-৮ : تَحْقِيْقْ করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْقْ করা হলো–

اَللّٰهُمَّ : মূলে يَا اَللّٰهُ ছিল يَاء হরফে নিদাটি বিলুপ্ত করে শেষে একটি তাশদীদ বিশিষ্ট م যুক্ত করে اَللّٰهُمَّ করা হয়েছে। অর্থ– হে আল্লাহ!

تُؤْتِيْ : সিগাহ حاضر مُذَكَّرْ وَاحِدْ বহস مَعْرُوْف مُضَارِعْ فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ أ ت ى জিনস مهموز فاء مركب ও ناقص يائى অর্থ– আপনি দান করেন।

تَشَاءُ : সিগাহ حاضر مُذَكَّرْ وَاحِدْ বহস مَعْرُوْف مُضَارِعْ فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব فتح মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ ش ى ء জিনস اجوف يائى ও مهموز لام অর্থ– তুমি ইচ্ছা কর।

تَنْزِعُ : সিগাহ حاضر مُذَكَّرْ وَاحِدْ বহস مَعْرُوْف مُضَارِعْ فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব ضرب মাসদার اَلنَّزْعُ মূলবর্ণ ن ز ع জিনস সহীহ। অর্থ-তুমি কেড়ে নেবে।

تُعِزُّ : সিগাহ حاضر مُذَكَّرْ وَاحِدْ বহস مَعْرُوْف مُضَارِعْ فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِعْزَازُ মাদ্দাহ ع ز ز জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তুমি সম্মান দেবে।

تُذِلُّ : সিগাহ حاضر مُذَكَّرْ وَاحِدْ বহস مَعْرُوْف مُضَارِعْ فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِذْلَالُ মূলবর্ণ ذ ل ل জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আপনি লাঞ্ছিত করেন।

تُوْلِجُ : সিগাহ حاضر مُذَكَّرْ وَاحِدْ বহস مَعْرُوْف مُضَارِعْ فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِخْرَاجُ মূলবর্ণ خ ر ج জিনস مثال واوى অর্থ– তুমি অন্তর্ভুক্ত কর।

تُخْرِجُ : সিগাহ حاضر مُذَكَّرْ وَاحِدْ বহস مَعْرُوْف مُضَارِعْ فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِخْرَاجُ মূলবর্ণ خ ر ج জিনস সহীহ। অর্থ– তুমি বের কর।

تَرْزُقُ : সিগাহ حاضر مُذَكَّرْ وَاحِدْ বহস مَعْرُوْف مُضَارِعْ فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব نصر মাসদার اَلرِّزْقُ মূলবর্ণ ر ز ق জিনস সহীহ। অর্থ– তুমি জীবিকা দান কর।

প্রশ্ন-৩৮ : নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৩১–৩৩]

٣٠. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

٣١. قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ.

٣٢. اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য অমীয় বাণীসমূহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আলে ইমরান' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : প্রথম দু'আয়াতে আল্লাহ ও রাসূলের (স) ভালোবাসা ও আনুগত্যের প্রতি দিক-নির্দেশ করা হয়েছে এবং শেষোক্ত আয়াতে চারজন বিশেষ নবীর শ্রেষ্ঠত্ব ও বংশ মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

৩১. আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩২. আপনি বলে দিন, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং (তাঁর) রাসূলের আনুগত্য কর। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আদৌ আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না।

৩৩. অবশ্যই আল্লাহ আদম, নূহ ও ইবরাহিমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্ববাসীর ওপর (নবী-রাসূল ও নেতা হিসেবে) মনোনীত করেছেন।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ (স)-এর আনুগত্যের মাঝেই আল্লাহর ভালোবাসা নিহিত রয়েছে। তাই জীবন চলার পথে একমাত্র তাঁকেই অনুসরণ করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : مُحَبَّةٌ অর্থ কি? উহা কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : مُحَبَّةٌ পরিচিতি

ক. আভিধানিক অর্থ : مُحَبَّةٌ শব্দটি حَبٌّ থেকে গৃহীত ইসমে মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ– ভালোবাসা,পছন্দ করা, প্রেম ইত্যাদি।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : মিশকাত শরিফের প্রান্তটীকায় مُحَبَّةٌ-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

اَلْمُحَبَّةُ هِيَ مِيْلَانِ الْقَلْبِ اِلٰى شَيْءٍ لِكَمَالٍ فِيْهِ.

অর্থাৎ, কোনো কিছুতে যাবতীয় গুণের পরিপূর্ণতার কারণে তৎপ্রতি অন্তর ঝুঁকে যাওয়াকে مُحَبَّةٌ বা ভালোবাসা বলে।

مُحَبَّةٌ-এর প্রকারসমূহ : مُحَبَّةٌ আল্লাহ ও তাঁর বান্দার দিক বিচারে দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন–

১. مُحَبَّةُ الْعَبْدِ لِلّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহর জন্য বান্দার ভালোবাসা। এর বাস্তব রূপ হলো, اَلْعِبَادَةُ عَنْ اِرَادَةِ الطَّاعَةِ অর্থাৎ, আনুগত্যের উদ্দেশে ইবাদত করা।

২. مَحَبَّةُ اللهِ لِلْعَبْدِ অর্থাৎ, বান্দার জন্য আল্লাহর ভালোবাসা। এর বাস্তব রূপ হলো– اِيْصَالُ الْكَمَالَاتِ وَالْخَيْرَاتِ اِلَى الْعَبْدِ। অর্থাৎ,বান্দার পরিপূর্ণতা ও কল্যাণ দান করা।

مَحَبَّةٌ তথা ভালোবাসার আরো ক'টি প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন–

১. مَحَبَّةٌ طَبْعِىْ-স্বভাবপ্রসূত ভালোবাসা।

২. مَحَبَّةٌ عَقْلِىْ -যুক্তিসিদ্ধ ভালোবাসা।

৩. مَحَبَّةٌ اِيْمَانِىْ -বিশ্বাসগত ভালোবাসা।

প্রশ্ন-২ : قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ আয়াতের শানে নুযুল লিখুন।

উত্তর : আয়াতের শানে নুযূল : আয়াতটির শানে নুযুলের ব্যাপারে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা–

১. আল্লাহ তাঁর দুশমনের সাথে যোগসাজশ রক্ষা করতে নিষেধ করার পর তাঁর সাথে ভালোবাসা স্থাপনের কথা বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) কা'বা ঘরে কুরাইশদেরকে প্রতিমা পূজা করতে দেখে বললেন, "হে কুরাইশ! তোমরা আল্লাহর নির্দেশ এবং মিল্লাতে ইবরাহিমের বিপরীত কাজ করছ।" তদুত্তরে তারা বলল, "আমরা আল্লাহর জন্যই প্রতিমা পূজা করছি, যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।" তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।
২. এ আয়াত ইহুদিদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বলত, 'আমরা আল্লাহর সন্তান ও বন্ধু'।
৩. খ্রিষ্টানদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বলত, 'আমরা আল্লাহর মুহাব্বতের জন্যই ঈসা (আ)ও মরিয়মের ইবাদত করছি।' উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাদেরকে আল্লাহর সাথে মুহাব্বতের প্রক্রিয়া শিক্ষা দিয়েছেন।
৪. اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ.الخ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বলতে আরম্ভ করল যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর ইবাদতের ন্যায় তাঁর নিজের ইবাদত করতেও আহবান করে। আর খ্রিষ্টানরা ঈসা (আ)-কে যেমন ভালবাসত তদ্রূপ তাকেও ভালবাসতে আদেশ দিচ্ছে। তাদের এ উক্তির প্রতিবাদে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

প্রশ্ন-৩ : وَاٰلِ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ -এর ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : وَاٰلِ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ-এর ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহর বাণী, اِنَّ اللهَ اصْطَفٰى .... عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতের ওপর মনোনীত করেছেন। এ উক্তির মর্ম হচ্ছে বিশ্বে আল্লাহ যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছেন, ইমরান বংশধর তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।
অধিকাংশ তাফসির বিশেষজ্ঞের মতে, আয়াতে ইমরান দ্বারা ইমরান ইবনে মাছান তথা মরিয়ম (আ)-এর পিতা উদ্দেশ্য। যেহেতু সূরা আলে ইমরানের অধিকাংশ বর্ণনা মরিয়ম ও ঈসা (আ)-কে কেন্দ্র করে বর্ণিত। আর ইমরান দ্বারা যদি মরিয়ম (আ)-এর পিতা উদ্দেশ্য না হতো, তবে ঈসা (আ)-কে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হতো।

কতিপয় তাফসিরকারের মতে, আয়াতে اٰلِ عِمْرَانِ বলতে ইমরান ইবনে ইয়াসারের বংশধরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যিনি মুসা ও হারূন (আ)-এর পিতা ছিলেন।

তবে প্রথম মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত। কেননা, সূরা আলে ইমরানের বর্ণনার সাথে উক্ত উক্তির মিল রয়েছে।

প্রশ্ন-৩৯ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৩৫–৩৬]

৩৫. اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ.

৩৬. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰی وَ اِنِّیْ سَمَّیْتُهَا
مَرْیَمَ وَ اِنِّیْ اُعِیْذُهَابِكَ وَذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতদ্বয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আলে ইমরান' থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : আয়াতদ্বয়ে ইমরান পত্নী কর্তৃক স্বীয় গর্ভস্থ সন্তানকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করার কথা বিবৃত হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

৩৫. ইমরানের স্ত্রী যখন বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে আমি স্বাধীনভাবে তা আপনার জন্য উৎসর্গ করে দিলাম। সুতরাং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করুন। অবশ্যই আপনি সব কিছু শোনেন, সব কিছু জানেন।'

৩৬. অতঃপর যখন সে উহা প্রসব করল,তখন বলল 'হে আমার প্রতিপালক! হায়! আমি যে উহা কন্যা প্রসব করেছি!' অথচ আল্লাহ তা'য়ালা ভালই জানেন যে, সে কী প্রসব করেছে। আর পুরুষ তো নারীর মত নয়। 'আমি তার নাম রেখেছি মরিয়ম এবং আমি নিঃসন্দেহে তাঁকে এবং তাঁর বংশধরকে আপনার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে।'

উপসংহার : আল্লাহর পথে নিবেদিত ব্যক্তিরাই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে থাকে। আলোচ্য আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : مُحَرَّرًا-এর অর্থ বর্ণনা করুন।

অথবা, اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا **আয়াতের মধ্যে** مُحَرَّرًا **বলতে কী বুঝানো হয়েছে?**

উত্তর : مُحَرَّرًا-এর অর্থ : মরিয়ম জন্মগতভাবেই স্বাধীনা ছিলেন। তবে কেন তাঁকে স্বাধীনভাবে উৎসর্গের কথা বলা হলো, এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে–

১. পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের অনেক করণীয় থাকে। মরিয়মকে এসব করণীয় থেকে স্বাধীনতা দেয়া, যাতে সে নিষ্ঠার সাথে মসজিদের খিদমত করতে পারে।
২. দাস আযাদ করলে তাঁকে مُحَرَّرٌ বলা হয়। এতে করে দাসের ওপর মনিবের কোনো অধিকার থাকে না। তেমনি মরিয়মের জন্মের পর তাঁর মা তাঁকে এমনভাবে দান করে দিবেন যে, তাতে তাঁর কোনো মালিকানা থাকবে না।
৩. অথবা দুনিয়াবী কাজ থেকে দূরে রেখে তাঁকে কেবল মসজিদের খিদমতে নিয়োজিত করা হবে।
৪. ইমাম শা'বি (র) বলেন, مُحَرَّرًا-এর অর্থ হচ্ছে, مُخَصَّصًا لِعِبَادَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ, বিশেষভাবে আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত রাখা। অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত না রাখা।

প্রশ্ন-২ : اِمْرَاَةُ عِمْرَانَ-কে?

উত্তর : اِمْرَاَةُ عِمْرَانَ-এর পরিচয় : ইমরাআতে ইমরান বলতে দুজনকে বুঝায়। এক; মূসার মাতা, দুই; মরিয়মের মাতা। তবে এখানে দ্বিতীয়টি উদ্দেশ্য। তার নাম ছিল حَنَّةُ بِنْتُ فَاقُوْذَ অর্থাৎ, ফাকূযের কন্যা হান্না। ইমরান প্রথমে ফাকূযকে বিয়ে করেন। তখন হান্না তার কোলে অন্য পুরুষের ঔরসে ছিল। ফাকূযের গর্ভে اِیْشَاعْ নামক এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে ইমরানের ঘরে। এই মেয়েকে যাকারিয়া (আ) বিয়ে করেন।

ফাকূযের মৃত্যুর পর ইমরান হান্নাকে বিয়ে করেন। সে কালে رَبِیْبَةٌ কে বিয়ে করা জায়েয ছিল। আর তাঁর গর্ভেই মরিয়ম জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৩ : وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى-এর মর্মার্থ লিখুন।

উত্তর : وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى-এর মর্মার্থ :

পবিত্র কুরআনের এ বাণী দু'জনের বক্তব্য হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। যথা–

১. এ' কথার বক্তা স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। মরিয়মের মাতা হান্নাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এ বক্তব্য দিয়েছেন। কারণ হান্নার ইচ্ছা ছিল তাঁর ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং সে তাঁকে বায়তুল মাকদাসের খাদিম হিসেবে নিযুক্ত করবে। কিন্তু জন্মগ্রহণ করল কন্যা সন্তান। তাই তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ বললেন– 'পুরুষ তো নারীর মত নয়।' এ কথাটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে–
   ক. এই কন্যার যে যোগ্যতা হবে তা কোনো পুরুষের হবে না। কারণ সে প্রসব করবে ঈসার মত নবী।
   খ. আল্লাহ তাঁকে যে শান ও মর্যাদা দিবেন তা পুরুষ হলে পেতো না।
   গ. অথবা 'দুঃখের কোন কারণ নেই' তুমি যা প্রসব করেছ আল্লাহ তা ভালই জানেন, এটা কি নারী না পুরুষ।

২. আসেম (রা) এবং ইবনে আমের (রা)-এর মতে, এটা মুহতারিমা হান্নার বক্তব্য। এটা তাঁর আফসোসপূর্ণ বক্তব্যের একটি অংশ। তিনি বলেছেন যে, হে আল্লাহ! পুত্র সন্তান কখনো কন্যা-সন্তানের মত নয়। এ কন্যা দ্বারা তো আমার মানত পূর্ণ হবে না। আমি তো তোমার ঘরের খিদমতের মানত করেছি। কন্যা-সন্তান তো এর সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

দ্বিতীয় অভিমত গৃহীত হলে "وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى" কথাটির নিম্নে বর্ণিত অর্থ হতে পারে।

ক. নারী তার প্রাকৃতিক সব ব্যাপার নিয়ে ইবাদতস্থলে সব সময় থাকতে পারে না, পুরুষ সর্বদা থাকতে পারে। তাই পুরুষ এবং নারী সমমানের হতে পারে না। আর মানত পূর্ণ করার জন্য পুরুষই যোগ্য।

খ. খিদমতের জন্য শক্তি এবং সাহস পুরুষের মধ্যে বেশি। মেয়েরা শারীরিক দুর্বল হওয়ার কারণে খিদমতের অনুপযোগী।

গ. মসজিদের খিদমতে পুরুষের কোনো عَيْبٌ তথা ত্রুটি হয় না; কিন্তু নারীদের ব্যাপারে সামাজিক عَيْبٌ তথা ত্রুটি বিদ্যমান।

ঘ. মসজিদের খিদমতের সময় অন্যান্যদের সাথে বাধ্য হয়ে মিশতে হয়, নারীর জন্য এটা কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। সুতরাং পুরুষই এর জন্য উপযোগী ছিল। তবে এ ব্যাপারে প্রথম বক্তব্যই অধিক গ্রহণীয় ও যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন-৪০ : নিম্নোক্ত আয়াতের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৮১]

٨١. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ.

উত্তর : উৎস : বক্ষ্যমাণ আয়াতে কারিমাটি পবিত্র কুরআনুল কারীমের সূরা 'আলে ইমরান' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : মহান আল্লাহ রূহের জগতে সব নবীদের থেকে রাসূল (স)-এর আনুগত্য সংক্রান্ত যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন আলোচ্য আয়াতে তাই বিধৃত হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

৮১. (স্মরণ করুন) যখন আল্লাহ তা'য়ালা নবীদের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদিগকে যা প্রদান করলাম, তা কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তোমাদের নিকট একজন রাসূল আগমন করবেন, যিনি তোমাদের সাথে যা আছে, তার সত্যায়ন করবেন। তখন তোমরা অবশ্যই তাঁর ওপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ

তা'য়ালা বললেন, তোমরা স্বীকার করেছ কী? এবং এ বিষয়ে তোমরা আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করলে কী? তারা বললো, 'আমরা স্বীকার করেছি'। তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থেকো। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষ্যদাতাদের মাঝে একজন।

উপসংহার : মহানবী (স) প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী নবীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল যে, তারাও যেন স্ব-স্ব জাতিকে মহানবীর প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার নেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : كِتٰبٌ وَحِكْمَةٌ বলে কী বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : কিতাব ও হিকমাত দ্বারা উদ্দেশ্য : كِتَابٌ-এর প্রচলিত অর্থ– বই এবং اَلْحِكْمَةُ শব্দের অর্থ– কৌশল, প্রজ্ঞা ইত্যাদি। আর মহান আল্লাহর বাণী, لِمَا اٰتَيْتُكُمْ مِنْ كِتٰبٍ وَحِكْمَةٍ আয়াতে كِتٰبٌ দ্বারা সে সব আসমানী গ্রন্থসমূহ উদ্দেশ্য, যা পূর্ববর্তী নবীদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে উল্লিখিত من টি বয়ানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

আর حِكْمَةٌ দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিচক্ষণতা, দ্বীন প্রচার ও প্রসারের কলা-কৌশলকে বুঝানো হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, কোনো কোনো নবী নিজে কিতাবপ্রাপ্ত হন নি; বরং অন্য নবীর কিতাব অনুসারে তাবলীগের কাজ করেছেন। এখানে حِكْمَةٌ বলতে তা-ই বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন-২ : مِيْثَاقُ النَّبِيّٖنَ-এর মর্মার্থ লিখুন।

উত্তর : আল্লাহর বাণী, مِيْثَاقُ النَّبِيّٖنَ-এর মর্মার্থ :

আদম (আ) হতে ঈসা (আ) পর্যন্ত সব নবী-রাসূলগণের নিকট হতে আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন; যখন তাঁদের মধ্য হতে কাউকে আল্লাহ তা'য়ালা কিতাব ও হেকমত দান করেন, যাতে তাঁরা সম্মান-মর্যাদায় সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর যদি সেই সময় অন্য কোন রাসূল আগমন করেন, তখন তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করা ফরয হবে।

তাউস (র), হাসান বসরি (র), কাতাদা (রা) বলেন, নবীদের নিকট হতে পরস্পর সত্যতা স্বীকার করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে তিনটি مِيْثَاقٌ-এর কথা এসেছে। যথা–

ক. اَلْمِيْثَاقُ عَلٰى رَبُوْبِيَّةِ اللهِ সব মাখলুকের নিকট থেকে তিনি তাঁর একক প্রভুত্বের অঙ্গীকার নিয়েছেন। যেমন– اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوْا بَلٰى.

খ. مِيْثَاقُ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অঙ্গীকার। যেমন আল্লাহ বলেন– وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ.

গ. مِيْثَاقُ النَّبِيّٖنَ নবীদের অঙ্গীকার। এর বিবরণ ওপরে উল্লিখিত হয়েছে।

তবে অনেকের মতে, নবীদের অঙ্গীকার বলে তাদের উম্মতের থেকে নেয়া অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন-৩ : وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ-এর ব্যাখ্যা লিখুন।

উত্তর : আল্লাহর বাণী وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الخ-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহর বাণী 'তোমরা সাক্ষী থেকো, আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী আছি।' এ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ রয়েছে–

ক. তোমাদের মধ্য হতে পরস্পর যেন পরস্পরের ব্যাপারে শপথ দ্বারা স্বীকৃতি প্রদান করে। আর আমিও তোমাদের স্বীকৃতি ও শপথের ব্যাপারে সাক্ষী রইলাম।

খ. فَاشْهَدُوْا দ্বারা ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

গ. প্রত্যেকেই যেন নিজের ব্যাপারে নিজেই সাক্ষ্য বহন করে, আমিও সাক্ষী রইলাম।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْقٌ করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْقٌ করা হলো–

اَخَذَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস ماضى مثبت معروف বাব نصر মাস্‌দার اَلْأَخْذُ মূলবর্ণ أ خ د জিনস مهموز فاء অর্থ– তিনি গ্রহণ করলেন।

اٰتَيْتُ : সিগাহ واحد متكلم বহস ماضى مثبت معروف বাব اِفْعَالْ মাস্‌দার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ أ ت ى জিনস مركب অর্থ– আমি দান করেছি।

مُصَدِّقٌ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাব تفعيل মাস্‌দার اَلتَّصْدِيْقُ মূলবর্ণ ص د ق জিনস صحيح অর্থ– সত্যায়নকারী।

لَتُؤْمِنُنَّ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস فعل مستقبل معروف در لام تاكيد بانون تأكيد ثقيله মূলে ছিল لَتُؤْمِنُنَّ মাস্‌দার اَلْاِيْمَانُ বাব اِفْعَالْ মূলবর্ণ ا م ن জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা অবশ্যই ঈমান আনবে।

اَقْرَرْتُمْ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف اِثْبَاتْ বাব اِفْعَالْ মাস্‌দার اَلْاِقْرَارُ মূলবর্ণ ق ر ر জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা স্বীকার করলে।

প্রশ্ন-৪১ : নিম্নোক্ত আয়াত সমূহের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৯৬–৯৮]

٩٦. اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ.

٩٧. فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ.

٩٨. قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ. [শি. নি. প. ২০০৯]

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতসমূহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আলে ইমরান' থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশে সর্বপ্রথম যে ঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উপরিউক্ত আয়াতসমূহে তারই সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ :

৯৬. নিঃসন্দেহে প্রথম ঘর যা নির্মিত হয়েছিল মানুষের জন্য তা মক্কায় অবস্থিত। উহা বিশ্ববাসীর জন্য বরকতময় ও সঠিক পথপ্রদর্শক।

৯৭. তথায় রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি, মাকামে ইবরাহিম। যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর মানুষের ওপর আবশ্যক আল্লাহর উদ্দেশে বায়তুল্লায় গমন করে হজ সম্পাদন করা। যে ব্যক্তি তৎপ্রতি পথ গমনে সক্ষম এবং যে ব্যক্তি এই বিধান অস্বীকার করবে, মহান আল্লাহ বিশ্ববাসী হতে সম্পূর্ণ বেনিয়ায।

৯৮. আপনি বলুন, হে কিতাবধারীগণ! তোমরা কেন আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছো? আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের ওপর সাক্ষী আছেন।

উপসংহার : কাবা ঘর বিশ্ব মুসলিমের প্রধান সম্মেলন কেন্দ্র। এর যিয়ারতের মধ্যে রয়েছে অনেক কল্যাণ। এর পবিত্রতা রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : কা'বা ঘর নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করুন। [শি. নি. প. ২০০৯]

উত্তর : কা'বা গৃহ নির্মাণের ইতিহাস : ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, সম্মান, গঠন, প্রকৃতি সর্বদিক থেকে 'কাবা' পৃথিবীর প্রথম ঘর, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উল্লেখ্য যে, কা'বা ঘর দশবার নির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে এবং তা মূসা (আ)-এর সময়কাল পর্যন্ত নবীগণের দুর্গ ছিল।

১. ফেরেশতাগণ আদম ও জমিন সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে উহা তৈরি করেছিলেন। অপর বর্ণনায় জমিন সৃষ্টির ৪০ বছর পূর্বে তারা কা'বা নির্মাণ করেছেন এবং যমীন তার নীচ হতে ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে– কা'বা জমিন সৃষ্টির পর তৈরী করা হয়েছে।

২. আদম (আ) ও তাঁর বংশধরেরা নির্মাণ করেছিলেন, তা নূহ (আ)-এর প্লাবন পর্যন্ত ছিল, প্লাবনের পর আসল স্থানটি লুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে তা পুনঃনির্মাণ করেন।

৩ ইবরাহিম (আ) ৪. আমালেকা গোত্র। ৫. যুরহুম গোত্র।

৬. কুসাই ইবনে কিলাব। ৭. কুরাইশগণ। ৮. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের।

৯. খলিফা আবদুল মালিকের নির্দেশে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কিছু পরিবর্তন ও সংস্কার করেছিলেন।

১০. ১৪০ হিজরিতে তুরস্কের বাদশা মুরাদ খান পুনঃনির্মাণ করেন। সে নির্মাণ আজ পর্যন্ত রয়েছে। তা মাঝে মধ্যে মেরামত হচ্ছে; কিন্তু ভিত্তি একই অবস্থায় রয়েছে। মোদ্দাকথা কা'বা ঘর সর্বপ্রথম ঘর। এটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গৃহ। বায়তুল মা'মুর এর বরাবর ঠিক নিচে অবস্থিত।

প্রশ্ন-২ : هُدًى لِلْعَالَمِيْنَ-এর মর্মার্থ বর্ণনা করুন।

উত্তর : هُدًى لِلْعَالَمِيْنَ-এর মর্মার্থ : "هُدًى لِلْعَالَمِيْنَ" কথাটির অর্থ দাঁড়ায়– বিশ্ববাসীর জন্যে পথপ্রদর্শক। এর ব্যাখ্যায় তাফসিরে কাবীরে বলা হয়েছে– বিশ্ববাসী এর দিকে ফিরে নামায আদায় করে; এই ঘর বিশ্ববাসীর নিকট আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরে, এইঘর বিশ্ববাসীকে জান্নাতের পথ দেখায়।

অথবা, যেহেতু এ ঘরকে কেন্দ্র করেই বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স) হিদায়াতের বার্তা নিয়ে আগমন করেছেন, তাই মক্কাকে هُدًى لِلْعَالَمِيْنَ বলা হয়েছে। এখানে প্রতি বছর লাখ লাখ লোক সমবেত হয়ে হজব্রত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় পেয়ে থাকে। সর্বোপরি 'কাবা' বিশ্ব মুসলিমের ধর্মীয় প্রেরণার উৎস।

প্রশ্ন-৩ : وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا-এর তাৎপর্য বর্ণনা করুন। [শি. নি. প. ২০০৯]

উত্তর : وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا-এর তাৎপর্য : শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আরব সমাজে গৃহযুদ্ধ ভীষণভাবে লেগে থাকত। তাদের পরস্পরের মধ্যে খুন-খারাবির কোনোদিন নিবৃত্তি ঘটে নি। কে, কবে, কোথায়, কার দ্বারা নিহত হবে, এ আশংকায় সর্বদাই তারা বিব্রত হয়ে থাকতো । কিন্তু কা'বার সীমানায় প্রবেশ করার পর তারা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করত। কোনো প্রকার হিংসা-প্রতিহিংসার চিন্তাও তারা সেখানে করত না। এটাই ছিল তাদের ধর্মীয় সংস্কার। হাজার হাজার বছর ধরে তারা এ সংস্কার মান্য করে আসছিল। কা'বার এ ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য সত্য।

কোনো ব্যক্তি যদি হারাম শরিফের বাইরে অন্য কাউকে হত্যার কারণে, অথবা মুরতাদ হওয়ার কারণে, অথবা যেনা করার কারণে মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হয় এবং সে হারামের ভেতরে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তাকে কি করতে হবে তা নিয়ে ফিকহবিদদের মাঝে মতপার্থক্য দেখা যায়।

ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, এমতাবস্থায় তাকে শাস্তি দেয়া হবে না, তবে তাকে সকলে বয়কট করবে; কেউ আশ্রয় দেবে না, খাওয়াবে না, পান করাবে না এবং তার সাথে বেচা-কেনা করবে না, যাতে বাধ্য হয়ে হারাম থেকে বের হয়ে আসে। হারাম শরিফ হতে বের হলে শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে।

ইমাম শাফেয়ি (র) বলেন, যে ব্যক্তি হারামের বাইরে যেনা করে হারামে আশ্রয় গ্রহণ করবে, তাকে হারামেই হত্যা করা যাবে। (যাহেদী)। আর যে ব্যক্তি হারামের মধ্যে যেনা করে তখন তাকে হারামেই হত্যা করা যাবে; এটা সর্বসম্মত অভিমত।

প্রশ্ন-৪ : مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ-এর পরিচয় : مَقَامُ শব্দটি **ظَرْف** -اِسْم-এর রূপ। অর্থ হলো, দাঁড়ানোর স্থান। ইবরাহিম (আ)-এর দাঁড়ানোর স্থান বলতে এখানে ঐ পাথরকে বুঝানো হয়েছে, যার ওপর দাঁড়িয়ে ইবরাহিম (আ) পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন। এর ওপর ইবরাহিম (আ)-এর পদচিহ্ন রয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, ইবরাহিম (আ) একদা মক্কায় হাজেরা (আ)-কে দেখার জন্য এসেছিলেন, কিন্তু সারার শপথ অনুযায়ী তিনি সেখানে নামতে অস্বীকার করেন। ফলে ইসমাইল (আ)-এর স্ত্রী একটি পাথর নিয়ে এলেন। তিনি উহার ওপর ডান পা দিয়ে একটু কাত হলে তাঁর মাথার ডান দিক ধুয়ে দেন, এরপর পাথরকে তাঁর বাম দিকে নিলে তিনি তাঁর বাম পা দিয়ে একটুকু ঝুঁকলে বাম পার্শ্ব ধুয়ে দেন। ফলে উহার ওপর ইবরাহিম (আ)-এর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে যায়। আর উহাই 'মাকামে ইবরাহিম' নামে খ্যাত হয়।

প্রশ্ন-৫ : فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ-এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করুন।

উত্তর : فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ-এর ব্যাখ্যা : অনেকেই সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন, اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ 'সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ' বলার পর مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ একবচন নেয়া হলো, তা কীভাবে সম্ভব! একটি বস্তু بَيِّنَاتٌ হবে কী করে? এর উত্তর নিম্নরূপ–

ক. মূল ইবারত এমন ছিল, فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنَاتٌ مِنْهَا مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ অর্থাৎ, এই বাক্কাতে বা কা'বাতে রয়েছে অনেক নিদর্শনাবলি। এর মধ্যে مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ একটি নিদর্শন।

খ. অথবা, بَيِّنَاتٌ দ্বারা ইবরাহিম (আ)-এর যাবতীয় মুজেযার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন তার مَقَامُ حَجَرِ তার হাতে তৈরি جِدَارُ كَعْبَةِ আর مَقَامُ الدُّعَاءِ ইত্যাদি। তন্মধ্য হতে আল্লাহ একটি মাত্র উল্লেখ করেছেন।

গ. অথবা, مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ একাই بَيِّنَتٌ যেমন খোযায়মা একাই দুই সাক্ষীর জন্য যথেষ্ট। এটি مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ-এর উচ্চ মর্যাদা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন-৭ : بِبَكَّةَ-এর তাৎপর্য বর্ণনা করুন।

উত্তর : بِبَكَّةَ-এর তাৎপর্য : 'মক্কা' আরবের একটি প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত নগরী। এই নগরী 'মক্কা' নামেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু পবিত্র কুরআনে উহাকে "বাক্কা" বলা হয়েছে। এর বিশ্লেষণ নিম্নরূপ–

১. ভাষাবিদদের মতে, مَكَّةُ শব্দটি মূলত بَكَّةُ ছিল। بَاءْ কে مِيمْ দ্বারা পরিবর্তন করে مَكَّةُ গঠন করা হয়েছে। আবার بَكَّةُ শব্দটি بَكٌّ থেকে উদ্ভূত। بَكٌّ শব্দের অর্থ–ভেঙ্গে ফেলা। যেহেতু মক্কা অনেক জালিমদের ক্ষমতার দম্ভ ভেঙ্গে দিয়েছে। যেমন– আবরাহা ও তার সেনাদল। আর بَكَّةُ অর্থ– চুষে নেয়া। যেহেতু মক্কা পাপ চুষে নেয়, তাই তাকে بَكَّةُ বলা হয়।

২. কেউ কেউ বলেন, مَكَّةُ হচ্ছে নগরীর নাম, আর بَكَّةُ হচ্ছে কা'বার নাম।

৩. কাশশাফ প্রণেতার মতে, بَكَّةُ ও مَكَّةُ একই বস্তুর নাম। তবে উহার লুগাতী ধরন ভিন্ন ভিন্ন। আরবি সাহিত্যে م-এর স্থানে " ب " এবং " ب " এর স্থলে " م " ব্যবহৃত হয়। যেমন– نَبِيطٌ-এর স্থলে نَمِيطٌ এবং مُغَمَّطَةٌ-এর স্থলে مُغَبَّطَةٍ ইত্যাদি।

৪. আবার কারো মতে, مَكَّةُ শব্দটি بَكَّةُ হতে এসেছে যার অর্থ ভীড়। কারণ, সব সময় এখানে মানুষের ভীড় থাকে।

প্রশ্ন-৮ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

اَوَّلُ : শব্দটি একবচন। এর বহুবচন, اَوَائِلُ মূলবর্ণ أ. و. ل জিনস مركب অর্থ- সর্বপ্রথম

بَيْتٌ : শব্দটি اسم جامد একবচন, এর দুটি অর্থ হতে পারে। ক. ঘর; এর বহুবচন হবে بُيُوْتٌ খ. কবিতার পংক্তি; এর বহুবচন اَبْيَاتٌ এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

وُضِعَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস ماضى مجهول বাব فتح يفتح মাসদার اَلْوَضْعُ মূলবর্ণ و. ض. ع জিনস مثال واوى অর্থ– নির্মাণ করা হয়েছে।

هُدًى : এটি বাব ضَرَبَ يَضْرِبُ-এর মাসদার। মূলবর্ণ ه. د. ى জিনস ناقص يائى এখানে هاد-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তথা পথ প্রদর্শনকারী।

مُبَارَكًا : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহস اسم مفعول বাব مفاعلة মাসদার اَلْمُبَارَكَةُ মূলবর্ণ ب. ر. ك জিনস صحيح অর্থ– কল্যাণকর।

اٰيَاتٌ : বহুবচন, একবচনে اٰيَةٌ অর্থ– নিদর্শনসমূহ।

بَيِّنٰتٌ : সিগাহ ~~اسم جامد বহুবচন, একবচনে بَيِّنَةٌ অর্থ– সুস্পষ্ট~~

دَخَلَهٗ : এখানে "ہ" টি ضمير منصوب متصل আর دخل সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ يَنْصُرُ মাসদার اَلدُّخُوْلُ মূলবর্ণ د. خ. ل জিনস صحيح অর্থ– সে তথায় প্রবেশ করল।

اِسْتَطَاعُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِطَاعَةُ মূলবর্ণ ط. و. ع জিনস اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– সে সামর্থ রাখে।

سَبِيْلٌ : সিগাহ اسم جامد একবচন, বহুবচনে سُبُلٌ অর্থ– পথ।

قُلْ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حاضر বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ يَنْصُرُ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ ق. و. ل জিনস اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– আপনি বলুন।

تَكْفُرُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ يَنْصُرُ মাসদার اَلْكُفْرُ وَالْكُفْرَانُ মূলবর্ণ ك. ف. ر জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অস্বীকার করছ।

شَهِيْدٌ : সিফাতের সিগাহ একবচন, বহুবচনে شُهَدَاءُ অর্থ-সাক্ষী, আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী।

প্রশ্ন-৪২ : নিম্নোক্ত আয়াতের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১০৩]

١٠٣. وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য আয়াতে কারিমাটুকু পবিত্র কুরআনের সূরা 'আলে ইমরান' থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : উদ্ধৃত আয়াতে মু'মিনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আকড়িয়ে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অনুবাদ : **১০৩.** আর তোমরা একত্রে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো। যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তখন তিনি তোমাদের হৃদয়ে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। অতঃপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গিয়েছিলে। আর তোমরা ছিলে জাহান্নামের গর্তের একেবারে দ্বারপ্রান্তে। অতঃপর তিনি সেখান থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছেন। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের উদ্দেশ্যে তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করে থাকেন। হয়তো তোমরা সঠিক পথ পেতে পারো।

উপসংহার : তাকওয়া ও ঐক্য অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা সব মু'মিনের ঐকান্তিক দায়িত্ব।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : حَبْلُ اللّٰهِ-এর ব্যাখ্যা লিখুন।

উত্তর : حَبْلُ اللّٰهِ-এর ব্যাখ্যা : তোমরা حَبْلُ اللّٰهِ কে আঁকড়ে ধরো। এখানে «حَبْلُ اللّٰهِ»-এর অর্থ বর্ণনায় ওলামায়ে কিরাম নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন–

ক. «حَبْلُ» শব্দের বাংলা হচ্ছে– রজ্জু, রশি, প্রতিশ্রুতি, চুক্তিপত্র ইত্যাদি। حَبْلُ اللّٰهِ দ্বারা আল্লাহর রজ্জু, আল্লাহর দ্বীন, আল্লাহর কিতাব-কুরআন ইত্যাদি মর্ম গ্রহণ করা যায়। কেউ কেউ ভিন্ন অর্থও গ্রহণ করেছেন। তবে সব অর্থের মূল উদ্দেশ্য এক।

খ. 'তাফহিমুল কুরআন'-এ বলা হয়েছে, 'আল্লাহর রজ্জু' অর্থ– তাঁর দ্বীন-ইসলাম। ইহাকে রজ্জু এজন্য বলা হয়েছে যে, এ সূত্র দ্বারাই একদিকে আল্লাহর সাথে ঈমানদার লোকদের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, অপরদিকে ইহাই সব ঈমানদার লোককে পরস্পর মিলিত করে একটি মজবুত জামা'আত সৃষ্টি করে। এ রজ্জুকে শক্ত হাতে ধরার অর্থ– মুসলমানদের দৃষ্টিতে দ্বীন-ইসলামের মৌলিক গুরুত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়। তাদের সব আগ্রহ-উৎসাহ ও কৌতুহল এ দ্বীনের প্রতিই হওয়া উচিত।

হযরত ইবনে মাস'ঊদ (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, كِتَابُ اللّٰهِ هُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَدُّ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ অর্থাৎ, কুরআন আল্লাহর রজ্জু, যা আসমান হতে জমিন পর্যন্ত প্রলম্বিত।

ঘ. যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-এর বর্ণনায় রয়েছে, حَبْلُ اللّٰهِ هُوَ الْقُرْاٰنُ অর্থাৎ, আল্লাহর রজ্জু হচ্ছে কুরআন।

ঙ. কারো মতে, حَبْلُ اللّٰهِ হলো দ্বীন। রজ্জু বলার কারণ এই যে, এটা একদিকে আল্লাহর সাথে দুনিয়াবাসী মানুষের সম্পর্ক কায়েম করে এবং অন্যদিকে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করে একদলে পরিণত করে।

প্রশ্ন-২ : نِعْمَةُ اللّٰهِ-এর ব্যাখ্যা লিখুন।

উত্তর : نِعْمَةُ اللّٰهِ-এর ব্যাখ্যা : نِعْمَةٌ শব্দটি আরবি। অর্থ– দান, অনুগ্রহ, পুরস্কার ইত্যাদি। نِعْمَةُ اللّٰهِ অর্থ আল্লাহর অনুগ্রহ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত

থাকত। যার ফলে তারা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিল। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে তারা ইসলামে দীক্ষিত হয়ে পেছনের সব হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে পরস্পর বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আয়াতে نِعْمَةُ اللهِ বলে সে কথার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন-৩ : شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ-এর অর্থ লিখুন।

উত্তর : شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ-এর অর্থ : আয়াতে «اَلنَّارُ» দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে–

ক. অন্যায়ভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ। অর্থাৎ, অগ্নিগর্ভে পড়লে যেমন কেউ বাঁচে না, তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রেও মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এমনকি তারা কয়েকটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল।

খ. اَلنَّارُ দ্বারা নরকাগ্নি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, তারা অন্যায় কাজ করতে করতে জাহান্নামে যাবার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে ফেলেছিল। কেবল বাকি ছিল মৃত্যু। মরণ হলেই তারা জাহান্নামে চলে যেতো। সেই অবস্থা থেকে আল্লাহ হেদায়াতের আলোতে তাদেরকে মুক্ত করেছেন।

এ কথাগুলো মূলত মদিনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের উদ্দেশে বলা হয়।

প্রশ্ন-৬ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

اِعْتَصِمُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস امر حاضرمعروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِعْتِصَامٌ মূলবর্ণ ع. ص. م জিনস صحيح অর্থ– তোমরা আঁকড়ে ধরো।

لَاتَفَرَّقُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস نهى حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার تَفْرِيْقٌ মূলবর্ণ ف. ر. ق জিনস صحيح অর্থ– তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

اُذْكُرُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব نصر মাসদার اَلذِّكْرِ মূলবর্ণ ذ. ك. ر জিনস صحيح অর্থ– তোমরা স্মরণ কর।

اَلَّفَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাব تفعيل মাসদার تَالِيْفٌ মূলবর্ণ أ. ل. ف জিনস مهموزفاء অর্থ– তিনি বন্ধুত্ব সৃষ্টি করলেন।

اِخْوَانًا : শব্দটি اسم جامد বহুবচন, একবচনে اخ। অর্থ– ভাই।

اَنْقَذَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِنْقَاذُ মূলবর্ণ ن. ق. ذ জিনস صحيح অর্থ– তিনি রক্ষা করেছেন।

نَارٌ : শব্দটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে نِيْرَانٌ অর্থ– অগ্নি।

يُبَيِّنُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّبِيِيْنُ মূলবর্ণ ب. ى. ن জিনস اجوف يائى। অর্থ– তিনি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

تَهْتَدُوْنَ : সিগাহ جمع مؤنث حاضر বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِهْدَاءُ মূলবর্ণ ه. د. ى জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা পথপ্রাপ্ত হবে।

৩. সুরা আন-নিসা

প্রশ্ন-৪৩ : নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১–৩]

١. يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا
وَّنِسَآءً، وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا. [শি. নি. প. ২০১৬, '২০]

٢. وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا.

٣. وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا
تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا.

উত্তর : উৎস : আলোচ্য মহিমান্বিত আয়াতগুলো সূরা নিসার প্রথম থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'য়ালা মানব সৃষ্টির আদি ইতিহাস, মানব সভ্যতার বিকাশ, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ইয়াতীম রূপ দুর্বল ও অসহায়দের অধিকার সংক্রান্ত বিধান বর্ণনা করতঃ তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন।

সরল অনুবাদ : ইরশাদ হচ্ছে–

১. হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের সে মহান প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি তথা আদম (আ) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাঁর থেকে তাঁর জীবন সঙ্গিনী হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে বহু বহু পুরুষ ও নারী। (হে মানব মণ্ডলী!) তোমরা সেই মহান শাশ্বত সত্তা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা পারস্পরিক অধিকার দাবি করে থাক। আরো (ভয় কর) আত্মীয়তার সম্পর্ককে, (যাতে করে তা বিচ্ছিন্ন না হয়)। জেনে রেখো, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণকারী।

২. (হে অভিভাবকগণ!) ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ সময়মত তাদের নিকট হস্তান্তর করে দাও। আর ভালো মালের স্থলে খারাপ মাল পরিবর্তন করো না। আর তাদের মালামাল নিজেদের মালামালের সাথে সংমিশ্রিত করে খেয়ে ফেল না। নিশ্চয়ই এটা গুরুতর অপরাধ।

৩. আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, অনাথ মেয়েদেরকে বিয়ে করে তাদের প্রতি সুবিচার ও হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তাহলে (তাদেরকে বিয়ে না করে) অন্য নারীগণের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দমত দুই দুই, তিন তিন ও চার চার জনকে বিয়ে করে নাও। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করতে পারবে না, তাহলে কেবল একজন স্বাধীনা স্ত্রী গ্রহণ কর, অথবা মালিকানাধীন দাসীদের ওপর নির্ভর কর। বস্তুতঃ অবিচার ও পক্ষপাতিত্ব থেকে বাঁচার এটিই নিকটতম পন্থা।

উপসংহার : ডারউইন, হ্যাগেল ও মার্কসের বিবর্তনবাদ বিশ্বাস না করে আল্লাহই আমাদের রব-সৃষ্টিকর্তা– এ বিশ্বাসে অবিচল থাকা কর্তব্য। আর তাকেই ভয় করতঃ পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও অধিকার আদায়ে সচেতন থাকতে হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ : আয়াতে يَاَيُّهَا النَّاسُ -দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে?

অথবা, **يَاَيُّهَا النَّاسُ বলার উদ্দেশ্য কী?** [শি. নি. প. ২০২০]

উত্তর : يَاَيُّهَا النَّاسُ দ্বারা উদ্দেশ্য : উক্ত يَاَيُّهَا النَّاسُ (হে মানবজাতি!) দ্বারা পৃথিবীর সব মানুষকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। পুরুষ হোক কিংবা নারী, কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মানুষই এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। তবে দাসদাসী এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত হবে কি-না এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. অধিকাংশ আলেমের মতে, সব দাস-দাসী এর অন্তর্ভুক্ত।

২. কেউ কেউ বলেন, দাস-দাসী এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ তারা মনিবের অধীনে থাকে। মনিবের দায়িত্ব পালনই তার মূল কাজ। যদি তাকে বাধ্য করা হয়, তাহলে তার মনিবকে অস্বীকার করা হয়।

প্রশ্ন-২ : خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ব্যাখ্যা করুন। [পি. নি. প. ২০১৬, '২০]

উত্তর : خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ব্যাখ্যা : আল্লাহর বাণী- خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ-এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ-

১. জমহুরের মতে, نَفْسٌ وَاحِدَةٌ আয়াতে একটি আত্মা দ্বারা আদি মানব আদম (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা, সব মানুষকে আদম (আ) হতেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তিনিই আদি মানবরূপে একক সৃষ্টি ছিলেন। পরবর্তী আয়াত থেকে যা অতি সহজেই অনুমিত হয়, যেমন- خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً. الاية

২. কোনো কোনো তাফসিরকারক বলেন, نَفْسٌ শব্দটি আত্মা অর্থে ব্যবহৃত হলে তা مُؤَنَّثٌ তথা স্ত্রীলিঙ্গ ধরতে হবে। আর ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হলে, তা مُذَكَّرٌ তথা পুংলিঙ্গ হবে।

প্রশ্ন-৩ : মহান আল্লাহর বাণী, وَاتَّقُوْا رَبَّكُمْ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : وَاتَّقُوْا رَبَّكُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য :

১. উদ্ধৃত আয়াতাংশ «وَاتَّقُوْا رَبَّكُمْ» দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, যিনি মানুষকে নিজ অনুগ্রহে সৃষ্টি করে অসংখ্য নেয়ামত দিয়ে লালন-পালন করেছেন। সেই মানুষের উচিত তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধি-নিষেধ পূর্ণরূপে মেনে চলা, সব বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর আদেশ- নিষেধ প্রাধান্য দেয়া।

২. অথবা, মহান আল্লাহকে একক সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নেয়া।

৩. অথবা, মহান আল্লাহকে সমগ্র বিশ্বের একমাত্র প্রতিপালক হিসেবে মেনে নেয়া।

৪. অথবা, মহান আল্লাহর অপরিসীম শক্তি ও ক্ষমতার স্বীকৃতি দেয়া।

মোটকথা, এখানে তিনি সব কাজে তাঁকে ও তাঁর কঠিন শাস্তিকে ভয় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন-৪ : ইসলামি শরিয়তে ইয়াতীম কারা? আল্লাহ তায়ালা কেন ইয়াতীমদের অধিকার আদায়ে গুরুত্বারোপ করেছেন?

উত্তর : يَتِيْمٌ-এর পরিচয় : يَتِيْمٌ শব্দটি فَعِيْلٌ-এর ওজনে সিফতের সিগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- অনাথ ও পিতৃহীন। বহুবচনে يَتَامٰى ও اَيْتَامٌ। এজন্যে ইয়াতিমখানাকে আরবিতে دَارُ الْاَيْتَامِ বলা হয়।

১. শরিয়তের পরিভাষায় ইয়াতীম হচ্ছে, هُوَ صَبِيٌّ مَاتَ اَبُوْهُ حَتّٰى اَنْ يَبْلُغَ
অর্থাৎ, যে শিশুর পিতা মৃত্যুবরণ করেছে, বালেগ হওয়া পর্যন্ত সে শিশুকে ইয়াতীম বলা হয়।

২. আল্লামা রাগিব ইস্পাহানি (র) বলেন, اَلْيَتِيْمُ هُوَ اِنْقِطَاعُ الصَّبِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَبْلَ بُلُوْغِهٖ
অর্থাৎ, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে যে শিশু পিতৃহীন হয়, তাকে يَتِيْمٌ বলে।

৩. আল্লামা আলুসি (র) বলেন, اَلْيَتِيْمُ هُوَ الصَّبِيُّ مَاتَ اَبُوْهُ
অর্থাৎ, যে শিশুর পিতা মৃত্যুবরণ করেছে, তাকে يَتِيْمٌ বলে।

৪. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন, اَلْيَتِيْمُ هُوَ الصَّبِيُّ الَّذِىْ مَاتَ اَبُوْهُ فِىْ صِغَرِهٖ
অর্থাৎ, যে শিশুর বাবা তার ছোট বেলায় (শিশুকালে) মারা গেছে, তাকে يَتِيْمٌ বলে।

ইয়াতীমের অধিকার আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপের কারণ : ইসলামই একমাত্র জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অধিকার প্রদানে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই অনাথ ইয়াতীম ছেলে-মেয়েদের অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও ইসলাম নীরবতা পালন করে নি। যেমন কুরআনের ঘোষণা

١. وَاٰتُوا الْيَتَامٰى اَمْوَالَهُمْ. ٢. وَلَا تَاكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ. ٣. وَابْتَلُوا الْيَتَامٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ الخ.

এ গুরুত্বারোপের পেছনে নিম্নোক্ত কারণগুলো ছিল–

১. জাহেলি যুগে ইয়াতীমদের সামাজিক মর্যাদা ছিলো না।

২. তাদের দায়িত্বভার সচরাচর গ্রহণ করা হতো না।

৩. অভিভাবকগণ তাদের মাল আত্মসাৎ করতো।

৪. যথাসময়ে তাদের ধন-সম্পদ ফেরত দেয়া হতো না।

৫. ইয়াতীমদের ভালো মাল আত্মসাৎ করে তদস্থলে মন্দ মাল দেয়া হতো।

৬. সে যুগে তাদের (ইয়াতিমদের) কোনো অধিকার স্বীকৃত ছিলো না।

৭. তাদের ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ইত্যাদির প্রতি কেউ তেমন গুরুত্ব দিতো না।

৮. অভিভাবকরা তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রতিপালনের ব্যাপারে যত্নশীল থাকতো না।

৯. তারা বালেগ হয়ে যাবে, এ ভয়ে তাড়াহুড়া করে তাদের সম্পদ অভিভাবকরা দখল করতো এবং তাদের সম্পদ অপচয় করতো। যেমন কুরআনে আছে, وَلَا تَاكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا

১০. সম্পদ গ্রাস করার মানসে ইয়াতিম কন্যাদেরকে অভিভাবকরা বিয়ে করতো এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতো।

১১. ইয়াতিম কন্যাদেরকে তারা বিয়ে করতো, অথচ তাদেরকে মহর দিত না। যেমন কুরআন আছে– وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.

১২. ইয়াতিম বাচ্চাদের সাথে তারা দুর্ব্যবহার করতো এবং পরিপূর্ণভাবে তাদেরকে ভরণ-পোষণ দিত না।

১৩. বৈবাহিক নিয়মের ক্ষেত্রে তাদের সাথে অবিচার করা হতো।

মোটকথা, তারা ছিল সমাজে দুর্বল, অবহেলিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত এবং নিষ্পেষিত। তাই মহান আল্লাহ তাদের অধিকারের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আল কুরআনে আছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا.

প্রশ্ন-৪৪ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৩ –৫]

٣. وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا.

٤. وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا. [শি. নি. প. ২০১৩]

উত্তর : ভূমিকা : Islam is the only one religion that makes sure to maintain human rights. ইসলাম সকলের অধিকার নিশ্চিত করেছে বলেই এটা শাশ্বত ধর্ম। আলোচ্য আয়াতগুলোতে সে অধিকারেরই প্রতিধ্বনি হয়েছে।

উৎস : আলোচ্য আয়াতসমূহে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের 'সূরা নিসা' থেকে উদ্ধৃত।

প্রসঙ্গ : উক্ত আয়াতত্রয় ইয়াতীমদের দায়িত্ব পালন, তাদের সম্পদ সংরক্ষণ, স্ত্রীদের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং ইয়াতীম শিশুদের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠাকরণের প্রতি মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

অনুবাদ : ইরশাদ হচ্ছে–

৩. আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, অনাথ মেয়েদেরকে বিয়ে করে তাদের প্রতি সুবিচার ও হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তাহলে (তাদেরকে বিয়ে না করে) অন্য নারীগণের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দমত দুই দুই, তিন তিন ও চার চার জনকে বিয়ে করে নাও। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করতে পারবে না, তাহলে কেবল একজন স্বাধীনা স্ত্রী গ্রহণ কর, অথবা মালিকানাধীন দাসীদের ওপর নির্ভর কর। বস্তুতঃ অবিচার ও পক্ষপাতিত্ব থেকে বাঁচার এটিই নিকটতম পন্থা।

৪. আর স্ত্রীগণকে তাদের প্রাপ্য মহর উদারচিত্তে দিয়ে দাও। যদি স্ত্রীগণ সন্তুষ্টচিত্তে মহরানার কিছু অংশ তোমাদেরকে প্রদান করে (অথবা মাফ করে দেয়), তবে তোমরা তা বৈধরূপে ভক্ষণ করতে পার। (তবে এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের শক্তি প্রয়োগ ও বাধ্যবাধকতার আশ্রয় নেয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ)।

উপসংহার : যে কোনো দায়িত্ব পালনে জবাবদিহির মনোভাব থাকা উচিত। আর আমানত রক্ষা ও অধিকার সংরক্ষণে নিঃস্বার্থ হওয়া অপরিহার্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : মহরের পরিমাণ কী?

উত্তর : মহরের পরিমাণ : মহরের উর্ধ্ব পরিমাণ নিয়ে ইমামদের মাঝে কোনো মতানৈক্য নেই। তা স্বামী ও স্ত্রীর ইচ্ছা ও ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। যত ইচ্ছা তত নির্ধারণ করতে পারবে। তবে মহরের নিম্ন পরিমাণ নিয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান আছে। যেমন–

১. ইমাম শাফেয়ি (র) ও আহমদ (র)-এর মতে, মহরের সর্ব নিম্নের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই; বরং এটা স্বামীর সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। দলিল হলো রাসূল (স)-এর বাণী, فَالْتَمِسْ وَلَوْ كَانَ خَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ

২. ইমাম মালেক (র)-এর মতে, মহরের নিম্ন পরিমাণ হচ্ছে তিন দিরহাম বা এক দিনারের এক চতুর্থাংশ।

৩. ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে, মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে দশ দিরহাম বা তৎসমতুল্য মাল। দলিল হলো, قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا مَهْرَ لِاَقَلَّ مِّنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

৪. মহাত্মা ইবরাহিম নাখ্য়ী (র)-এর মতে, ৪০ দিরহাম।

৫. ইবনে শুবরামার মতে, ৫ দিরহাম।

৬. ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, যা সম্পদ হিসেবে ধর্তব্য হয়, তাই মহর হতে পারে।

৭. সাঈদ ইবনে যুবায়ের (র) বলেন, মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো পঞ্চাশ দিরহাম।

৮. কেউ কেউ বলেন, ২০ দিরহাম।

৯. কোনো কোনো ইমাম বলেন, ০১ দিরহাম।

প্রশ্ন-২ : আল্লাহ তায়ালার বাণী, "صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

অথবা, وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً **-এর ব্যাখ্যা লিখুন।** [শি. নি. প. ২০, '১৩]

উত্তর : صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً-এর তাৎপর্য/ব্যাখ্যা :

আল্লাহর বাণী, صَدُقَاتٌ শব্দটি صَدُقَةٌ-এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ হলো–

১. اَلْهَدِيَّةُ তথা উপহার, যেমন কুরআনে আছে, فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً

২. اَلْمَهْرُ তথা দেনমহর, যেমন কুরআনে আছে, وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

৩. اَلزَّكٰوةُ তথা যাকাত। যেমন কুরআনে আছে, خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

৪. اَلْاِعْطَاءُ তথা দান করা।

উল্লেখ্য যে, এখানে صَدَقَةٌ টি مَهْرٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আর صَدَقَةٌ-এর পারিভাষিক অর্থে বলা হয়েছে–

১. আল্লামা রাগিব ইস্পাহানি (র) বলেন, اَلصَّدَقَةُ مَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ اَمْوَالِهِمْ عَلٰى وَجْهِ الْقُرْبَةِ অর্থাৎ, সদকা হলো ঐ সম্পদ যা মানুষ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে স্বীয় সম্পদ বা মাল থেকে বের করে।

২. আল্লামা আলুসি (র) বলেন, اَلصَّدَقَةُ هِيَ مَا يُعْطِي النَّاسُ مِنْ اَمْوَالِهِمْ عَلٰى وَجْهِ الْقُرْبَةِ

৩. আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন, هِيَ الْاَمْوَالُ الَّتِيْ يُخْرِجُهَا الْإِنْسَانُ مِنَ الْاَمْوَالِ لِلْغُرَبَاءِ

অন্যদিকে نِحْلَةٌ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো–

১. উদারচিত্তে প্রদান করা, (To give something willing)

২. আয়েশা (রা)-এর মতে, نِحْلَةٌ শব্দের অর্থ হলো اَلْفَرِيْضَةُ তথা নির্ধারিত।

৩. ইবনে যায়েদ (র)-এর মতে, نِحْلَةً শব্দের অর্থ হলো– اَلْوَاجِبُ তথা অত্যাবশ্যক। যেমন। আরবরা বলে থাকে, نِحْلَةٌ اَيْ وَاجِبٌ لَاتَنْكِحُهَا اِلَّا بِشَيْئٍ لَهَا

৪. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, نِحْلَةً শব্দের অর্থ হলো মহর। আর نِحْلَةً-এর পারিভাষিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. আবু উবায়দা (র) বলেন, اِلنَّحْلَةُ هِيَ الْهِبَةُ وَالْعَطِيَّةُ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ অর্থাৎ, স্বেচ্ছায় দান করাকে نِحْلَةً বলে।

২. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন, اَلنَّحْلَةُ هِيَ الْاَعْطَاءُ بِرِضَاءِ النَّفْسِ

অতএব, আয়াতের অর্থ হবে, হে স্বামীগণ! তোমরা উদারচিত্তে নারীদেরকে তাদের মহর দিয়ে দাও। কেননা, মহর নারীদের ন্যায্য পাওনা ও সঙ্গত অধিকার, তা স্বামীর পক্ষ থেকে কোনো করুণা নয়। এক্ষেত্রে স্বামী কর্তৃক কোনো রকমের টালবাহানা সম্পূর্ণরূপে অনুচিত।

অপরদিকে জাহেলি যুগে স্বামীগণ স্ত্রীদেরকে মহর প্রদান করতো না, আর মহর দিলেও স্ত্রীর অভিভাবকগণ নিজেরা তা হাতিয়ে নিত। এজন্যে আল্লাহ তা'য়ালা জোরালো নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

প্রশ্ন-৫ : فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً-এর তাৎপর্য কী? [শি. নি. প. ২০১৩]

উত্তর : فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً-এর তাৎপর্য : فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً অর্থাৎ, যদি আশঙ্কা কর যে, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা কতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীতেই তৃপ্ত থাক। পবিত্র কুরআনে চার জন স্ত্রীর কথা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সাথে সাথে এও বলে দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা তাদের মধ্যে সমতা বিধান তথা ন্যায় বিচার করতে না পার, তাহলে এক স্ত্রীর উপরেই নির্ভর কর। এত বোঝা যাচ্ছে যে, একাধিক বিয়ে ঠিক তখনই বৈধ হতে পারে, যখন শরিয়ত মোতাবেক সবার সাথে সমান আচরণ করা হবে; তাদের সবার অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে অপারগ হলে এক স্ত্রীর ওপরই নির্ভর করতে হবে এবং এটাই ইসলামের নির্দেশ। রাসূল (স) একাধিক স্ত্রীর বেলায় সবার সাথে পরিপূর্ণ সমতার ব্যবহার করার ব্যাপারে বিশেষভাবে তাকিদ করেছেন এবং যারা খেলাফ করবে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির খবর দিয়েছেন। নিজের ব্যবহারিক জীবনেও তিনি এ ব্যাপারে সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করে দেখিয়েছেন। এমনকি তিনি এমন বিষয়েও সমতাপূর্ণ ব্যবহারের আদর্শ স্থাপন করছেন যে ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন

ছিলো না। এক হাদিসে রাসূল (স) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী রয়েছে, সে যদি এদের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ করতে না পারে, তবে কিয়ামতের ময়দানে সে এমনভাবে উঠবে যে, তার শরীরের এক পার্শ্ব অবশ হয়ে থাকবে।

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভালোবাসা ও অন্তরের আকর্ষণ মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার নয়। তাই অসাধ্য বিষয়টিও সমতা রাখার উদ্দেশে বলা হয়েছে, فَلَاتَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ অর্থাৎ, যদি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার বজায় রাখতে পারবে না বলে ভয় কর, তবে এক স্ত্রীতেই তৃপ্ত থাক, বলে সে সমস্ত ব্যাপারেই ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত। এসব ব্যাপারে বেইনসাফী মহাপাপ। আর যাদের এরূপ পাপে জড়িত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাদের পক্ষে একাধিক বিয়ে না করাই কর্তব্য।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

خِفْتُمْ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস مضى مطلق معروف فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব سَمِعَ يَسْمَعُ মাসদার خَوْفٌ মাদ্দাহ خ. و. ف জিনস اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– তোমরা ভয় করেছ।

لَا تُقْسِطُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف نفى فعل বাব اِفْعَالْ মাসদার اِقْسَاطٌ মাদ্দাহ ق. س. ط জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সুবিচার করতে পারবে না।

مَثْنٰى : এটি اثنان-এর গুণক সংখ্যা, অর্থাৎ, اثنان واثنتان-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ দুই দুই।

لَاتَعْدِلُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف نفى فعل বাব ضرب يضرب মাসদার اَلْعَدْلُ মাদ্দাহ ع. د. ل জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ন্যায়বিচার করতে পারবে না।

مَلَكَتْ : সিগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহস مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব ضرب يضرب মাসদার اَلْمِلْكُ মাদ্দাহ م. ل. ك জিনস صحيح অর্থ– সে মালিক হয়েছে।

لَا تُؤْتُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِيْتَاءِ মাদ্দাহ ا. ت. ى জিনস مركب অর্থ– তোমরা প্রদান করো না।

اَلسُّفَهَاءِ : এটি سفيه-এর বহুবচন। سُفَاهَةٌ (মূর্খতা, অজ্ঞতা) থেকে মুশতাক হয়েছে। মাদ্দাহ س. ف. ه জিনস صحيح অর্থ– মূর্খগণ, অজ্ঞগণ।

اَرْزُقُوْهُمْ : هم সর্বনামটি ضمير منصوب متصل আর أرزقو সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ يَنْصُرُ মাসদার اَلرِّزْقُ মাদ্দাহ ر. ز. ق জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তাদেরকে খাদ্য দাও।

প্রশ্ন-৪৫ : নিম্নোক্ত আয়াতের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১১]

١١. يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَ
اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ
لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ
اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

উত্তর : সূচনা : আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্র পৃথিবীর নিরঙ্কুশ মালিক। তিনি মানুষদেরকে তা ভোগের অনুমতি দিয়ে সাময়িক মালিকানা প্রদান করেছেন। এর পাশাপাশি মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদে উত্তরাধিকার আইনও জারি করেছেন।

উৎস : উপস্থাপিত আয়াতে কারিমাটি কুরআনুল কারিমের উত্তরাধিকার বিধান সম্বলিত 'সূরা নিসা' থেকে উদ্ধৃত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতে উত্তরাধিকার স্বত্ব তথা মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের কে কত অংশের মালিক হবে, তার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

অনুবাদ : ইরশাদ হচ্ছে–

১১. আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ওয়ারিশী স্বত্ব সম্বন্ধে আদেশ করেন যে, একজন নর দুজন নারীর অংশের সমান অংশ পাবে। যদি উত্তরাধিকারীগণ শুধু দু বা ততোধিক নারী হয়, তাহলে তারা পুরো সম্পত্তির দু-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি মাত্র একজন কন্যা হয়, সে অর্ধেকের মালিক হবে। যদি মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান থাকে, তাহলে ত্যাজ্য সম্পদ হতে তার পিতা-মাতার প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাবে। আর মৃত ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয় এবং পিতামাতাই তার উত্তরাধিকারী হয়, তবে মায়ের জন্যে এক তৃতীয়াংশের অধিকার হবে। অবশিষ্ট সম্পদ পিতা পাবে। যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন থাকে, তাহলে মাতার প্রাপ্য অংশ হচ্ছে ছয় ভাগের একভাগ। উপরিউক্ত নীতিতে সম্পদ বণ্টন করা হবে মৃত ব্যক্তির কৃত অসিয়ত পূরণ করার ও ঋণ আদায় করার পর।

(হে মুমিনগণ!) তোমাদের বাপ-দাদা ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে উপকার করার ক্ষেত্রে কে তোমাদের অতি ঘনিষ্ঠ তা তোমরা ভালোভাবে জান না, এ বণ্টননীতি আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

উপসংহার : আল্লাহ তা'য়ালাই হচ্ছেন একমাত্র মহাজ্ঞানী। সুতরাং, তার দেয়া উত্তরাধিকার বিধান যথার্থভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলেই সবার যথাযথ অধিকার নিশ্চিত হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-২ : অসিয়তকে دَيْن-এর পূর্বে উল্লেখ করার কারণ কী? অথচ অসিয়তের পূর্বে دَيْن পরিশোধ করা ওয়াজিব।

উত্তর : অসিয়তকে অগ্রবর্তী করার কারণ : বিধান হচ্ছে আগে মৃতের ঋণ পরিশোধ করতে হবে, পরে অসিয়ত। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা অসিয়তকে دَيْن-এর ওপর অগ্রবর্তী করেছেন। যেমন–

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ.

এর কারণ হচ্ছে এই–

১. এখানে তারতীব উদ্দেশ্য নয়। উভয়টিকে قِسْمَةُ الْمِيْرَاثِ তথা উত্তরাধিকার স্বত্ব বণ্টনের আগে আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২. অসিয়তকে অগ্রবর্তী করে তার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৩. ওয়ারিশগণ সাধারণত ঋণ আদায় করতে চায়; কিন্তু অসিয়ত আদায় করতে চায় না। এজন্যে অসিয়ত আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তাকে مُقَدَّمْ করা হয়েছে।

৪. অসিয়ত বিনা বিনিময়ে হয়ে থাকে। আর دَيْن বিনিময়ে হয়ে থাকে। তাই অসিয়ত পালনে যেন শৈথিল্য না আসে, এজন্যে তার কথা আগে বলা হয়েছে।

৫. অসিয়ত সাধারণত অভাবীদের জন্যে করা হয়, এজন্যে তার উল্লেখ আগে হয়েছে।

৬. دَيْن-এর তুলনায় অসিয়তকৃত সম্পত্তির পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে বলে, একে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. জাহেলি যুগে মানুষ وَصِيَّةٌ-এর ব্যাপারে উদাসীন ছিল, তাই একে পূর্বে উল্লেখ করে মানুষকে সজাগ করা হয়েছে।

৮. وَصِيَّةٌ-এর প্রতি গুরুত্বারোপ করার জন্যে একে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৯. কোনো কোনো তাফসিরকার বলেন, এখানে মহান আল্লাহ দুটোকেই উদ্দেশ্য করেছেন। এর মধ্যে যে কোনো একটিকে তো প্রথমে উল্লেখ করতেই হবে, সুতরাং এর মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই।

১০. কোনো কোনো তাফসিরকারের মতে, পূর্বে ও পরে উল্লেখ করার মধ্যে গুরুত্বের ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য নেই। সবই মহান আল্লাহর বিধান।

প্রশ্ন-৩ : আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানসমূহ বর্ণনা করুন।

উত্তর : আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী :

উক্ত আয়াত থেকে নিম্ন বর্ণিত বিধানগুলো পাওয়া যায়। যেমন–

১. পুরুষ নারীর দ্বিগুণ অংশের মালিকানা পাবে।

২. কোনো ছেলে না থাকলে একাধিক মেয়ে দু-তৃতীয়াংশ পাবে।

৩. শুধুমাত্র একজন মেয়ে হলে সে অর্ধাংশ পাবে।

৪. সন্তানের বর্তমানে পিতা-মাতা প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশ করে পাবেন।

৫. সন্তান না থাকলে মাতা এক তৃতীয়াংশ পাবেন।

৬. সন্তান না থাকলে পিতা عَصَبَةً وَفَرْضًا সম্পূর্ণ সম্পত্তির মালিক হবেন।

৭. ভাই-বোন থাকলে মাতা এক-ষষ্ঠাংশের মালিক হবেন।

৮. ঋণ আদায় ও সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে অসিয়ত পূর্ণ করার পর ওয়ারিশদের অংশ বণ্টন করা হবে।

৯. মৃতের পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন কিছুই না থাকলে পিতা এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ পাবেন।

১০. মৃতের পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন কিছুই না থাকলে মাতাও এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ পাবেন।

১১. মৃতের শুধু ভাই-বোন থাকলে পিতা দুই-তৃতীয়াংশ পাবেন।

প্রশ্ন-৪ : আল্লাহর বাণী, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : মহান স্রষ্টার বাণী, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصٰى بِهَا اَوْدَيْنٍ-এর মর্মার্থ বর্ণনায় তাফসিরকারগণ বলেন যে, মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথেই তার ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন করে দেয়া যাবে না; বরং তার কোনো ঋণ অথবা অন্তিম অসিয়ত রয়েছে কি-না তা দেখতে হবে।

যদি মৃত ব্যক্তি ঋণ বা অন্তিম অসিয়ত করে মারা যায়, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি দিয়ে সমুদয় ঋণ ও অবশিষ্টের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ দিয়ে তার অসিয়ত পূরণ করতে হবে। অসিয়ত পূর্ণ ও ঋণ পরিশোধ ব্যতীত কোনো ক্রমেই বণ্টন করা যাবে না।

প্রশ্ন-৫ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

يُوْصِيْكُمْ : يُوْصِيْ হচ্ছে وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِثْبَاتْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْصَاءٌ মাদ্দাহ و. ص. ى জিনস لفيف مفروق আর كم হচ্ছে ضمير منصوب متصل অর্থ– তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

لَمْ يَكُنْ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস نفى جحد بلم معروف বাব نصر মাসদার اَلْكَوْنُ মাদ্দাহ ك. و. ن জিনস اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– সে হয়নি। যেমন, আল্লাহর বাণী– لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا

وَرِثَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার الورثة মাদ্দাহ و. ر. ث জিনস مثال واوى অর্থ– সে উত্তরাধিকারী হয়েছে।

وَصِيَّةٌ : ইহা اِيْصَاءٌ মাসদারের اسم مصدر বহুবচনে وصايا অর্থ উপদেশ, বিধান ও নির্দেশ।

لَا تَدْرُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস نفى فعل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضرب মাসদার دِرَايَةٌ মাদ্দাহ د. ر. ى জিনস ناقص يائى অর্থ–তোমরা জানো না।

اَقْرَبُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহস اسم تفضيل বাব كرم মাসদার اَلْقُرْبَةُ মাদ্দাহ ق.ر.ب জিনস صحيح অর্থ– অতিনিকটবর্তী। আল্লাহর বাণী, لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا.

فَرِيْضَةٌ : এটি একবচন, বহুবচনে فَرَائِضُ; অথবা فريضة শব্দটি বাবে نصر-এর মাসদার মাদ্দাহ ف. ر. ض জিনস صحيح অর্থ– নির্ধারিত বিধান।

حَكِيْمًا : এটি فعيل-এর ওযনে صفت مشبه-এর সিগাহ। حكمة থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে। বহুবচনে حُكَمَاءُ অর্থ– মহাপ্রজ্ঞাময়।

دَيْنٌ : ইহা একবচন, বহুবচনে دُيُوْنٌ অর্থ ঋণ।

প্রশ্ন-৪৬ : নিম্নোক্ত আয়াতের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ২৩]

٢٣. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

উত্তর : প্রাথমিক কথা : জাহেলি যুগে যে কোনো সম্পর্কের নারীকে বিয়ে করা বৈধ ছিল। কিন্তু ইসলামি শরিয়াহ ঢালাওভাবে সব নারীকে বিয়ে করার অনুমতি দেয় নি; বরং এ ক্ষেত্রে কতিপয় নারীকে বিয়ে করা হারাম ঘোষণা করেছে।

উৎস : পেশকৃত তাৎপর্যময় আয়াতটি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের 'সূরা নিসা' থেকে চয়নকৃত।

প্রসঙ্গ : প্রশ্নোদ্ধৃত আয়াতে সে সমস্ত নারীদের বিবরণ ও পরিচিতি উপস্থাপন করা হয়েছে, যাদেরকে বিবাহ করা বৈধ নয়।

অনুবাদ : ইরশাদ হচ্ছে–

২৩. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্যে হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের মাতৃবর্গকে, কন্যাদেরকে, ভগ্নিদেরকে, ফুফুগণকে, খালাগণকে, ভ্রাতার কন্যাদেরকে, ভগ্নির কন্যাদেরকে, তোমাদের সেসব মাতাদেরকে, যারা তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছেন, তোমাদের স্তন্য গ্রহণ সম্পর্কিত বোনদেরকে, তোমাদের স্ত্রীদের মাতাগণকে এবং তোমাদের সঙ্গমকৃতা স্ত্রীগণের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যাগণ– যারা তোমাদের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েছে। কিন্তু যদি তাদের সাথে সঙ্গম না করে থাক, তাহলে এরূপ স্ত্রীদের কন্যাদেরকে বিয়ে করতে কোনো দোষ নেই। (আরো নিষিদ্ধ করা হয়েছে) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রগণের স্ত্রীদেরকে এবং দু'বোনকে একত্রে বিয়ে করা। তবে অতীতে যা হয়ে গেছে, আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

উপসংহার : ইসলামের বিধান মানুষের কল্যাণ এবং মর্যাদাকে নিশ্চিত করে। আয়াতে আলোচিত নারীগণকে নীতিগতভাবেই শ্রদ্ধা করতে কিংবা স্নেহ করতে যেখানে মানুষের স্বাভাবিক রুচিবোধ কাজ করে, সেখানে বিবাহের বিষয়টি রুচি ও বিবেক বিরোধী।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : মুহাররামাত কত প্রকার? অথবা, مُحَرَّمَاتِ صِهْرِيَّةِ কারা?

উত্তর : মুহাররামাতের প্রকারভেদ :

যে সব নারীদেরকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ, তাদেরকে مُحَرَّمَاتْ বলা হয়। এরা মোট তিন প্রকার। যেমন–

১. مُحَرَّمَاتِ نَسَبِيَّةِ তথা বংশীয় রক্তধারায় সম্পর্কের কারণে নিষিদ্ধ রমণীগণ। যেমন– মাতাবর্গ, কন্যাবর্গ, ফুফুবর্গ ইত্যাদি।

২. مُحَرَّمَاتِ رَضَاعِيَّةِ তথা কোনো মহিলার স্তন্য-পান সম্পর্কিত নিষিদ্ধ রমণীগণ। যেমন– দুধমাতা, দুধবোন ইত্যাদি।

৩. مُحَرَّمَاتِ صَهْرِيَّةِ তথা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে নিষিদ্ধ রমণীগণ। যেমন– স্ত্রীর মাতাবর্গ, যৌনাচারিত স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর কন্যাগণ ইত্যাদি।

اَقْسَامُ الْمُحَرَّمَاتِ الصِّهْرِيَّةِ :

বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যে সব নারীকে বিয়ে করা হারাম, তাদের তালিকা নিম্নরূপ–

১. স্ত্রীর মাতাগণ। যেমন– وَاُمَّهَاتُ نِسَاءِكُمْ

২. সহবাসকৃতা স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যাগণ। যেমন–

وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِسَاءِ كُمُ الَّتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ.

৩. দুবোনকে একত্রে বিবাহ করা। আল্লাহর বাণী, وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ

৪. ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী। যেমন– وَحَلَائِلُ اَبْنَاءِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ

৫. পিতার স্ত্রী তথা বিমাতা। যেমন– وَلَاتَنْكِحُوْا مَانَكَحَ اٰبَائُكُمْ

৬. পর স্ত্রী যতক্ষণ পরের স্ত্রী থাকে। যেমন কুরআনে আছে– وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

৭. চারজন স্ত্রী বিদ্যমান থাকাবস্তায় ৫ম স্ত্রী গ্রহণ করা। যেমন কুরআনে আছে–

فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ .

প্রশ্ন-২ : আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ বর্ণনা করুন।

উত্তর : আলোচ্য আয়াতে যে সব নারীকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে শরিয়ত বিভিন্ন বিধান প্রবর্তন করেছে। নিম্নে তার কয়েকটি বিধান প্রদত্ত হলো–

১. আবু দাউদ ও নাসায়ী (র) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন, যারা এ বিধান লঙ্ঘন করে, তাদের ব্যাপারে রাসূল (স) মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন এবং তাদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

২. ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, মহানবী (স) বলেছেন, যে মুহাররামাতদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাকে হত্যা কর।

৩. ইমাম আহমদের মতে, مُحَرَّمَاتْ-এর সাথে ব্যভিচারীকে হত্যা করতে হবে ও তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

৪. আবু হানিফা ও শাফেয়ি (র)-এর মতে, তাদের ব্যাপারে যিনার বিধান কার্যকর হবে।

প্রশ্ন-৩ : আল্লাহর বাণী رَبَائِبُ ও حَلَائِلُ অর্থ কী?

উত্তর : رَبَائِبُ-এর বিশ্লেষণ :

ক. আভিধানিক অর্থ : رَبَائِبُ শব্দটি رَبِيْبَةٌ-এর বহুবচন। এটি رُبُوْبِيَّةٌ থেকে গৃহীত হয়েছে। এটি مَرْبُوْبَةٌ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হচ্ছে– পালিত রমণীগণ।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরিয়তের পরিভাষায় رَبِيْبَةٌ বলা হয় بِنْتُ الزَّوْجَةِ مِنْ غَيْرِهٖ তথা স্ত্রীর অন্য স্বামীর কন্যা। যেহেতু এ মেয়েটি আসল পিতার ঘরে লালিত-পালিত হয় নি; বরং মায়ের পরবর্তী স্বামীর ঘরে লালিত পালিত হয়েছে; সেহেতু একে رَبِيْبَةٌ বলা হয়।

▶ حَلَائِلُ-এর বিশ্লেষণ :

ক. আভিধানিক অর্থ : حَلَائِلُশব্দটি حَلِيْلَةٌ-এর বহুবচন; حِلَّةٌ থেকে তার উৎপত্তি হয়েছে। অতএব, حَلَائِلُ-এর অর্থ হবে হালালকৃতা রমণীগণ।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় এখানে حَلَائِلُ الْاَبْنَاءِ দ্বারা ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীগণকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, তারা স্বামীর জন্যে হালাল। এ হিসেবে স্বামীকে حَلِيْلٌ বলা হয়।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

حُرِّمَتْ : সিগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ ماضى مجهول বাব تفعيل মাসদার تَحْرِيْمَ বা حَرَامْ মাদ্দাহ ح.ر.م জিনসে صحيح অর্থ– হারাম করে দেয়া হলো।

اُمَّهَاتٌ : শব্দটি اسم جامد বহুবচন, একবচনে ام ব্যবহৃত হয়। অর্থ– মাতাগণ।

اَخَوَاتٌ : শব্দটি اسم جامد বহুবচন, একবচনে اُخْوَةٌ অর্থ– বোনেরা।

اَرْضَعْنَكُمْ : সিগাহ جمع مؤنث غائب বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْفْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِرْضَاعٌ মাদ্দাহ ر. ض. ع জিনস صحيح আর كم শব্দটি ضمير منصوب متصل অর্থ– তারা তোমাদেরকে দুধ পান করালো।

رَبَائِبُ : শব্দটি ربيبة-এর বহুবচন, ربيب শব্দটি فَعِيْلٌ-এর ওযনে مربوب অর্থে اسم مفعول হিসেবে ব্যবহৃত। অর্থ–প্রতিপালিত সন্তানগণ।

حَلَائِلُ : এটি حليلة-এর বহুবচন, حِلَّةٌ থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে অর্থ– বৈধ রমণীগণ তথা স্ত্রীগণ।

اَصْلَابٌ : اَصْلَابٌ শব্দটি صَلْبٌ-এর বহুবচন। অর্থ–পৃষ্ঠদেশ; আরবদের ব্যবহারে ঔরসজাতকে صَلْبٌ বলা হয়। এ ধরনের বহুবচনকে جمع مكسر বলা হয়।

اَنْ تَجْمَعُوْا : ان শব্দটি حرف ناصبة যাকে مصدرية ও বলা হয়। আর تجمعوا শব্দটি جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ-এর সিগাহ। বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব فتح মাসদার اَلْجَمْعُ মাদ্দাহ ج.م.ع জিনস صحيح অর্থ– তোমরা একত্রিত করবে।

سَلَف : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مَاضِئ مُطْلَقْ مَعْرُوْف فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব نصر মাসদার اَلسَّلَفُ মাদ্দাহ س.ل.ف জিনস صحيح অর্থ– অতীত হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন-৪৭ : নিম্নোক্ত আয়াতের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ২৪-২৫]

٢٤. وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

উত্তর : ভূমিকা : সুন্দরতম জীবন বিধান ইসলাম। নারীদের ব্যাপারে ইসলাম যে ঘোষণা দিয়েছে, তাতে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উৎস : উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় আল-কুরআনুল কারিমের সূরা নিসা থেকে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : মানব ইতিহাসে সত্যিকার কলুষমুক্ত জীবনের দিকনির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামি নীতিমালার কিয়দাংশ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে বিধৃত হয়েছে।

অনুবাদ : ইরশাদ হচ্ছে–

২৪. আর সেই সব রমণীও তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ, যারা সদ্য অন্য কারো বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। অবশ্য সেই সব রমণী এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়; যারা (যুদ্ধে বন্দিনী হিসেবে) তোমাদের হস্তগত হবে। (যেসব স্ত্রীলোক যুদ্ধক্ষেত্র হতে বন্দী হয়ে আসে এবং তাদের কাফির স্বামী যদি দারুল হারবে বা কাফির শত্রুদের দেশে থেকে যায়, তবে এমন স্ত্রীলোকদেরকে গ্রহণ করা হারাম নয়) এটা মহান আল্লাহ্ পাকের বিধান– যা মেনে চলা তোমাদের জন্যে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। এতদ্ব্যতীত আর যত রমণী রয়েছে, নিজেদের ধন-সম্পদের বিনিময়ে তাদের পানি গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে, যদি বিবাহের দুর্গে তাদেরকে সুরক্ষিত কর এবং অবাধ যৌন স্পৃহা পূরণে উদ্যত না হও। অতঃপর দাম্পত্য জীবনের যে স্বাদ তোমরা তাদের দ্বারা উপভোগ কর, তার বিনিময়ে তাদের মহরানা ফরয হিসেবে আদায় কর। অবশ্য মহরানা নির্ধারণের পরে তোমরা পরস্পরের সম্মতিতে মহরানার পরিমাণে কম-বেশি করলে তাতে কোনো দোষ নেই। বস্তুত মহান আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী।

উপসংহার : সামাজিক সম্পর্কের সৌন্দর্য রক্ষায় ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে যে পবিত্রতম সম্পর্ক বিধানসম্মত করেছে, তা সত্যিকারভাবে আজকের জীবন-ব্যবস্থায় প্রতিবিম্বিত হলে মানব-সভ্যতা সত্যিই কলুষমুক্ত হয়ে সত্যিকার মানবতার উন্মেষ হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : نِكَاحٌ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখুন।

উত্তর : نِكَاحٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ: نِكَاحٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. اَلضَّمُّ তথা মিলানো। ২. اَلْجَمْعُ তথা একত্রিত করণ।

৩. اَلْوَطْئُ তথা সহবাস করা। যেমন পবিত্র কুরআনে আছে, لَاتَنْكِحُوْا مَانَكَحَ اٰبَاءُكُمْ

৪. اَلْعَقْدُ তথা বন্ধন। যেমন কুরআনে আছে, فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

৫. اَلرُّشْدُ তথা ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞান।

৬. ইমাম আজম আবু হানিফা (র) বলেন, نِكَاحٌ-এর حَقِيْقِىْ অর্থ হলো সঙ্গম করা, (اَلْوَطْئُ) এবং مَجَازِىْ অর্থ হলো, اَلْعَقْدُ তথা বন্ধন।

৭. ইমাম শাফেয়ি (র)-এর মতে, এর حَقِيْقِىْঅর্থ হলো, اَلْعَقْدُ এবং مَجَازِىْ অর্থ হলো اَلْوَطْئُ

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় নিকাহ এমন একটি বন্ধন, যার দ্বারা পুরুষের জন্যে নারী থেকে স্বাদ উপভোগ তথা যৌন-সম্ভোগ বৈধ হয়।

২. «شَرْحُ الْوَقَايَةِ» গ্রন্থে লেখা হয়েছে, اَلنِّكَاحُ هُوَ عَقْدٌ مَوْضُوْعٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ

৩. আল্লামা ইবনে কুদামাহ (র) বলেন, اَلنِّكَاحُ هُوَ عَقْدُ التَّزْوِيْجِ

৫. فَتْحُ الْقَدِيْرِ প্রণেতা বলেন, هُوَ عَقْدٌ وُضِعَ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ بِالْاُنْثٰى قَصْدًا

৬. আল্লামা শাওকানি (র) বলেন, هُوَ عَقْدٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ يَحِلُّ بِهِ الْوَطْئُ

৭. আল্লামা ফখরুল ইসলাম বলেন–

اَلنِّكَاحُ اِسْمٌ لِلْعَقْدِ الشَّرْعِىِّ الَّذِىْ يُرَتَّبُ عَلَيْهِ اَحْكَامٌ وَمَقَاصِدُ كَحُكْمِ تَمَلُّكِ مُتْعَةِ الْبُضْعِ .

প্রশ্ন-২ : «نِكَاحٌ» বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে কী কী শর্ত?

উত্তর : বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে শর্ত চারটি। যেমন–

১. ইজাব ও কবুল তথা মৌখিক সম্মতি। ২. মহর নির্ধারণ করা।

৩. পর্দা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্যে বিবাহ করা, ব্যভিচারের জন্যে নয়।

৪. বিবাহ বন্ধনের জন্যে সাক্ষী হিসেবে দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা হওয়া অত্যাবশ্যক। সাক্ষী ছাড়া বিবাহ সংঘটিত হয় না। কেননা, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, لَانِكَاحَ اِلَّا بِالشُّهُوْدِ

প্রশ্ন-৩ : اَلْمُحْصَنَاتُ-এর অর্থ কী? এর দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : «مُحْصَنَاتٌ» শব্দের অর্থ : অভিধানবেত্তাদের মতে «مُحْصَنَاتٌ» শব্দটি «مُحْصَنَةٌ» শব্দের বহুবচন। বাবে اِفْعَالٌ থেকে جَمْع مُؤَنَّث-এর সিগাহ। মাসদার اَلْاِحْصَانُ ইহা حِصْن শব্দমূল থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো প্রতিরোধ বা বাধা প্রদান করা।

এখানে উল্লেখ্য যে, দুর্গে অবস্থান করে দুর্গবাসীরা বিরুদ্ধ শক্তিকে প্রতিহত করে বলে আরবিতে দুর্গকে حِصْنٌ বলা হয়। অনুরূপভাবে বিবাহ বন্ধন পুরুষ-মহিলাকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধা প্রদান

করে বলে আরবিতে বিবাহিত পুরুষকে مُحْصِنٌ এবং বিবাহিতা মহিলাকে مُحْصَنَةٌ বলে। তাছাড়া কুরআনে مُحْصَنَاتٌ শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

১. ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ তথা স্বামী আছে এমন মহিলা।

২. اَلْحُرَّةُ তথা স্বাধীন মহিলা, যেমন কুরআনে আছে, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ

৩. اَلْعَفِيْفَةُ তথা চরিত্রবান মহিলা, যেমন কুরআনে আছে, مُحْصَنَاتٌ غَيْرُ مُسَافِحَاتٍ

৪. اَلْمُسْلِمَةُ তথা মুসলিম মহিলা।

اَلْمُرَادُ بِالْمُحْصَنَاتِ فِى الْاٰيَةِ : উপরিউক্ত আয়াতে «اَلْمُحْصَنَاتُ» বলে কী বুঝানো হয়েছে এ নিয়ে মুফাস্‌সিরগণ যে মতানৈক্য করেছেন, তা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

ক. কতিপয় তাফসিরকারের মতে, এখানে «مُحْصَنَاتٌ» দ্বারা ঐ সব রমনীকে বুঝানো হয়েছে যাদের স্বামী আছে। এই অর্থ করলে اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ-এর দুটি অর্থ হয়। যেমন–

১ মহিলার যদি স্বামী বিদ্যমান থাকে এবং তখন যদি অন্য কোনো মানুষের মালিকানায় চলে যায়, তাহলে সে মালিকের জন্যে বৈধ হয়ে যাবে।

২. অথবা مِلْكِ يَمِيْن দ্বারা مِلْكُ النِّكَاحِ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, তোমাদের ওপর ঐ সমস্ত নারী হারাম যাদের স্বামী বিদ্যমান। তবে কথা হলো তাদের মাঝে যদি বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় এবং তোমরা নতুন বিবাহের মাধ্যমে তাদের মালিক হও, তবে তোমাদের জন্যে বৈধ নতুবা বৈধ নয়।

খ. «مُحْصَنَاتٌ» দ্বারা স্বাধীন নারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। যদি আয়াতের এমন অর্থ করা হয়, তবে আল্লাহর বাণী «اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ»-এর দুটি অর্থ হতে পারে। যেমন–

১. সমস্ত স্বাধীন নারী তোমাদের ওপর হারাম, তবে হ্যাঁ, ঐ সংখ্যা যে সংখ্যা আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের মালিকানার জন্যে বৈধ করে দিয়েছেন। আর তা হলো চার।

২. সমস্ত স্বাধীন নারী তোমাদের জন্যে হারাম। তবে হ্যাঁ, যাদের ওপর মহান আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের মালিকানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা অভিভাবক, সাক্ষী এবং ইসলামি শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলির মাধ্যমে।

প্রশ্ন-৩ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

مَلَكَتْ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব ضرب মাসদার مُلُوْكٌ মাদ্দাহ م. ل. ك জিনস صحيح অর্থ– মালিকানাভুক্ত।

مُحْصِنِيْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِبْتِغَاءٌ মাদ্দাহ ح. ص. ن জিনস صحيح অর্থ– বিবাহিত পুরুষগণ।

اِسْتَمْتَعْتُمْ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস مَاضِىْ مَعْرُوْف فِعْلِ اِثْبَاتْ বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِمْتَاعُ মাদ্দাহ م.ت.ع জিনস صحيح অর্থ– তোমরা উপভোগ করেছো।

مُسَافِحِيْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাব مفاعلة মাসদার مُسَافَحَةٌ মাদ্দাহ س.ف.ح জিনস صحيح অর্থ– ব্যভিচারীগণ।

اٰتُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِيْتَاءِ মাদ্দাহ أ. ت. ى জিনস مركب অর্থ– তোমরা প্রদান কর।

প্রশ্ন-৪৮ : নিম্নোক্ত আয়াতের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৩৪ - ৩৫]

٣٤. اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا.

উত্তর : সূচনা : আল্লাহ তা'য়ালা হচ্ছেন মহাপ্রজ্ঞাময়। তাই যার মধ্যে যে ধরনের যোগ্যতা দেয়া দরকার, তা তিনি দিয়েছেন। পুরুষদেরকে নেতৃত্ব ও দেশ পরিচালনার জন্যে এবং নারীদেরকে ঘরে-বাইরে পুরুষের সহযোগিণী করে সার্বিক কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।

উদ্ধৃতি সূত্র : আলোচ্য মহিমান্বিত আয়াতদ্বয় কুরআনুল কারিমের 'সূরা নিসা' থেকে উদ্ধৃত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতে নর ও নারীর কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ ও দায়িত্ব পালনের মৌলিক নীতিমালা এবং দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর করার পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুবাদ : ইরশাদ হচ্ছে–

৩৪. পুরুষগণ নারীদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনকারী ও পরিচালক, এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের একজনকে অন্য জনের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং পুরুষরাই তাদের জন্যে নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে থাকে। অনন্তর সতী-সাধ্বী নারীগণ স্বামীপরায়ণা ও স্বামীদের অবর্তমানে (নিজেদের যৌনাঙ্গ) তদনুযায়ী সংরক্ষণকারিণী যা মহান আল্লাহ সংরক্ষিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

হে পুরুষগণ! তোমরা যেসব স্ত্রীর অবাধ্যতার আশঙ্কা কর (তাদের ব্যাপারে তড়িৎ কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে প্রথমে) তাদেরকে কোমল ভাষায় উপদেশ দাও। (এতে আনুগত্যের গণ্ডিতে না আসলে) অনন্তর তাদের শয়ন শয্যা আলাদা করে দাও এবং সর্বশেষ তাদেরকে মৃদু প্রহার কর। এ পন্থা অবলম্বন করার কারণে স্ত্রীগণ যদি আনুগত্য করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আর কোনো পন্থা অন্বেষণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও মহান।

উপসংহার : দাম্পত্য জীবনে পুরুষের অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য থাকবে; নারী তার সতিত্ব রক্ষা করে চলবে; নারীর উশৃঙ্খলতায় কৌশলে তাকে বশে আনতে হবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিবাদ চরমে পৌঁছলে দ্বিপাক্ষিক সালিশী ব্যবস্তায় প্রয়োজনীয় মীমাংসা গ্রহণ করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : আল্লাহর বাণী, اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ দ্বারা বুঝা যায় নারী নেতৃত্ব আল্লাহর ঘোষণার বিপরীত? এ ব্যাপারে তোমাদের বক্তব্য কী?

উত্তর : নারী নেতৃত্ব প্রসঙ্গ সমাধান :

নারী নেতৃত্বের স্বীকৃতি এ আয়াতের পরিপন্থি। কেননা, এ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা পুরুষদেরকে নারীদের পরিচালক হিসেবে শাশ্বত ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন– اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ তাই নারী নেতৃত্ব ইসলামে সমর্থিত নয়। কেননা, সৃষ্টিগতভাবে তাদেরকে দুর্বল করে তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে তাদের নেতৃত্ব حجات اِسْلَامِىْ-এর পরিপন্থি। তাই রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً

বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে উপমহাদেশে নারী নেতৃত্বের যে প্রভাব চলছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক ও জাতির জন্যে দুর্ভাগ্য। তবে (এটা পিতা, স্বামী বা পূর্ব পুরুষের উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত। মৌলিকভাবে নেতৃত্বের গুণাবলির কারণে নয়)

এখানে উল্লেখ্য যে, নারীরা তাদের মহলে নেতৃত্ব দিতে পারবে। এ অধিকার তাদেরকে দেয়া হয়েছে। যেমন– ইসলাম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে নারী বিষয়ক ক্ষেত্রে তাদের থেকে মন্ত্রী নিয়োগ করা যাবে। তবে শরয়ি পর্দার ভেতরে থাকতে হবে।

আর নারী নেতৃত্ব ইসলামে নিম্নোক্ত কারণে সমর্থিত নয়।

১. মহান আল্লাহ কোনো নবীকে পৃথিবীতে নারী হিসেবে পাঠান নি।
২. সৃষ্টিগতভাবে তাদের দুর্বল করে পাঠানো হয়েছে।
৩. তাদের নেতৃত্ব ইসলামি পর্দা প্রথার বিপরীত।
৪. নারীদের মগজের ওজন পুরুষদের মগজের তুলনায় অনেক অনেক কম।
৫. নারীদের হাড় নরম। নরম হাড় থেকে শক্ত কথা খুব কমই বের হয়, অথচ নেতৃত্বের জন্যে তা অত্যাবশ্যক।
৬. বর্তমান বিশ্বে নারী নেতৃত্বের ভিত্তি হলো পাশ্চাত্য গণতন্ত্র। আর ইসলামে এর কোনো ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন-২ : আল্লাহর বাণী, وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ-এর ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ-এর মর্মার্থ : স্ত্রী যদি অবাধ্য হয়, তাহলে তাকে আনুগত্যে আনার জন্যে দ্বিতীয় পন্থা হিসেবে আল্লাহ তা'য়ালা هِجْرَانِ الْمَضَاجِعِ অর্থাৎ, স্ত্রীদের শয়ন শয্যা আলাদা করে দেয়ার ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। এ ব্যবস্থাটির কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে। যেমন–

১. নারীদের ভিন্ন বিছানায় শয়ন করতে দেবে।
২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, স্বামী-স্ত্রী একই শয্যায় থাকবে। তবে স্বামী-স্ত্রীর দিকে পিঠ করে শয়ন করবে ও সহবাস করবে না।
৩. কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে– শয্যাসঙ্গিনী করবে না এবং কথা-বার্তা পরিত্যাগ করবে।
৪. হযরত আলী ইবনে আবু তালহা (র) বলেন, এর অর্থ হলো– তাদের সাথে সহবাস করবে না।
৫. ইমাম শাফেয়ি বলেন, শয্যা পৃথক করার পাশাপাশি স্ত্রীর সাথে কথা-বার্তাও বন্ধ করে দিতে হবে। তবে তা তিন দিনের বেশি নয়।
৬. ইকরামা (রা) বলেন– তাদের সাথে কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা বন্ধ করে দিতে হবে।
৭. কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, এর অর্থ হলো– তাদেরকে ঘরে আটক করে রাখতে হবে।
৮. তাফসিরে মা'আরেফুল কুরআনে আছে যে, পৃথকতা কেবল বিছানাতেই হবে। বাড়ি বা থাকার ঘর পৃথক করতে হবে না।

মোদ্দাকথা, আলাদা বিছানায় শয়ন নারীদের অসহনীয় ও পীড়াদায়ক। তাদের পরম কামনা হচ্ছে স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হওয়া। যখন সে এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে, তখন তা পাওয়ার জন্যে আনুগত্যের সীমান্তে প্রত্যাবর্তন করবে। বাস্তবিক এটা এক বৈজ্ঞানিক পন্থা। এ পন্থা অনুসরণ করলে নারীরা স্বামীর অনুগত হয়ে যায়।

প্রশ্ন-৩ : আল্লাহ পুরুষদেরকে কেন নারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন?

উত্তর : নারীর ওপর পুরুষের প্রাধান্যের কারণ : আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে দু'শ্রেণী তথা পুরুষ ও নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আবার নারীদের ওপর পুরুষদেরকে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এর কারণ নিম্নে তুলে ধরা হলো–

১. নবুওয়াত, রিসালাত ও খিলাফতের হকদার পুরুষদেরকে করেছেন।
২. নারীদের দ্বীনে ও জ্ঞানে অপূর্ণাঙ্গতা রয়েছে।
৩. সাক্ষ্যদান ও উত্তরাধিকার স্বত্বে পুরুষদের প্রাধান্য রয়েছে।
৪. পুরুষগণই নারীদের জন্যে তাদের অর্থ ব্যয় করে থাকে।
৫. পুরুষদের দৈহিক শক্তি বেশি।
৬. আযান, ইকামাত, খুতবা ইত্যাদিতে পুরুষরাই সম্পৃক্ত থাকে।
৭. হায়েয, ইস্তিহাযা, নিফাসের কারণে নারীরা নির্ধারিত সময় অপবিত্র থাকে, ফলে ইবাদত ও অন্যান্য কাজ-কর্ম পালনে তাদের বিঘ্নতা ঘটে। অন্যদিকে পুরুষের ক্ষেত্রে এমনটির মোটেও সম্ভাবনা নেই।

৮. পুরুষদের মানসিক শক্তি ও সাহস নারীদের তুলনায় অনেক বেশি।
৯. জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যোগ্যতা নারী অপেক্ষা পুরুষই শ্রেষ্ঠ।
১০. নারী হলো পর্দার মধ্যে থাকার বস্তু, সব ক্ষেত্রে তাদের বিচরণ মোটেও সম্ভব নয়। অন্যদিকে পুরুষের ব্যাপারে এমন কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيق করা হলো-

قَوَّامُون : এটি বহুবচন ও مبالغة اِسْمِ فَاعِلْ একবচনে قَوَّامٌ এটি قِيَامٌ শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অর্থ-পরিচালক, কর্তৃত্বের অধিকারী।

فَضَّلَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাব تفعيل মাসদার تَفْضِيْل মাদ্দাহ ف. ض. ل জিনস صحيح অর্থ- তিনি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

قَانِتَاتٌ : সিগাহ جمع مؤنث বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাব نَصَرَ يَنْصُرُ মাসদার قُنُوْتٌ মাদ্দাহ ق. ن. ت জিনস صحيح অর্থ- অনুগতা রমণীগণ।

فَعِظُوْهُنَّ : ف হচ্ছে حرف عطف আর عظوا সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব ضرب يضرب মাসদার وَعْظٌ ও عِظَةٌ মাদ্দাহ و. ع. ظ জিনস مثال واوى আর هن হচ্ছে ضمير منصوب متصل অর্থ- তোমরা স্ত্রীগণকে উপদেশ দাও।

اَلْمَضَاجِعُ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে مضجع বহস اسم ظرف বাব فتح يفتح মাসদার ضَجْعٌ মাদ্দাহ ض. ج. ع জিনস صحيح অর্থ শয়ন শয্যাসমূহ।

فَلَا تَبْغُوْا : ف হচ্ছে حرف عطف আর لَا تَبْغُوْا সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস نهى حاضر معروف বাব ضرب মাসদার اَلْبَغْىُ মাদ্দাহ ب. غ. ى জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমরা খোঁজ করো না, অনুসন্ধান করো না।

اَلنِّسَاءُ : শব্দটি اسم এবং বহুবচন, একবচনে امرأة পদটি جمع من غير لفظ অর্থ-মহিলাগণ, নারীগণ।

نُشُوْزٌ : শব্দটি মাসদার। মাদ্দাহ ن. ش. ز জিনস صحيح অর্থ- অবাধ্য।

سَبِيْلًا : শব্দটি اسم جامد এবং একবচন, বহুবচনে سبل অর্থ- রাস্তা, পথ, পন্থা।

شِقَاقٌ : শব্দটি বাবে مفاعلة-এর মাসদার। মাদ্দাহ ش. ق. ق জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- পরস্পর পৃথক হওয়া, পরস্পর আলাদা হওয়া।

اِبْعَثُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব فتح মাসদার اَلْبَعْثُ মাদ্দাহ ب. ع. ث জিনস صحيح অর্থ- তোমরা প্রেরণ কর, নিযুক্ত কর।

يُوَفِّقُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّوْفِيْقُ মাদ্দাহ وفق জিনস مثال واوى অর্থ-তিনি তাওফিক দিয়েছেন, শক্তি দিয়েছেন।

প্রশ্ন-৪৯ : নিম্নোক্ত আয়াতের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৪৩ –৪৫]

٤٣. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ
حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ
تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا.

উত্তর : **উপক্রমণিকা :** নামায হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার সাথে বান্দার নিরালা কথপোকথন ও সুসম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম মাধ্যম। তাই পাক পবিত্র অবস্থায় মানসিক ভারসাম্যের সাথে নামাযে দাঁড়ানো একান্ত অপরিহার্য।

উৎস : প্রশ্নোদ্ধৃত পবিত্র আয়াতগুলো কুরআনুল হাকিমের 'সূরা নিসা' থেকে উৎকলিত।

বিষয় বস্তু : আলোচ্য আয়াতে মাদকতা মুক্ত অবস্থায় সালাত আদায় এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জনের বিধান আলোচনা করা হয়েছে।

অনুবাদ : ইরশাদ হচ্ছে–

৪৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারে কাছেও যেয়ো না, যে পর্যন্ত না যা তোমরা বল, তার মর্ম অবগত হতে সমর্থ হও। অনুরূপ পথ অতিক্রমকাল তথা সফররত অবস্থা ছাড়া গোসল করা ব্যতীত রতিক্রিয়া জনিত অপবিত্র অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না। আর যদি অসুস্থ হও বা সফরে থাক, অথবা তোমাদের কেউ পেশাব-পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস করে থাক, এমতাবস্থায় পবিত্রতা অর্জনের জন্যে যদি পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। তায়াম্মুম করার সময় মাটি দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ কর। জেনে রাখবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাপরায়ণ।

উপসংহার :

১. মাদকদ্রব্য ব্যবহারে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায় বিধায় তা পরিহার করা উচিত। বিশ্বের মাদকতা বিরোধী অভিযানে উক্ত আয়াতের অনুশীলন অপরিহার্য।

২. আত্মিক পবিত্রতার জন্যে দৈহিক পবিত্রতা অপরিহার্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : তায়াম্মুমের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? তায়াম্মুমের ফরয কয়টি?

উত্তর : تَيَمُّمٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : تَيَمُّمٌ শব্দটি বাবে تَفْعِيْلٌ-এর মাসদার। এটা يَمٌّ ধাতু থেকে নির্গত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. اَلْقَصْدُ তথা সংকল্প করা, যেমন কুরআনে আছে, فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

২. اَلْاِرَادَةُ তথা ইচ্ছা করা; যেমন কুরআনে আছে, وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ

৩. اَلْبَحْرُ তথা সমুদ্র, যেমন কুরআনে আছে, فَاَلْقِيهِ فِى الْيَمِّ

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় তায়াম্মুমের পারিভাষিক অর্থ হলো নিম্নরূপ–

১. ইবনে হাজার আস্‌কালানি (র) বলেন, اَلْقَصْدُ اِلَى الصَّعِيْدِ مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِنِيَّةِ اِسْتِبَاحَةِ الصَّلٰوةِ وَنَحْوِهَا

২. কারো কারো মতে, هُوَ الْقَصْدُ اِلَى الطَّيِّبِ لِلتَّطْهِيْرِ তথা বিকল্প পবিত্রতা অর্জনের জন্যে পবিত্র মাটির সংকল্প করা।

৩. কারো কারো মতে, هُوَ مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِالتُّرَابِ عَلٰى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ।
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট উদ্দেশে মাটি দ্বারা উভয় হাত ও মুখমণ্ডল মাসেহ করাকে তায়াম্মুম বলে।

৪. কেউ কেউ বলেন, هُوَ قَصْدُ الصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَاءِ অর্থাৎ, পানি দুষ্পাপ্য অবস্থায় অথবা পানি ব্যবহারে অসুবিধা থাকা অবস্থায় পবিত্র মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের ইচ্ছাকে তায়াম্মুম বলা হয়।

তায়াম্মুমের فَرَائِض : তায়াম্মুমের ফরয কাজ মোট তিনটি। যেমন–

১. পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা। যেমন– فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا ২. সমস্ত মুখ মাসেহ করা।

৩. উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী, فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ

প্রশ্ন-২ : اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ-এর অর্থ কী? অপবিত্র ব্যক্তির মসজিদ অতিক্রম করা বৈধ কি-না?

উত্তর : اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ-এর মর্মার্থ : عابرين অর্থ– অতিক্রমকারী আর سَبِيْلٌ শব্দের অর্থ– রাস্তা। অতএব, উভয়ের সমন্বিত অর্থ হচ্ছে, রাস্তা অতিক্রমকারী পথিকগণ।

আয়াতে اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে, সে ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম থেকে দুটি মত পাওয়া যায়।

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ জায়েয নেই। অবশ্য যদি অতিক্রম করার রাস্তা মসজিদের ভেতর দিয়ে হয় এবং এ পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ না থাকে, তাহলে গমন বৈধ।

২. কতিপয় সাহাবি বলেন, عَابِرِىْ سَبِيْلٍ দ্বারা মুসাফির উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, মুসাফির অবস্তায় গোসল ফরয হলে পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করতে পারবে।

৩. ইবনে জারির (রা)-এর মতে, 'বিষয়টি কতিপয় আনসার সাহাবির উদ্দেশে নাযিল হয়েছিল, যাদের যাতায়াতের পথ ছিল মসজিদের মধ্য দিয়ে।'

৪. ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ اَىْ تَمُرُّبِهٖ مَرًّا وَلَا تَجْلِسُ

অপবিত্র ব্যক্তির মসজিদ অতিক্রম করার হুকুম : জুনুব তথা সঙ্গম বা স্বপ্নদোষ জনিত অপবিত্র ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে কিনা, সে ব্যাপারে ফকীহদের মতামত এই–

১. ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, জুনুবী মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না। অবশ্য পবিত্রতা হাসিলের জন্যে পানি মসজিদের গণ্ডির মধ্যে হলে বা যাতায়াতের পথ মসজিদের ভেতর দিয়ে হলে ভিন্ন কথা।

দলিল : وَلَا جُنُبًا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا

২. একদল আলেমের মতে, সাধারণতঃ তায়াম্মুম করে মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে।

৩. ইমাম মালিক ও শাফেয়ি (র) বলেন যে, জুনুবি মসজিদ দিয়ে অতিক্রম করতে পারবে, তবে অবস্থান করতে পারবে না। দলিল–

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : نَاوِلِنِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ اِنِّىْ حَائِضٌ فَقَالَ اِنَّ حَيْضَتُكِ لَيْسَتْ فِىْ يَدِكِ.

৪. ইবনে মাসউদ, আনাস ইবনে মালিক, হাসান বসরি প্রমুখের মতে, অপবিত্র অবস্তায় মসজিদে প্রবেশ করা বৈধ নয়। তবে কোনো কাজের প্রয়োজনে যাতায়াত করতে বাধ্য হলে বৈধ।

প্রশ্ন-৩ : এ আয়াতে صَلَاةٌ দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

উত্তর : صَلَاةٌ দ্বারা কী উদ্দেশ্য : মহান আল্লাহর বাণী, لَاتَقْرَبُوا الصَّلَاةَ-এর মধ্যে اَلصَّلَاةُ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। যেমন–

১. ইমাম আজম আবু হানিফা (র)-এর মতে, এখানে اَلصَّلَاةُ দ্বারা মূল নামাযকে বুঝানো হয়েছে।

২. ইমাম শাফেয়ি (র)-এর মতে, এখানে اَلصَّلَاةُ দ্বারা নামাযের স্থান তথা মসজিদকে বুঝানো হয়েছে।

৩. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন– প্রথম মতামতটি অধিক শক্তিশালী।

প্রশ্ন-৪ : আল্লাহর বাণী, «اَلَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ» দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : اَلَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহর বাণী, اَلَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ অর্থাৎ, যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে। এখানে কিতাবের অংশ প্রাপ্তকারী হিসেবে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে দু'টো বক্তব্য পাওয়া যায়।

১. ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতে ইহুদি দু'জন পণ্ডিতের কথা বলা হয়েছে। যারা গোপনে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর নিকট আসা-যাওয়া করত।

২. কোনো কোনো মুফাস্‌সিরীনে কিরামের মতে, এ আয়াত দ্বারা ইহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন-৫ : পথভ্রষ্টতা ক্রয় করা দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

উত্তর : পথভ্রষ্টতা ক্রয় করা দ্বারা উদ্দেশ্য :

আলোচ্য আয়াতে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করা দ্বারা নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য হতে পারে–

১. ইহুদিরা সত্যের পথ ছেড়ে গোমরাহীর পথ ধরেছিল পার্থিব স্বার্থের জন্যে। এ বিষয়টিকে আল্লাহ তা'য়ালা রূপক অর্থে 'পথভ্রষ্টতা ক্রয়' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

২. অথবা, এর অর্থ হবে, "اِسْتِبْدَالُ الضَّلَالَةِ بِالْهُدٰى" তথা হেদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা গ্রহণ করা।

৩. অথবা, সাধারণ ইহুদিগণ তাদের পণ্ডিতদেরকে কিছু মাল দিত এবং বলত যে, আপনারা আমাদের ইহুদি ধর্ম রক্ষা করুন। এটা তাদের মাল দ্বারা পথভ্রষ্টতা খরিদের নামান্তর ছিল।

প্রশ্ন-৬ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

لَا تَقْرَبُوْا : সিগাহ حَاضِرْ مُذَكَّرْ جَمْع বহস نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ و كرم মাসদার قَرَابَةٌ মাদ্দাহ ق. ر. ب জিনস صحيح অর্থ– তোমরা নিকটবর্তী হয়ো না, কাছে যেয়ো না। যেমন আল্লাহর বাণী–

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى.

سُكَارٰى : সিফাতের সিগাহ ও বহুবচন। একবচনে سكرى ও سكرة মাদ্দাহ س. ك. ر জিনস صحيح অর্থ– নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ।

عَابِرِىْ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাব نصر মাসদার عُبُوْرٌ মাদ্দাহ ع. ب. ر জিনস صحيح মূলে عابرين ছিল। ইযাফতের কারণে ن বিলুপ্ত হয়েছে। অর্থ– পথচারীগণ, অতিক্রমকারীগণ।

مَرْضٰى : এটি সিফাতের সিগাহ ও বহুবচন। একবচনে مريض মাদ্দাহ م. ر. ض জিনস صحيح অর্থ– অসুস্থগণ।

لَامَسْتُمْ : সিগাহ حَاضِرْ مُذَكَّرْ جَمْع বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাব مفاعلة মাসদার مُلَامَسَةٌ মাদ্দাহ ل.م.س জিনস صحيح অর্থ– তোমরা স্পর্শ করলে, অঙ্গাঙ্গি জড়াজড়ি করলে।

فَتَيَمَّمُوْا : সিগাহ حَاضِرْ مُذَكَّرْ جَمْع বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব تفعل মাসদার تَيَمُّمْ মাদ্দাহ ى. م. م জিনস مضاعف ثلاثى ও متعل فاء অর্থ– তোমরা ইছা কর।

اَمْسَحُوْا : সিগাহ حَاضِرْ مُذَكَّرْ جَمْع বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব فتح মাসদার اَلْمَسْحُ মাদ্দাহ م . س . ح জিনস صحيح অর্থ– তোমরা মাসেহ কর।

প্রশ্ন-৬৯ : নিম্নোক্ত আয়াত সমূহের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১৬৩-১৬৫]

١٦٣. إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.

١٦٤. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا.

١٦٥. رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.

উত্তর : সূচনা : মানবীয় জ্ঞান সসীম। তদ্দারা সব সমস্যার নির্ভুল সমাধান সম্ভব নয়। এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা অগণিত নবীর মাধ্যমে প্রত্যাদেশ বাণীর ব্যবস্থা করেছেন। আর এ ওহির ধারা সমাপ্ত হয় প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে।

উৎস : আলোচ্য আয়াতে কারিমাসমূহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের 'সূরা নিসা' থেকে উদ্ধৃত।

বিষয়বস্তু : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহির ধারাক্রম, উহার প্রয়োজনীয়তা এবং রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

অনুবাদ : ইরশাদ হচ্ছে–

১৬৩. হে রাসূল! আমি আপনার নিকট মানুষের হেদায়াতের জন্যে ওহি প্রেরণ করেছি, যেভাবে ইতিপূর্বে নূহ ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহি পাঠিয়েছিলাম। আরো ওহি পাঠিয়েছিলাম ইবরাহিম (আ), ইসমাঈল (আ), ইসহাক (আ), ইয়াকুব (আ)ও তাঁর পুত্র-পৌত্রগণ, ঈসা (আ), আইউব (আ), ইউনুস (আ), হারূন (আ) ও সুলায়মান (আ)-এর প্রতি। আর আমি দাউদ (আ)-কে যাবুর কিতাব প্রদান করেছি।

১৬৪. হে মুহাম্মদ (স)! এরূপ আরো অনেক নবীকেই আপনার পূর্বে প্রেরণ করেছি, যাদের অনেকের বর্ণনা ইতিপূর্বে আপনার নিকট দিয়েছি, আর এমন অনেক রাসূল পাঠিয়েছি, যাদের বিবরণ আপনার কাছে দেই নি। আর আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ)-এর সাথে বাক্যালাপ করেছেন।

১৬৫. আমি মানব জাতির মুক্তির জন্য রাসূলগণকে সুসংবাদ দানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি; যাতে করে রাসূল প্রেরণের পর লোকজনের জন্যে আল্লাহর ওপর কোনো আপত্তি তুলতে সুযোগ না থাকে। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়।

উপসংহার : মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান প্রসূত সিদ্ধান্ত অনুসরণ না করে মহা বিজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত ওহির অনুসরণ এবং ওহির ধারক নবী কারিম (স)-এর আদর্শ অনুসরণ করার মধ্যেই রয়েছে সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির নিশ্চয়তা।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : ওহি কাকে বলে? এবং ওহি কত প্রকার?

উত্তর : اَلْوَحْيُ পরিচিতি

ক. আভিধানিক অর্থ : وَحْيٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ يَضْرِبُ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– ১. গোপনে জানিয়ে দেয়া, ২. ইঙ্গিত করা, ৩. অন্তঃকরণে ভাব সৃষ্টি করা, ৪. প্রেরণ করা (To send), ৫. কাষ্ঠ ফলকে বা কাগজে লিখন। এ শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায়, فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. আল্লামা আলী সাহারানপুরী বলেন, هُوَ كَلَامُ اللهِ الْمُنَزَّلُ عَلَىٰ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ
অর্থাৎ, নবীদের ওপর আল্লাহর অবতারিত বাণীকে ওহি বলা হয়।

২. আল্লামা কাস্তালানী (র) বলেন, هُوَ اَعْلَامُ اللهِ اَنْبِيَائِهِ اَحْكَامِهِ
অর্থাৎ, গোপনে নবীদেরকে জানানোর নাম ওহি।

৩. আল-মু'জামুল ওয়াসিত প্রণেতা বলেন, هُوَ مَا يُوْحِيْهُ اللهُ اِلَى اَنْبِيَائِهِ

৪. ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, اَلْوَحْىُ هُوَ اِعْلَامٌ بِالشَّرْعِ

▶ اَقْسَامُ الْوَحْيِ (**ওহির প্রকারভেদ**) : ওহি প্রথমত দু'প্রকার। যেমন–

১. وَحْيِ مَتْلُوْ তথা পঠিত ওহি। যেমন– কুরআন।

২. وَحْيِ غَيْرِ مَتْلُوْ তথা অপঠিত ওহি। যেমন– হাদিস।

ওহি আবার দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা–

১. وَحْيِ جَلِيْ তথা প্রকাশ্য ওহি। যেমন– কুরআন ও হাদিস।

২. وَحْيِ خَفِيْ তথা গোপনীয় ওহি। যেমন– নবীর ইজতিহাদ।

নবীদের প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির ধরন হিসেবে ওহি তিন প্রকার। যথা–

১. নবীদের সরাসরি আল্লাহর শাশ্বত বাণী শ্রবণ করা। যেমন– মুসা (আ)-এর শ্রবণ।

২. ফিরিশতার মাধ্যমে ওহি অবতরণ করা।

৩. নবীর অন্তকরণে বিষয়বস্তুর ভাব সৃষ্টি করা। যেমন– রাসূল (স) ইরশাদ করেন, اِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِىْ رُوْعِىْ

ওহি আবার দুপ্রকার। যথা–

১. পার্থিব গঠনমূলক ওহি। ২. আইন সম্পর্কিত ওহি।

প্রশ্ন-২ : ওহি নাযিল পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

উত্তর : ওহি নাযিল হওয়ার প্রক্রিয়া :

আল্লামা সুহাইলি বলেন, ওহি অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি মোট সাতটি। যেমন–

১. স্বপ্নযোগে ওহি-এর আগমন। যেমন আয়েশা (রা) বলেন, اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ مِنَ الْوَحْىِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

২. ঘণ্টা ধ্বনির ন্যায় ওহি-এর আগমন। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী, اَحْيَانًا يَاتِيْنِىْ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ

৩. ওহির বিষয়বস্তু অন্তকরণে দেয়া। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী, اِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِىْ رُوْعِىْ

৪. মানবাকৃতিতে আগত জিবরাঈলের মাধ্যমে ওহির অবতরণ।

৫. জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে ওহির অবতরণ।

৬. পর্দার আড়াল হতে আল্লাহ তায়ালার নবীদের সাথে কথোপকথন।

৭. কোনো কোনো সময় ইসরাফিল (আ)-এর মাধ্যমে ওহি অবতরণ।

প্রশ্ন-৩ : নবী-রাসূল ব্যতীত অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ওহির মর্মার্থ কী?

উত্তর : নবী-রাসূল ব্যতীত অপরাপর ক্ষেত্রে ওহির মর্মার্থ : নবী ও রাসূল ব্যতীত অন্য কারো নিকট ওহি আসে না। তবে غَيْرُ الْاَنْبِيَاءِ-এর নিকট 'ইলহাম' আসে। পবিত্র কুরআনে নবীগণ ব্যতীত অন্যান্যদের ব্যাপারে وَحْىٌ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সেখানে ওহি শব্দটি ইলহাম অর্থে ধরা হবে। যেমন–

١. وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ.

٢. اَوْحٰى رَبُّكَ النَّحْلَ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا.

প্রশ্ন-৪ : সর্বপ্রথম মুহাম্মদ (স)-এর ওপর কখন ওহি নাযিল হয়েছিল?

উত্তর : ওহি নাযিলের সময় : আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স)-এর ওপর সর্বপ্রথম স্বপ্নযোগে ওহি আসে। যেমন তিনি বলেন, اَوَّلَ مَا بُدِئَ بِهٖ الْوَحْىُ بِالرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ এটা ছিল আনুমানিক ৬০৮ সালে-এর শেষ দিকে।

পরবর্তীতে রাসূল (স)-এর বয়স যখন ৪০ বছর তখন ৬১০ সালে তিনি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাকালে জিবরাইল (আ) তাঁর কাছে সরাসরি ওহি নিয়ে আসেন। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে তা ছিল সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত।

প্রশ্ন-৫ : تَحْقِيْقْ করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْقْ করা হলো–

اَوْحَيْنَا : সিগাহ جمع متكلم বহস مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْحَاءٌ মাদ্দাহ و-ح-ى জিনস لفيف مفروق অর্থ– আমরা ওহি পাঠিয়েছি।

اَلْاَسْبَاطُ : اَسْبَاطٌ শব্দটি سَبْطٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ– পৌত্র ও দৌহিত্রগণ, বংশধরগণ ও গোত্রের লোকগণ।

زُبُوْرٌ : এটি فعول ওযনে মাফউলের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা زَبْرٌ থেকে উৎকলিত। زَبُوْر অর্থ হলো كُتِبَتْ এটা দাউদ (আ)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরার সংখ্যা ছিল মোট একশত পঞ্চাশ। প্রত্যেকটি زَبُوْر-এর মধ্যে শুধুমাত্র, ثَنَاء ও حَمْدْ تَسْبِيْح، تَقْدِيْس সম্পর্কে আলোচনা ছিল। কোনো প্রকার হালাল-হারামের আলোচনা ছিল না।

قَصَصْنَا : সিগাহ جمع متكلم বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব نصر মাসদার اَلْقَصَصُ মাদ্দাহ ق- ص-ص জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আমরা বর্ণনা করলাম।

رُسُلًا : এটি বহুবচন। একবচনে رسول অর্থ– দূতগণ, বার্তাবাহকগণ।

كَلَّمَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَكْلِيْمٌ মাদ্দাহ ك-ل-م জিনস صحيح অর্থ– তিনি কথা বললেন।

مُبَشِّرِيْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাব تفعيل মাসদার تَبْشِيْرٌ মাদ্দাহ ب-ش-ر জিনস صحيح অর্থ– সুসংবাদ দাতাগণ।

اٰتَيْنَا : সিগাহ جمع متكلم বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মাদ্দাহ أ- ت-ى জিনস مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– আমরা প্রদান করেছি।

تَكْلِيْمًا : এটি বাব تفعيل-এর মাসদার। মাদ্দাহ ك-ل-م জিনস صحيح অর্থ– কথোপকথন, আলোচনা, কথাবার্তা।

مُنْذِرِيْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلنَّذْرُ মাদ্দাহ ن-ذ-ر জিনস صحيح অর্থ– ভীতি প্রদশর্নকারীগণ।

প্রশ্ন-৭০ : নিম্নোক্ত আয়াতের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১৭৬]

١٧٦. يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ، وَ اِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّ نِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا، وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

উত্তর : ভূমিকা : মৃত্যুকালে মানুষ পৃথিবীতে যে সমস্ত ধন-সম্পদ রেখে যায়, এসব সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন-পদ্ধতি ইসলাম ঘোষণা করেছে। মৃতের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বণ্টন ব্যবস্থা সাব্যস্ত হয়। নিঃসন্তান ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির বণ্টন পদ্ধতি নিয়েই আমাদের আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা।

উৎস : প্রশ্নে বর্ণিত আয়াতটি পবিত্র কুরআনের 'সূরা নিসা'-এর শেষাংশ হতে চয়িত।

বিষয়বস্তু : এখানে নিঃসন্তান ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অনুবাদ : ইরশাদ হচ্ছে–

১৭৬. (হে নবী!) লোকজন আপনার নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করে, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে কালালাহ তথা নিঃসন্তান সম্পর্কে সমাধান দিচ্ছেন যে, যদি কেউ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার একজন মাত্র বোন থাকে, তবে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। আর এ ব্যক্তিও তার বোনের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী হবে, যদি ভগ্নির কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি মৃত ব্যক্তির বোন দুজন বা ততোধিক হয়, তবে তারা তার ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে। যদি ভাইবোন কয়েকজন হয়, তবে একজন পুরুষ পাবে দুজন নারীর অংশের সমান। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জন্যে মীরাসের বিধান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সমধিক পরিজ্ঞাত।

উপসংহার : কালালা তথা নিঃসন্তান ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন সংক্রান্ত উল্লিখিত বিধান সকলের মেনে চলতে হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল লিখুন।

উত্তর : আয়াতের শানে নুযুল : উপরিউক্ত আয়াতটি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)-এর শানে নাযিল হয়। জাবের (রা) বলেন, আমি রুগ্ন ছিলাম। আমাকে দেখার জন্যে নবী কারিম (স) ও আবু বকর (রা) এমন সময় এসেছিলেন যে, তখন আমি বেহুশ অবস্থায় ছিলাম। রাসূল (স) অযু করলেন এবং অবশিষ্ট পানি আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। এতে আমার হুঁশ ফিরে এলো। আমি রাসূল (স)-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! কীভাবে আমি আমার সম্পদ বণ্টন করবো? রাসূলুল্লাহ (স) কোনো উত্তর দেন নি। এরপর উপরিউক্ত আয়াত নাযিল হয়।

প্রশ্ন-২ : اَلْكَلَالَةُ শব্দের অর্থ কী? বর্ণনা করুন।

উত্তর : اَلْكَلَالَةُ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ :

১. اَلْكَلَالَةُ শব্দটি বাবে تَفْعِيْلٌ-এর মাসদার। ইহা اِكْلِيْلٌ শব্দ হতে উৎকলিত। এর অর্থ হলো– বেষ্টন করা। আরবি ভাষায় اِكْلِيْلٌ বলা হয় ঐ টুপিকে, যা মাথার চারিপাশ ঘিরে রাখে। এখানে নিঃসন্তান মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে كَلَالَةٌ বলা হয়েছে। কেননা, মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান না থাকায় তার চারিপাশের আত্মীয়-স্বজন তথা ভাইবোনেরা সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়।

২. كَلَالَةٌ শব্দের অর্থ– দুর্বল।

৩. অধিকাংশ অভিধানবেত্তার মতে, كَلَالَةٌ শব্দটি বাবে تَفَعُّلٌ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- تَطَرُّفٌ।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. জমহুর ওলামার মতে, اَلْكَلَالَةُ اِسْمٌ لِلْمَيِّتِ الَّذِىْ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ ذَكَرًا كَانَتِ الْمَيِّتُ اَوْ اُنْثٰى অর্থাৎ, كَلَالَةٌ ঐ মৃত ব্যক্তিকে বলে, যার পিতা-মাতা এবং সন্তান-সন্ততি নেই। চাই সে ব্যক্তি পুরুষ হোক বা মহিলা হোক।

২. শিয়া সম্প্রদায়ের মতে, اَلْكَلَالَةُ هُوَ مَنْ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَاِنْ كَانَ لَهٗ جِدٌّ

৩. হযরত আতা বলেন, اِنَّهٗ اِسْمٌ لِلْمَالِ الْمَوْرُوْثِ اِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ

৪. কোনো কোনো তাফসিরকার বলেন, اَلْوَرَثَةُ هُمُ الْكَلَالَةُ اِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَالِدٌ وَلَا وَلَدٌ

৫. হযরত আবু বকর (রা) বলেন, مَنْ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ فَهُوَ الْكَلَالَةُ

প্রশ্ন-৩ : হযরত ঈসা (আ)-কে মাসিহ বলার কারণ কী?

উত্তর : হযরত ঈসা (আ)-কে মাসিহ বলার কারণ : হযরত ঈসা (আ)-কে 'মাসিহ' বলার পেছনে কয়েকটি কারণ নিহিত আছে বলে মনীষীগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা–

১. কারো মতে, 'মাসহ' থেকে 'মাসিহ' হয়েছে। যার অর্থ জমিনে ভ্রমণ করা। তিনি যেহেতু জমিনে ভ্রমণ করতেন সেজন্যে তাকে মাসিহ বলা হয়।

২. কেউ বলেন, তিনি রুগিকে মুছে দিলে ভালো হয়ে যেত বলে তাঁকে মাসীহ বলা হয়।

৩. কারো মতে, তিনি তৈল মালিশ করতেন বলে তাকে মাসীহ করে নামকরণ করা হয়।

৪. ইবনুল আরাবী (র) বলেন, মাসিহ অর্থ– বন্ধু। এটা পবিত্র কুরআনের পরিভাষা।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْقْ করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْقْ করা হলো–

يَسْتَفْتُوْنَكَ : এখানে ك বর্ণটি ضمير منصوب متصل আর সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غائب বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِفْتَاءُ মাদ্দাহ ف-ت-ى জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা আপনার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে।

قُلْ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حاضر বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব نصر মাসদার اَلْقَوْلُ মাদ্দাহ ق-و-ل জিনস اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– আপনি বলে দিন।

يُفْتِيْكُمْ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِفْتَاءُ মাদ্দাহ ف-ت-ى জিনস ناقص يائى এখানে كم শব্দটি ضمير منصوب متصل অর্থ– তিনি তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন।

يَرِثُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ فعل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضرب মাসদার اَلْوَرَثُ মাদ্দাহ و-ر-ث জিনস مثال واوى অর্থ– সে উত্তরাধিকারী হলো।

تَرَكَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব نصر মাসদার اَلتَّرْكُ মাদ্দাহ ت-ر-ك জিনস صحيح অর্থ– সে পরিত্যাগ করেছে।

حَظٌّ : শব্দটি اسم جامد ও একবচন, এর কয়েকটি বহুবচন হতে পারে। যেমন– اَحْظَظُ ও حِظَاظٌ ও حُظُوْظٌ অর্থ– অংশ, ভাগ।

يُبَيِّنُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -বহস فعل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْلْ মাসদার اَلتَّبْيِيْنُ মাদ্দাহ ب-ى-ن জিনস اجوف يائى অর্থ– সে বর্ণনা করতেছে।

تَضِلُّوْا : শব্দটি মূলে ছিল تَضِلُّوْنَ সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাবে ضرب মাসদার اَلضَّلَالَةُ মাদ্দাহ - ض-ل-ل জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা পথভ্রষ্ট হবে।

৩. সুরাতুল আনফাল

প্রশ্ন-৭৯ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন ।[আয়াত নং ১-৫]

١. يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

٢. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

উত্তর : সূচনা : যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উৎস। আর এ উৎস থেকেই মুজাহিদদেরকে অংশ দেয়া হয়, সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় কল্যাণে ব্যয় করা হয়। এটি ইসলামের বিধান এটি কোনো মাল নয়।

উৎস : আলোচ্য আয়াতগুলো মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের যুদ্ধ-নীতি সম্বলিত সূরা 'আল-আনফালের' অন্তর্গত।

বিষয়বস্তু : আলোচ্য আয়াতগুলোতে যুদ্ধলব্ধ মাল তথা গনিমতের মাল; এ সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা, তার বণ্টননীতি ও মু'মিনদের বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুবাদ : ইরশাদ হচ্ছে–

১. হে নবী! লোকেরা আপনাকে গনিমতের মালের বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। আপনি বলে দিন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (স)-এর জন্যে। সুতরাং, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং যাবতীয় হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন করে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তোল। আর যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক, তবে আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর আনুগত্য কর।

২. প্রকৃত মু'মিন তো তারাই, যাদের অন্তর আল্লাহর নাম স্মরণের সময় প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। যখন তাদের নিকট আল্লাহর আয়াতাবলি পাঠ করে শুনানো হয়, তখন তাদের ঈমানি শক্তি বৃদ্ধি পায়, আর তারা নিজেদের প্রতিপালকের ওপর সর্বাবস্থায় ভরসা রাখে।

উপসংহার : আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পারস্পরিক কোনো হিংসা-বিদ্বেষ করা ঈমানের পরিপন্থী। আর সর্বদা আল্লাহর ভালোবাসায় উজ্জীবিত হয়ে আল্লাহর স্মরণে আপ্লুত থাকা আবশ্যক।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : اَنْفَالُ অর্থ কী? اَنْفَالُ বণ্টনের পদ্ধতি বর্ণনা করুন?

উত্তর : نَفْلٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : نَفْلٌ শব্দটি একবচন। বহুবচনে اَنْفَالُ। এর আভিধানিক অর্থ– اَلزِّيَادَةُ তথা অতিরিক্ত বস্তু। যেমন কুরআনের বাণী, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَكَ

খ. পারিভাষিক অর্থ : نَفْلٌ-এর শরয়ি সংজ্ঞা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। যথা–

১. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, গনিমতের মালকেই نَفْلٌ বলা হয়।

২. ইবনে কাসির (র) বলেন, مَالِ فَيْءٍ তথা বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদকে نفل বলা হয়।

৩. ফুকাহায়ে কেরামে মতে, গনিমতের মাল বণ্টন করার পর যোদ্ধাদেরকে অতিরিক্ত যা কিছু দেয় হয়, তাকেই نَفْلٌ বলা হয়।

৪. কতিপয় মুফাস্সিরের মতে, سَرِيَّةٌ প্রেরণ করার ফলে যে সম্পদ হস্তগত হয়, তাকেই نفل আর غَزْوَةٌ-এর মাধ্যমে অর্জিত সম্পদকে غَنِيْمَةٌ বলা হয়।

৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, যুদ্ধের পূর্বে দলনেতা কর্তৃক ঘোষিত পুরস্কারকে نَفْلٌ বলা হয়।

আয়াতে اَنْفَالٌ-এর মর্মার্থ : نَفْلٌ-এর সংজ্ঞা নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও অত্র আয়াতে সর্বসম্মতিতে اَنْفَالٌ দ্বারা গনিমতের মাল বুঝানো হয়েছে।

কেননা, পূর্ববর্তী লোকদের জন্যে গনিমতের মাল হালাল ছিলো না। আল্লাহ এ উম্মতের জন্যে অতিরিক্ত হিসেবে গনিমতকে হালাল করেছেন। তদুপরি এটা মুজাহিদদের প্রকৃত পাওনার অতিরিক্ত পাওনা। তার বাস্তব পাওনা হচ্ছে– পরকালের সাওয়াব। এদিক দিয়েই গনিমতের মালকে اَنْفَالٌ বলা হয়েছে।

حُكْمُ الْاَنْفَالِ/اَنْفَالٌ বন্টনের পদ্ধতি বা বিধান :

اَنْفَالٌ দ্বারা যদি গনিমতের মাল উদ্দেশ্য করা হয়, তবে তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (স)-এর জন্যে। আর অবশিষ্ট সম্পদ অশ্বারোহী ও পদচারী যোদ্ধাদের মাঝে দুভাগ ও একভাগ করে বণ্টন করা হবে। যেমন– «وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ»

আর اَنْفَالٌ দ্বারা অতিরিক্ত পুরস্কার উদ্দেশ্য হলে, তা ইমামের আয়ত্তাধীন থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে কাউকে অতিরিক্ত কিছু দিতে পারেন।

প্রশ্ন-২ : اَلْغَنِيْمَةُ অর্থ কী? উহার হুকুম কী? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

উত্তর : غَنِيْمَةٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : غَنِيْمَةٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে غَنَائِمُ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. وَجِدَانُ الشَّيْءِ مَجَّانًا তথা বিনা প্রচেষ্টায় কোনো জিনিস পাওয়া।

২. اَلرِّبْحُ তথা লাভ। ৩. اَلْفَائِدَةُ তথা উপকারিতা।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. শরহে বেকায়াহ প্রণেতা বলেন, هُوَ اِسْمٌ لِمَا يُنَالُ مِنَ الْكُفَّارِ عُنْوَةً بِقُوَّةِ الْغُزَاةِ
অর্থাৎ, যোদ্ধাদের শক্তি বলে কাফিরদের থেকে জোরপূর্বক যে সম্পদ পাওয়া যায়, তাকে গনিমত বলা হয়।

২. কারো কারো মতে, اَلْغَنِيْمَةُ هُوَ مَا يُوْجَدُ مِنْ مُخَالِفِ الْاِسْلَامِ بِالْقِتَالِ অর্থাৎ, যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম বিরোধীদের থেকে যে সম্পদ পাওয়া যায়, তাকে গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বলা হয়।

প্রশ্ন-৩ : গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের পদ্ধতি কী?

উত্তর : গনিমতের বণ্টন পদ্ধতি : গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ **সম্পদকে প্রথমত** পাঁচভাগ করে একভাগ আল্লাহর জন্যে, রাসূল (স) ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকীন ও মুসাফিরদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী–

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ. اَلْاٰيَةُ.

আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর অংশ : গনিমতের এক পঞ্চমাংশ রাসূল (স), তাঁর নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের মাঝে বণ্টিত হবে।

মূলত এ পদ্ধতি মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগে কার্যকর ছিল। কিন্তু রাসূল (স) ও তাঁর নিকটাত্মীয়দের অবর্তমানে তাদের অংশ বণ্টনে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়।

ইমাম শাফেয়ি (র)-এর মতে, বর্তমানে রাসূল (স)-এর অংশ ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধান পাবেন। কেননা, তিনি রাসূল (স)-এর উত্তরসূরী।

ইমাম মালেক (র)-এর মতে, রাসূল (স) ও তাঁর নিকটাত্মীয়ের অংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে।

ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে, এ অংশ শুধু এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের মাঝে বণ্টিত হবে।

অবশিষ্ট চারভাগ বন্টন পদ্ধতি :

ইমামত্রয়, ইসহাক ও সুফিয়ানের অভিমত : ইমাম শাফেয়ি, আহমদ, মালিক, ইসহাক, সুফিয়ান সাওরি প্রমুখের মতে, উল্লিখিত ৪ ভাগের ৩ ভাগ পাবে অশ্বারোহী, আর একভাগ পাবে পদাতিক।

দলিল : তাঁদের দলিল– عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ اَسْهَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ اَسْهُمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ

আহনাফের অভিমত : হানাফিদের মতে, উল্লিখিত ৪ ভাগ গনিমতকে সমান তিনভাগ করে দুভাগ অশ্বারোহ এবং একভাগ পদাতিকের জন্যে।

দলিল : তাদের দলিল হচ্ছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ جَعَلَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ.

প্রশ্ন-৪ : اَلْاِيْمَانُ অর্থ কী? اَلْاِيْمَانُ-এর মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় কী?

উত্তর : اِيْمَانٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : اِيْمَانٌ শব্দটি বাবে اِفْعَالٌ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. বিশ্বাস করা। (belive in) ২. স্বীকৃতি দেয়া। ৩. নির্ভর করা (To depend on)

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. ইমাম গায্যালি (র) বলেন, اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ ﷺ بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ
অর্থাৎ, নবী কারিম (স) যা নিয়ে এসেছেন সব কিছুর সত্যতা জ্ঞাপন করত বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়।

২. জমহুরে ওলামা বলেন, هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْاَقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْاَرْكَانِ
অর্থাৎ, আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও কার্যের বাস্তবরূপকে ঈমান বলা হয়।

৩. আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন, اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْاَقْرَارُ بِاللِّسَانِ فَقَطْ

৪. আল্লামা মুহিবুল্লাহ বিহারি (র) বলেন–

هُوَ التَّصْدِيْقُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَالنَّبِيِّ ﷺ وَالْاٰخِرَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ.

৫. কেউ কেউ বলেন, هُوَ التَّصْدِيْقُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى فَقَطْ

ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় কী? :

১. ইমাম শাফেয়ি (র), আহমদ (র) ও জমহুরে মুহাদ্দিসীনের মতে, ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয়ে থাকে। তাঁদের দলিল হলো–

١. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا. ٢. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا.

২. ইমাম মালেক (র) বলেন, ঈমানে বৃদ্ধি হয়, তবে ঘাটতি হয় না।

৩. ইমাম আবু হানিফা (র) ও ইমামুল হারামাইন বলেন, ঈমানে বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় না। তা সর্বাবস্থায় এক রকম থাকে; ইহা হচ্ছে بَسِيْط তবে আমলের মধ্যে বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-৫ : اَلْفَيْءُ ও اَلسَّلَبُ-এর অর্থ কী? এতদুভয়ের হুকুম কী?

উত্তর : فَيْءٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : فَيْءٌ শব্দটি بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُوْنِ الْيَاءِ যোগে পঠিত। উহা ইসমে মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো; প্রত্যাবর্তন করা, প্রদত্ত হওয়া, অতিরিক্ত, চয়নকৃত বস্তু।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইমাম আবু বকর রাযি (র) বলেন--

مَا اُخِذَ مِنَ الْكُفَّارِ بِغَيْرِ قِتَالٍ الْخِرَاجُ وَالْجِزْيَةُ يُسَمّٰى فَيْئًا.

অর্থাৎ, জিযিয়া ও খিরাজের মত বিনা যুদ্ধে কাফিরদের থেকে যে সম্পদ অর্জিত হয়, তাকে "فَيْءٌ" বলে।

কোনো কোনো ফিকহবিদ বলেন, মুশরিকদের ধন-সম্পদ হতে যা গ্রহণ করা বৈধ, তাই اَلْفَيْءُ-এর অন্তর্ভুক্ত।

মিরকাত গ্রন্থকার বলেন, বিনা রক্তপাতে কাফিরদের হতে অর্জিত সম্পদকে فَيْءٌ বলে।

আল্লামা ইবনে হুমাম বলেন, কাফিররা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যে সম্পদ রেখে যায়, উহাই اَلْفَيْءُ-এর অন্তর্ভুক্ত।

فَيْءٌ-এর হুকুম : فَيْءٌ-এর হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে আলিমগণ বলেন যে, রাসূল (স) ঐ সম্পদ হতে নিজের জন্যে এক বছরের খরচ রাখতেন এবং বাকি অংশ তাঁর ইচ্ছামত গরিব মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করতেন।

প্রকাশ থাকে যে, তার ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীন জনকল্যাণমূলক কাজের নিমিত্তে فَيْءٌ-এর সম্পদ ব্যয় করতেন।

سَلَبٌ-এর সংজ্ঞা : سَلَبٌ আরবি শব্দ-এর শব্দগত অর্থ যুদ্ধাস্ত্র, তরবারি, যুদ্ধের সরঞ্জাম ইত্যাদি। আর ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় নিহত কাফিরদের থেকে যে যুদ্ধাস্ত্র, মাল, পরিধানের কাপড় মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাকে سَلَبٌ বলে।

سَلَبٌ-এর বিধান : سَلَبٌ কে পাবে, এ মর্মে মতানৈক্য রয়েছে। যথা–

১. ইমাম শাফেয়ি, আওযায়ি ও লাইছ (র)-এর মতে, হত্যাকারী সর্বাবস্তায় سَلَبٌ-এর মালিক হবে। ইমাম যুদ্ধ শুরুর পূর্বে ঘোষণা দিক বা না দিক। কেননা, নবী কারিম (স)-এর বাণী–
   مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهٗ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهٗ سَلَبُهٗ.
২. ইমাম আবু হানিফা, মালিক, সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, যুদ্ধ শুরুর আগে ইমাম যদি সলব প্রদানের ঘোষণা দেয় তাহলে হত্যাকারী পাবে। অন্যথায় গনিমতের মধ্যে গণ্য হবে।

«كَمَا قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَهْلًا يَا حَبِيْبُ اِلَّا اَنَّهٗ قَالَ: اِنَّمَا لِلْمَرْءِ مَاطَابَتْ بِهٖ نَفْسُ اِمَامِهٖ».

প্রশ্ন-৬ : تَحْقِيْقٌ করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْقٌ করা হলো–

يَسْئَلُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মাদ্দাহ س. ء. ل জিনস مهموز عين অর্থ– তারা প্রশ্ন করে, করবে।

اَلْاَنْفَالُ : শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হচ্ছে نفل মাদ্দাহ ن. ف. ل জিনস صحيح অর্থ– অতিরিক্ত বস্তুসমূহ। আর এখানে اَلْاَنْفَالُ বলতে গনিমতের মালকে বুঝানো হয়েছে।

اِتَّقُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِتِّقَاءٌ মাদ্দাহ و. ق. ى জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

اَصْلِحُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِصْلَاحٌ মাদ্দাহ ص. ل. ح জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সংশোধন কর।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইমাম আবু বকর রাযি (র) বলেন--

مَا أُخِذَ مِنَ الْكُفَّارِ بِغَيْرِ قِتَالٍ الْخَرَاجُ وَالْجِزْيَةُ يُسَمَّى فَيْئًا.

অর্থাৎ, জিযিয়া ও খিরাজের মত বিনা যুদ্ধে কাফিরদের থেকে যে সম্পদ অর্জিত হয়, তাকে "فَيْءٌ" বলে।

কোনো কোনো ফিকহবিদ বলেন, মুশরিকদের ধন-সম্পদ হতে যা গ্রহণ করা বৈধ, তাই اَلْفَيْءُ-এর অন্তর্ভুক্ত।

মিরকাত গ্রন্থকার বলেন, বিনা রক্তপাতে কাফিরদের হতে অর্জিত সম্পদকে فَيْءٌ বলে।

আল্লামা ইবনে হুমাম বলেন, কাফিররা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যে সম্পদ রেখে যায়, উহাই اَلْفَيْءُ-এর অন্তর্ভুক্ত।

فَيْءٌ-এর হুকুম : فَيْءٌ-এর হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে আলিমগণ বলেন যে, রাসূল (স) ঐ সম্পদ হতে নিজের জন্যে এক বছরের খরচ রাখতেন এবং বাকি অংশ তাঁর ইচ্ছামত গরিব মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করতেন।

প্রকাশ থাকে যে, তার ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীন জনকল্যাণমূলক কাজের নিমিত্তে فَيْءٌ-এর সম্পদ ব্যয় করতেন।

سَلَبٌ-এর সংজ্ঞা : سَلَبٌ আরবি শব্দ-এর শব্দগত অর্থ যুদ্ধাস্ত্র, তরবারি, যুদ্ধের সরঞ্জাম ইত্যাদি। আর ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় নিহত কাফিরদের থেকে যে যুদ্ধাস্ত্র, মাল, পরিধানের কাপড় মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাকে سَلَبٌ বলে।

سَلَبٌ-এর বিধান : سَلَبٌ কে পাবে, এ মর্মে মতানৈক্য রয়েছে। যথা–

১. ইমাম শাফেয়ি, আওযায়ি ও লাইছ (র)-এর মতে, হত্যাকারী সর্বাবস্তায় سَلَبٌ-এর মালিক হবে। ইমাম যুদ্ধ শুরুর পূর্বে ঘোষণা দিক বা না দিক। কেননা, নবী কারিম (স)-এর বাণী–

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهٗ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهٗ سَلَبُهٗ.

২. ইমাম আবু হানিফা, মালিক, সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, যুদ্ধ শুরুর আগে ইমাম যদি সলব প্রদানের ঘোষণা দেয় তাহলে হত্যাকারী পাবে। অন্যথায় গনিমতের মধ্যে গণ্য হবে।

«كَمَا قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضي الله عنه مَهْلًا يَا حَبِيْبُ اِلَّا اَنَّهٗ قَالَ : اِنَّمَا لِلْمَرْءِ مَاطَابَتْ بِهٖ نَفْسُ اِمَامِهٖ».

প্রশ্ন-৬ : تَحْقِيْقْ করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْقْ করা হলো–

يَسْئَلُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মাদ্দাহ س. ء. ل জিনস مهموز عين অর্থ– তারা প্রশ্ন করে, করবে।

اَلْاَنْفَالُ : শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হচ্ছে نفل মাদ্দাহ ن. ف. ل জিনস صحيح অর্থ– অতিরিক্ত বস্তুসমূহ। আর এখানে اَلْاَنْفَالُ বলতে গনিমতের মালকে বুঝানো হয়েছে।

اِتَّقُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِتِّقَاءٌ মাদ্দাহ و. ق. ى জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

اَصْلِحُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِصْلَاحٌ মাদ্দাহ ص. ل. ح জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সংশোধন কর।

اَطِيْعُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মাদ্দাহ ط.و.ع জিনস اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– তোমরা অনুসরণ কর।

اَلْمُؤْمِنُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْمَانٌ মাদ্দাহ ا. م. ن জিনস مهموز فاء অর্থ– মু'মিনগণ।

وَجِلَتْ : সিগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহস مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَجَلُ মাদ্দাহ و-ج-ل জিনস مِثَالِ وَاوِىْ অর্থ– প্রকম্পিত হলো।

تُلِيَتْ : সিগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَجْهُوْلْ বাব نصر মাসদার تلاوة মাদ্দাহ ت-ل-و জিনস نَاقِصِ وَاوِىْ অর্থ– পাঠ করা হয়েছে।

زَادَتْ : সিগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف মাসদার اَلزِّيَادَةُ মাদ্দাহ ز-ى-د জিনস اَجْوَفِ يَائِىْ অর্থ– বৃদ্ধি পায়।

يَتَوَكَّلُوْنَ : সিগাহ جَمْعِ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَوَكُّلٌ মাদ্দাহ د-ى-ز জিনস مِثَالِ وَاوِىْ অর্থ– তারা নির্ভর করে।

প্রশ্ন-৭৩ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ১১–১৪]

١١. اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ.

١٢. اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَاُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. [শি. নি. প. ২০১২]

উত্তর : সূচনা : হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে হকের বিজয় সুনিশ্চিত– এটাই ইতিহাসের স্বাভাবিকতা। আর যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিজয়, সৈন্যের সংখ্যাধিক্য ও অস্ত্রের প্রাচুর্যতা দিয়ে হয় না; বরং বিজয় আল্লাহ তায়ালার গায়েবী সাহায্যের ওপর নির্ভর করে।

উৎস : আলোচ্য আয়াতগুলো মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের 'সূরাতুল আনফালে'র অন্তর্গত।

বিষয়বস্তু : অত্র আয়াতগুলোতে বদর যুদ্ধে মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত সাহায্যের বিবরণ বিশেষ করে মুসলমানদের জন্যে রহমতের বৃষ্টি অবতরণ ও ফেরেশতা প্রেরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুবাদ : ইরশাদ হচ্ছে–

১১. হে মু'মিনগণ! সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন বদর প্রান্তরে আল্লাহ তায়ালা নিজের পক্ষ থেকে স্বস্তিস্বরূপ তন্দ্রা দ্বারা তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করেছিলেন। আর আকাশ হতে পানি বর্ষণ করছিলেন, যাতে করে তা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে পারেন। তোমাদের নিকট হতে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূরীভূত করতে পারেন, তোমাদের অন্তরাত্মাকে সুদৃঢ় করতে পারেন এবং এর সাহায্যে তোমাদেরকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

১২. হে নবী (স)! স্মরণ করুন সে সময়ের কথা, যখন বদর প্রান্তরে আপনার প্রভু ফেরেশতাদেরকে লক্ষ করে বলেছেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং, তোমরা মু'মিনদের কদম মজবুত কর। অচিরেই আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব। অতএব, তোমরা তাদের গর্দানসমূহের ওপর আঘাত হান এবং তাদের অঙ্গুলিসমূহের প্রতি জোড়ায় জোড়ায় প্রহার কর।

উপসংহার : আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত বিধানকে যারাই নস্যাত করতে চায়– তাদের ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং, আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করাই হচ্ছে ধ্বংস থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : আলোচ্য আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা, অথবা শানে নুযুল বর্ণনা করুন।

উত্তর : আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা : আলোচ্য আয়াতগুলো বদর যুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে। এ যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা যেসব সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, সেগুলোর বর্ণনা উল্লিখিত আয়াতগুলোতে আলোচিত হয়েছে।

ঘটনা : মুসলমানগণ উত্তপ্ত বালুকারাশি পেরিয়ে মদিনা হতে প্রায় ৮০ মাইল দূরে বদর প্রান্তরে এসে সমবেত হন। এতে সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তদুপরি মুসলমানদের অবস্থান স্থল ছিল বালুকাময়, যাতে পা স্থির থাকতো না। অন্যদিকে কাফিরগণের অবস্থান স্থল ছিল মজবুত, যাতে পা স্থির থাকে। এদিকে রাতে অনেক সাহাবী প্রাকৃতিক কারণে অপবিত্র হয়ে পড়েন। কিন্তু পবিত্রতা অর্জনের মত কোনো পানি ছিল না। এদিকে শয়তান কুমন্ত্রণা দিল যে, যদি তোমরা সত্যের ওপর থাকতে তাহলে অনুকূল স্থান ও পানি পেতে এবং স্বপ্নদোষও হতো না।

এ কঠিন বিভীষিকাময় অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তন্দ্রা ও বৃষ্টির ব্যবস্থা করেছেন। যাতে তাঁদের ক্লান্তি ও অবসাদ দূরীভূত হয়ে গেছে এবং পবিত্রতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যদিকে, বৃষ্টির কারণে বালুকাময় স্থানটি শক্তভূমিতে পরিণত হয়েছে এবং কাফিরদের স্থানটি পিচ্ছিল হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে ফেরেশতাও প্রেরণ করেন। যার কারণে মুসলমানগণ বিজয় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রশ্ন-২ : اَلنُّعَاسُ ও اَلنَّوْمُ -এর মধ্যে পার্থক্য কী? [শি. নি. প. ২০১২]

উত্তর : শব্দদ্বয়ের অর্থ খুব কাছাকাছি হলেও এদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যথা–

১. اَلنُّعَاسُ শব্দের অর্থ– তন্দ্রাভাব, চোখ বুজে আসা ইত্যাদি।

২. اَلنَّوْمُ-এর অর্থ– অন্তরে ঘুমের সঞ্চার হওয়া বা পূর্ণ ঘুমে নিপতিত হওয়া ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৩ : আল্লাহর বাণী, رِجْزُ الشَّيْطَانِ-এর অর্থ কী?

উত্তর : رِجْزُ الشَّيْطَانِ-এর মর্মার্থ : رِجْزَ শব্দের অর্থ– আযাব ও ঘৃণিত বস্তু। আলোচ্য আয়াতে رِجْزَ দ্বারা وَسْوَسَةٌ তথা কুমন্ত্রণা বুঝানো হয়েছে। অতএব, رِجْزَ الشَّيْطَانِ -এর অর্থ হচ্ছে– শয়তানের কুমন্ত্রণা।

বদর যুদ্ধে শয়তান বিভিন্নভাবে মুসলমানদের মনে কুমন্ত্রণা ঢেলে দিতে চেয়েছিল। কেননা, মুসলমানগণ যেস্থানে শিবির স্থাপন করেছেন, তা ছিল বালুকাময়। খাবারের পানিও ছিল কম। অন্যদিকে, তারা সংখ্যা ও অস্ত্রে দুর্বল ছিল। আবার সুদীর্ঘ পথ সফর করায় সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সকলেই রাতে প্রাকৃতিক কারণে অপবিত্র হয়ে গেছেন। কিন্তু এসব দুর্বলতার কোনো একটিও কাফিরদের ছিল না। এ সুযোগে শয়তান মুসলমানদের মনে কুমন্ত্রণা দেয়ার চেষ্টা করেছিল যে–

'তোমরা যদি সত্যের ওপর থাকতে তাহলে তৃষ্ণার্ত ও অপবিত্র হতে না। পক্ষান্তরে, কাফিরগণ অনুকূল ভূমি ও পানির ওপর আছে। সুতরাং, তোমাদের পরাজয় সুনিশ্চিত।'

তখন আল্লাহ তায়ালা বৃষ্টির ব্যবস্থা করলেন। যাতে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল এব; وَسْوَسَةٌ দূরীভূত হয়ে গেল আর সকলের ঈমান মজবুত হলো।

এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ

প্রশ্ন-৩ : فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ-এর মর্মার্থ লিখুন। [পি. নি. প. '১২]

উত্তর : فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ-এটা হচ্ছে ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ। সেনাপতি যুদ্ধ ময়দানের তার সৈন্যদের যেরূপ নির্দেশ দিয়ে থাকে, এটা হচ্ছে অনুরূপ একটি নির্দেশ। এখানে আল্লাহ তা'য়ালা দুটি স্থানে আঘাতের নির্দেশ দিয়েছেন।

১. গর্দানের ওপর আঘাত করা। ২. হাত ও পায়ের জোড়ায় জোড়ায় আঘাত হানা।

দু ধরনের হামলার নির্দেশ দেয়ার কারণ হচ্ছে, একদল ইসলাম বিরোধিকে চিরতরে খতম করা। আর অন্যদলকে পঙ্গু করে দেয়া। তাহলে অন্যান্য কাফির মুশরিকরা তা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে ঈমান আনবে।

প্রশ্ন-৩ : আল্লাহর বাণী, فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ-এর ব্যাখ্যা লিখন।

উত্তর : فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ-এর ব্যাখ্যা : فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ-এটা হচ্ছে ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। সেনাপতি যুদ্ধের ময়দানে তার সৈন্যদেরকে যেরূপ নির্দেশ দিয়ে থাকে, এটা হচ্ছে অনুরূপ একটি নির্দেশ। এখানে আল্লাহ তায়ালা দুটি স্থানে আঘাত হানার নির্দেশ দিয়েছেন। যথা–

১. গর্দানের ওপর আঘাত করা। ২. হাত ও পায়ের জোড়ায় জোড়ায় আঘাত হানা।

এর কারণ হচ্ছে– একদল ইসলাম বিরোধীকে চিরতরে খতম করা আর অন্যদলকে পঙ্গু করে দেয়া। তাহলে অন্যরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

প্রশ্ন-৪ : اَلنَّوْمُ ও اَلسِّنَةُ وَالنُّعَاسُ -এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : এ শব্দ তিনটির অর্থ খুব কাছাকাছি হলেও এদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

১. اَلنُّعَاسُ শব্দের অর্থ– তন্দ্রাভাব, চোখ বুঝে আসা।

২. اَلسِّنَةُ শব্দের অর্থ– ঘুমে মাথা ভারাক্রান্ত হওয়া।

৩. اَلنَّوْمُ শব্দের অর্থ– অন্তরে ঘুমের সঞ্চার হওয়া বা পূর্ণ ঘুমে নিপতিত হওয়া ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৫ : تحقيق করুন :

উত্তর : নিম্নে تحقيق করা হলো–

يُغَشِّيْكُمْ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ বাব تفعيل মাসদার تغشية মাদ্দাহ غ-ش-ى জিনস ناقص يائى আর (كم) হচ্ছে ضمير منصوب متصل অর্থ– সে তোমাদেরকে আছন্ন করবে।

اَلنُّعَاسُ : একবচন, ইসমে জামেদ। অর্থ– তন্দ্রা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শিথিলতা। বহুবচন نَوَاعِسٌ ব্যবহৃত হয়।

يُنَزِّلُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مَاضِىْ مَعْرُوْفْ বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّنْزِيْلُ মাদ্দাহ ن-ز-ل জিনস صحيح অর্থ– তিনি বর্ষণ করেন।

رِجْزٌ : এটা اسم جامد একবচন, এর বহুবচন اَرْجَازٌ ব্যবহৃত হয়। অর্থ– শাস্তি, কুমন্ত্রণা।

لِيَرْبِطَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ বাব ضرب মাসদার رَبْطٌ মাদ্দাহ ر-ب-ط জিনস صحيح অর্থ– সে দৃঢ় করবে ও সংযোগ করবে।

يُثَبِّتُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّثْبِيْتُ মাদ্দাহ ث-ب-ت জিনস صحيح অর্থ– তিনি অটল অবিচল রাখেন।

প্রশ্ন-৭৫ : নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ২৪-২৬]

٢٤. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ.

٢٥. وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاۤصَّةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

٢٦. وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَ اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

উত্তর : ভূমিকা : যুগে যুগে বিভিন্ন দুঃসময়ে, কাফিরদের নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে, এমনকি মক্কার তাগুতি. শক্তির প্রতিরোধেও মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে সাহায্য করেছিলেন। এজন্যেই তাঁর ও রাসূল (স)-এর ডাকে সাড়া দেয়া কর্তব্য।

উৎস : উদ্ধৃত আয়াতগুলো সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ' কালামে পাকের 'সূরা আনফাল' থেকে সংগৃহীত।

বিষয়বস্তু : আলোচ্য আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ তায়ালা ও তদীয় রাসূল (স)-এর আহবানে সাড়া দান, বিপর্যয়মূলক কাজ বর্জন ও আমানত রক্ষাকরণের নির্দেশ প্রদান করত: কাফিরদের সৃষ্ট দুঃসময়ে তাদের প্রতি আল্লাহর করুণার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

অনুবাদ : ইরশাদ হচ্ছে–

২৪. হে ঈমানদারগণ! যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে এমন কাজের প্রতি আহ্বান করে, যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে, তখন তোমরা তাঁদের ডাকে সাড়া দাও। জেনে রাখবে মহান আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তি ও তার অন্তরের মাঝে আড়াল হয়ে আছেন। বস্তুত: তোমাদের সবাইকে তাঁরই নিকট সমবেত করা হবে।

২৫. তোমরা ঐ ফিতনাকে ভয় কর, যার অশুভ পরিণতি শুধু জালিমদের মধ্যে সীমিত থাকবে না। তা সকলের মাঝে সংক্রমিত হয়ে পড়বে। জেনে রাখবে, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

২৬. হে মু'মিনগণ! তোমরা ঐ সময়কে স্মরণ কর, যখন তোমরা মক্কাতে সংখ্যায় কম ও দুর্বল ছিলে। তোমরা আশঙ্কা করেছিলে যে, মক্কায় কাফিরগণ তোমাদেরকে নির্মূল করে দেবে। এমতাবস্তায় আল্লাহ তোমাদেরকে মদিনায় আশ্রয় দিয়েছেন সাহায্য ও মদদ দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং পবিত্র জীবিকা দান করেছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা পোষণ করতে পার।

উপসংহার : নিঃসন্দেহে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স) মানুষকে জান্নাতের দিকেই আহ্বান করে। সুতরাং, একজন মু'মিন হিসেবে আল্লাহ প্রদত্ত নৈতিক ও বৈষয়িক আমানত রক্ষা করা এবং তাঁর ও তদীয় রাসূল (স)-এর নির্দেশে যথার্থ সাড়া দান করা ঈমানের অপরিহার্য দাবি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : আল্লাহর বাণী, اِنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ ও لِمَا يُحْيِيْكُمْ-এর মর্মার্থ কী?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালার বাণী– لِمَا يُحْيِيْكُمْ-এর মর্মার্থ : لِمَا يُحْيِيْكُمْ-এর অর্থ হচ্ছে, এমন বস্তু যা নতুন করে জীবন দান করে। এখন সেটা কি জিনিস তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

১. আল্লামা সুদ্দী (র)-এর মতে, এর দ্বারা اِيْمَانٌ উদ্দেশ্য। কারণ, কুফর মৃত্যু সমতুল্য।

২. কাতাদাহ (র)-এর মতে, এর দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ, কুরআন মানবাত্মার জীবন।

৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র)-এর মতে, জিহাদ উদ্দেশ্য।

إِنَّ اللهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ-এর মর্মার্থ :

إِنَّ اللهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ-এর অর্থ হচ্ছে– নিশ্চয় আল্লাহ ব্যক্তি ও তার অন্তরের মাঝে আড়াল হয়ে আছেন। এ অংশের কয়েকটি ব্যাখ্যা দেয়া যায়। যথা–

১. মু'মিনের অন্তরে ইবাদতের বরকতে কুফরী ও পাপকে আসতে দেন না।

২. আবার কাফিরের অন্তরে ঈমান ও ইবাদতকে আসতে দেন না।

৩. تَفْسِيْرِ صَاوِىْ প্রণেতার মতে, وَلَكِ كِنَايَةٌ عَنْ كَوْنِهٖ اَقْرَبُ لِلشَّخْصِ. অর্থাৎ, এ বাক্য দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, আল্লাহ বান্দাহর অতীব সন্নিকটে। এমনকি তার আত্মা থেকেও সন্নিকটে। حَيْلُوْلَةٌ দ্বারা قُرْبَةٌ তথা নৈকট্য বুঝানো হয়েছে। যেমন কুরআনে আছে, وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

প্রশ্ন-২ : আল্লাহর বাণী, لِمَا يُحْيِيْكُمْ-এর তাৎপর্য কী?

উত্তর : لِمَا يُحْيِيْكُمْ-এর মর্মার্থ : لِمَا يُحْيِيْكُمْ-এর তাৎপর্য বিশ্লেষণে মুফাসসিরগণের উক্তি নিম্নরূপ–

১. আল্লামা সাইয়েদ কুতুব শহিদ (র) বলেছেন রাসূল (স) তাদেরকে এমন সব বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাতেন, যা তাদেরকে জীবন্ত করে তোলে। সে দাওয়াত ছিল পরিপূর্ণ অর্থে জীবনের দিকে।

২. আল্লামা মুজাহিদ (র) বলেন, এর দ্বারা সত্য উদ্দেশ্য।

৩. হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, এর দ্বারা আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। মূলত কুরআনই হচ্ছে মানবাত্মার জীবন।

৪. আল্লামা সুদ্দী (র)-এর মতে, ইসলামের কথা বুঝানো হয়েছে।

৫. আর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের (র) মতে, এর দ্বারা জিহাদকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু জিহাদের মাধ্যমে কোনো জাতিকে আল্লাহ তায়ালা হীনতা ও অপমানের পর সম্মানিত করে থাকেন।

প্রশ্ন-৩ : আল্লাহর বাণী, اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ বলার তাৎপর্য কী?

উত্তর : اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ বলার তাৎপর্য :

আলোচ্য আয়াতে মক্কী যিন্দেগীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, হিজরতের পূর্বে মুসলমানগণ সংখ্যায় যেমন নগণ্য ছিল, তেমনি শক্তিতেও অন্যদের তুলনায় ছিল দুর্বল। আর বিপদ ও ভয়-ভীতির আশংকা তাদের ওপরে লেগেই থাকত। অতঃপর মদিনায় হিজরতের পর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উত্তম অবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও শত্রুর ওপর বিজয় দান করলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যেই আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সেই পূর্ব অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন আলোচ্য আয়াতে।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

اِسْتَجِيْبُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اِسْتِيْجَابٌ মাদ্দাহ ج-و-ب জিনস اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– তোমরা ডাকে সাড়া দাও।

يَحُوْلُ : সিগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার حَيْلُوْلَةٌ মাদ্দাহ ح-و-ل জিনস اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– তিনি অন্তরায় হন।

لَا تُصِيْبَنَّ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مضارع منفى معروف بانون ثقيلة বাব اِفْعَالْ মাসদার اِصَابَةٌ মাদ্দাহ ص-و-ب জিনস اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– নিশ্চয়ই আসবে না।

مُسْتَضْعَفُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اسم مفعول বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اِسْتِضْعَافٌ মাদ্দাহ ض-ع-ف জিনস صحيح অর্থ– দুর্বলগণ।

يَتَخَطَّفُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّخَطُّفُ মাদ্দাহ خ-ط-ف জিনস صحيح অর্থ– সে ছো মেরে নিবে।

اَلطَّيِّبَاتُ : এটা طيب মাদ্দাহ হতে নির্গত। এটি বহুবচন, একবচনে طَيِّبٌ জিনস اَجْوَفِ يَائِىْ অর্থ– পবিত্র বস্তুসমূহ।

تُحْشَرُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَجْهُوْلْ বাব نصر মাসদার اَلْحَشْرُ মাদ্দাহ ح-ش-ر জিনস صحيح অর্থ– তোমাদেরকে একত্র করা হবে।

اِتَّقُوْا : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহস اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মাদ্দাহ و-ق-ى জিনসلفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

تَخَافُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَوْفُ মাদ্দাহ خ-و-ف জিনসاَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ– তোমরা ভয় করছ।

প্রশ্ন-৭৬ : নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ২৭–৩০]

٢٧. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

٢٨. وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

٢٩. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.

[শি. নি. প. ২০০৮]

উত্তর : ভূমিকা : যুগে যুগে বিভিন্ন দুঃসময়ে, কাফিরদের নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে, এমনকি মক্কার তাগুতি শক্তির প্রতিরোধেও মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে সাহায্য করেছিলেন। এজন্যেই তাঁর ও রাসূল (স)-এর ডাকে সাড়া দেয়া কর্তব্য।

উৎস : উদ্ধৃত আয়াতগুলো সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ কালামে পাকের 'সূরা আনফাল' থেকে সংগৃহীত।

বিষয়বস্তু : আলোচ্য আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল (স)-এর আহবানে সাড়া দান, বিপর্যয়মূলক কাজ বর্জন ও আমানত রক্ষাকরণের নির্দেশ প্রদান করত কাফিরদের সৃষ্ট দুঃসময়ে তাদের প্রতি আল্লাহর করুণার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

অনুবাদ : ইরশাদ হচ্ছে–

২৭. হে মুমিনগণ! তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না। আর নিজেদের আমানতগুলোতে খেয়ানত করো না।

২৮. তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র। অবশ্য আল্লাহর নিকট মহা পুরস্কার রয়েছে।

২৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার জন্যে একটি মানদণ্ড দেবেন এবং অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। বস্তুত তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল।

উপসংহার : নিঃসন্দেহে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স) মানুষকে জান্নাতের দিকেই আহ্বান করে । সুতরাং একজন মু'মিন হিসেবে আল্লাহ প্রদত্ত নৈতিক ও বৈষয়িক আমানত রক্ষা করা এবং তাঁর ও তদীয় রাসূল (স)-এর আহ্বানে যথার্থ সাড়া দান করা ঈমানের অপরিহার্য দাবি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : أَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

উত্তর : أَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : উদ্ধৃত এ আয়াতাংশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতামতগুলো নিম্নরূপ–

১. أَسَاطِيْرُ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে أَسْطُوْرَةٌ আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কিচ্ছা, কাহিনী, গল্প ইত্যাদি।

২. আর পরিভাষায় أَسَاطِيْرُ দ্বারা প্রাচীনকালের রূপকথা, উপাখ্যান, কাহিনী, কিংবদন্তি ও বিভিন্ন গ্রন্থের চয়নিকা, (Episode) ইত্যাদি বুঝানো হয়ে থাকে।

৩. আলোচ্য আয়াতে أَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ দ্বারা প্রাচীনকালের কেচ্ছা-কাহিনী ও উপকথা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

৪. কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা ইসলামপূর্ব যুগের লোকদের জীবন কাহিনী ও বিভিন্ন ঘটনাবলি উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

মূলকথা হচ্ছে, কাফিররা কুরআন মাজীদকে প্রাচীনকালের কিচ্ছা-কাহিনী, রূপকথা-কিংবদন্তি বলে অভিহিত করে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছে যে, এটা যেহেতু ওহি নয়; বরং রূপকথার সাজানো কথামালা সেহেতু এটা মানা না মানায় কি আসে যায়।

প্রশ্ন-২ : আল্লাহর বাণী, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا-এর ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতের তাফসিরে মুফাসসিরিনে কিরাম বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ দুটি মত বর্ণিত হলো–

১. এ আয়াতে ঈমানদারদেরকে মু'মিনদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে মুশরিকদেরকে জানিয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করতে বলা হয়েছে। তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আমানত স্বরূপ যে শরয়ি বিধান দান করেছেন, তা উপেক্ষা করে খেয়ানত না করতে বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আল্লাহর সাথে খেয়ানত করা হয় তাঁর দেয়া ফরয বিধানসমূহ ত্যাগ করার মাধ্যমে। আর রাসূল (স)-এর সাথে খেয়ানত করা হয় তাঁর নাফরমানি ও সুন্নত উপেক্ষা করার মাধ্যমে। এখানে 'আমানত' বলতে ঐ সব আমল বুঝানো হয়েছে, যা তিনি বান্দাদের কাছে আমানত রেখেছেন।

২. মুফতী শফী (র) বলেছেন, এ আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার হক, কিংবা পারস্পরিকভাবে বান্দার হকসমূহ খেয়ানত করো না। হক আদায়ই করবে না কিংবা আদায় করলেও শৈথিল্যের সাথে আদায় করবে, এমন যেন না হয়। আয়াতের শেষ ভাগে وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ বলে এ কথাই বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা তো খেয়ানতের অপকারিতা ও বিপদ সম্পর্কে জ্ঞাত।

প্রশ্ন-৩ : تَحْقِيْقْ করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْقْ করা হলো–

اٰمَنُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غائب বহস مَعْرُوْفْ مُثْبَتْ مَاضِىْ فِعْلِ বাব اِثْبَاتْ اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মাদ্দাহ أ-م-ن জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা ঈমান এনেছে।

لَاتَخُوْنُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخِيَانَةُ মাদ্দাহ خ-و-ن জিনস اَجْوَفِ وَاوِىْ অর্থ- তোমরা খেয়ানত করো না।

تَعْلَمُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعِلْمُ মাদ্দাহ ع.ل.م জিনস صحيح অর্থ- তোমরা জানবে।

اَمْوَالُكُمْ : এটি مَالٌ-এর বহুবচন। আর كم টি ضمير অর্থ- তোমাদের সম্পদসমূহ।

تَتَّقُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِتِّقَاءٌ মাদ্দাহ و.ق.ى জিনস لفيف مفروق অর্থ- তোমরা ভয় কর।

يَجْعَلُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব فتح মাসদার اَلْجَعْلُ মাদ্দাহ ج-ع-ل জিনস صحيح অর্থ- সে করবে।

فُرْقَانًا : শব্দটি বাব نصر অথবা ضرب-এর মাসদার। মাদ্দাহ ف-ر-ق জিনস صحيح অর্থ- প্রত্যেক ওই জিনিস যা দ্বারা সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করা হয়।

يُكَفِّرُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تفعيل মাসদার تَكْفِيْرٌ মাদ্দাহ ك-ف-ر জিনস صحيح অর্থ- সে মিটিয়ে দিবে।

سَيِّاٰتِكُمْ : এখানে كم পদটি ضمير مجرور متصل আর سَيِّئَاتٌ শব্দটি اسم ও বহুবচন। এর একবচন سَيِّئَةٌ অর্থ- তোমাদের পাপকার্যসমূহ, মন্দ আমলসমূহ।

يَمْكُرُوْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غائب বহস مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نصر মাসদার اَلْمَكْرُ মাদ্দাহ م-ك-ر জিনস صحيح অর্থ- তারা প্রতারণা করে, ফন্দি আঁটে।

مَاكِرِيْنَ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাব نصر মাসদার اَلْمَكْرُ মাদ্দাহ م-ك-ر জিনস صحيح অর্থ- চক্রান্তকারীগণ।

প্রশ্ন-৭৮ : নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৪১-৪২]

٤١. وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ
اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.
٤٢. اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِى الْمِيْعٰدِ وَلٰكِنْ
لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

উত্তর : ভূমিকা : বদর যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ও মর্যাদা নির্ণায়ক যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করে, আর লাভ করে অসংখ্য গনিমতের মাল। এ গনিমতের মাল বণ্টন নীতি স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

উৎস : আলোচ্য আয়াতে কারিমাগুলো মানব জাতির হিদায়াতের আলোকবর্তিকা আল্-কুরআনের 'সূরাতুল আনফাল' থেকে নেয়া হয়েছে।

বিষয়বস্তু : আলোচ্য আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের অস্তিত্ব ও মর্যাদার লড়াই বদর যুদ্ধের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরে গনিমতের মাল বণ্টনের নীতি বর্ণনা করছেন।

অনুবাদ : ইরশাদ হচ্ছে-

৪১. হে মুমিনগণ! তোমরা জেনে রাখ যুদ্ধে তোমরা গনিমতের মাল হিসেবে যেসব সম্পত্তি পেয়ে থাক তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ তায়ালা, রাসূল, রাসূল (স)-এর আত্মীয়-স্বজন, এতিম,

দরিদ্র ও মুসাফিরদের জন্যে। যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহর প্রতি এবং সেসব বিষয়ের প্রতি যা আমি চূড়ান্ত ফয়সালার দিন তথা বদর প্রান্তরে দুটি দলের মুকাবিলার দিন অবতীর্ণ করেছি। বাস্তবিকই আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ে সদা শক্তিধর।

৪২. তোমরা স্মরণ কর সে সময়কে, যখন তোমরা বদর প্রান্তরের নিকটবর্তী ছিলে আর আবু জাহলের বাহিনী ছিল দূরে। অন্যদিকে, আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা তোমাদের তুলনায় নিম্নভূমিতে ছিল। পূর্ব হতে তোমরা যদি আবু জাহলের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাইতে, তাহলেও তোমাদের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দিত। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে একত্রিত করে দিলেন। যাতে করে আল্লাহ্ যা চেয়েছেন, তা যেন সম্পন্ন হয় এবং সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর ধ্বংসশীল ব্যক্তি যেন ধ্বংস হয়ে যায়। আর যে জীবিত থাকবে, সে যেন সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর জীবিত থাকে। জেনে রাখবে, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।

উপসংহার : সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন, আর এ দ্বন্দ্বের পরিণাম হচ্ছে সত্যের বিজয়। সুতরাং, বিজয়ের অবশ্যম্ভাবী প্রত্যাশা নিয়ে প্রতিটি মু'মিনের বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অতীব জরুরি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : আল্লাহর বাণী, اَلْعُدْوَةُ الدُّنْيَا، اَلْعُدْوَةُ الْقُصْوٰى ও اَلرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : اَلْعُدْوَةُ الدُّنْيَا-এর মর্মার্থ : اَلْعُدْوَةُ শব্দের অর্থ– অঞ্চল ও প্রান্ত; اَلدُّنْيَا শব্দের অর্থ– নিকটবর্তী। অতএব এর অর্থ হচ্ছে– মদিনার নিকটবর্তী প্রান্ত। যেখানে মুসলমানগণ অবস্থান করতেছিল।

اَلْعُدْوَةُ الْقُصْوٰى-এর মর্মার্থ : اَلْعُدْوَةُ الْقُصْوٰى তথা দূরবর্তী প্রান্ত; এর দ্বারা বদরের ঐ প্রান্তকে বুঝানো হয়েছে যা মদিনা থেকে দূরে। যেখানে কাফিরদের ঘাঁটি ছিল।

اَلرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ-এর মর্মার্থ : اَلرَّكْبُ শব্দটি اسم جمع অবশ্য কারো কারো মতে, رَكْبٌ শব্দটি اَرْكُبٌ -এর বহুবচন। যার অর্থ– উষ্ট্রারোহী যাত্রীদল।

আয়াতে اَلرَّكْبُ দ্বারা আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, যে কাফেলাটি শাম দেশ থেকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পণ্য সামগ্রী নিয়ে আসছিল।

প্রশ্ন-২ : يَوْمَ الْفُرْقَانِ ও يَوْمَ الْجَمْعَانِ দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : يَوْمَ الْفُرْقَانِ-এর মর্মার্থ : فُرْقَانٌ-এর অর্থ হচ্ছে– اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ তথা সত্য-মিথ্যার মাঝে প্রভেদকারী। 'পার্থক্যকারী দিন' বলতে يَوْمِ بَدْرٍ তথা বদর যুদ্ধের দিন উদ্দেশ্য। এ দিনকে يَوْمَ الْفُرْقَانِ এজন্যেই বলা হয়েছে, যেহেতু এ দিনটি ইসলাম ও কুফরের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করেছে তথা ইসলাম বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এবং কুফর পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।

يَوْمَ الْجَمْعَانِ-এর মর্মার্থ : اَلْجَمْعَانِ তথা দুদল দ্বারা মুসলিম বাহিনী ও কুরাইশ বাহিনী উদ্দেশ্য। অতএব يَوْمَ الْجَمْعَانِ তথা দুদলের সম্মিলনের দিন বলতে يَوْمَ بَدْرٍ -কে বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন-৩ : গনিমত, ফাই ও নফলের মধ্যে পার্থক্য কী? বর্ণনা করুন।

উত্তর : গনিমত, ফাই ও নফলের মধ্যে পার্থক্য :

গনিমত, ফাই ও নফলের মধ্যে ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

আভিধানিক পার্থক্য :

اَلْغَنِيْمَةُ অর্থ– যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ; اَلْفَئُ অর্থ– বিনাযুদ্ধে অর্জিত সম্পদ, আর اَلنَّفْلُ অর্থ– অতিরিক্ত সম্পদ।

পারিভাষিক পার্থক্য : ইসলামি শরিয়তে গনিমত হলো, সশস্ত্র-যুদ্ধের মাধ্যমে যা অর্জিত হয়। ফাই হলো, বিনা যুদ্ধে যা অর্জিত হয়, আর নফল হলো যা মুজাহিদকে তার প্রাপ্য বস্তুর উর্ধ্বে দেয়া হয়, চাই উহা গনিমত থেকে হোক বা ফাই থেকে হোক।

বিধানগত পার্থক্য : হুকুমের দিক থেকে এগুলোর মধ্যে পার্থক্য হলো, গনিমতের চার পঞ্চমাংশ যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টিত হবার পর এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্র প্রধানের ইখতিয়ারে থাকবে। আর ফাই ও নফল জাতীয় সমস্ত সম্পদ বায়তুল মালে জমা হবে।

প্রশ্ন-৪ : تَحْقِيْق করুন :

উত্তর : নিম্নে تَحْقِيْق করা হলো–

اِعْلَمُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ بحث اَمْرِ حَاضِرْ مَعْرُوْف বহস جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعِلْمُ মাদ্দাহ ع-ل-م জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জেনে রাখ।

غَنِمْتُمْ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِئْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْغَنِيْمَةُ মাদ্দাহ غ-ن-م জিনস صحيح অর্থ– তোমরা গণিমত পেয়েছ।

اَلْيَتَامٰى : এটি বহুবচন, একবচনে يتيم অর্থ– অনাথগণ।

اَلْمَسَاكِيْنُ : এটা اسم جامد বহুবচন, এর একবচনে اَلْمِسْكِيْنُ ব্যবহৃত হয়। অর্থ– দরিদ্রগণ।

اَلْفُرْقَانُ : এটি মুবালাগার সিগাহ اَلْفَرْقُ মাসদার থেকে নির্গত হয়েছে। মাদ্দাহ ف-ر-ق জিনস صحيح অর্থ– পার্থক্য নিরূপণকারী।

اِلْتَقٰى : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِئْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِلْتِقَاءِ মাদ্দাহ ل-ق-ى জিনস ناقص يائى অর্থ– সে মিলিত হলো, সে সাক্ষাৎ করল।

اَلْعُدْوَةُ : এ শব্দটি اسم جامد ও একবচন। এর বহুবচন হলো– عدوات عداء অর্থ– দূরবর্তী স্থান, মাঠের এক প্রান্ত।

اَسْفَلُ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহস اسم تفضيل বাব نصر মাসদার اَلسَّفَالُ ও اَلسُّفُوْلُ মাদ্দাহ س-ف-ل জিনস صحيح অর্থ– নিম্নতম, অতি নিচু।

تَوَاعَدْتُمْ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِئْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাব تفاعل মাসদার اَلتَّوَاعُدُ মাদ্দাহ و-ع-د জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ।

اِخْتَلَفْتُمْ : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِئْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِخْتِلَافْ মাদ্দাহ خ-ل-ف জিনস صحيح অর্থ– তোমরা বিভেদ বা মতানৈক্য করেছ।

لِيَقْضِىَ : এখানে لام টি হচ্ছে لام كى আর يقضى সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضرب মাসদার اَلْقَضَاءُ মাদ্দাহ ق-ض-ى জিনস ناقص يائى অর্থ– পূর্ণ করার জন্য।

هَلَكَ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস فِعْلِ مَاضِیْ مَعْرُوْف বাব اِثْبَاتْ ضرب মাসদার اَلْهَلَاكَةُ মাদ্দাহ ك-ل-ه জিনস صحيح অর্থ– সে ধ্বংস হলো।

بَيِّنَةٌ : এটি اسم جامد একবচনের পদ। বহুবচনে بَيِّنَاتٌ অর্থ– দলিল, প্রমাণ।

حَيَّ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস فِعْلِ مَاضِیْ مَعْرُوْف বাব اِثْبَاتْ سَمِعَ মাসদার اَلْحَيَاةُ মাদ্দাহ ح-ى-ى জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে জীবিত থাকে।

سَمِيْعٌ : এটা فَعِيْلٌ এর ওজনে صيغة صفة এর শব্দ। মাদ্দাহ س-م-ع জিনস صحيح অর্থ– মহাশ্রোতা।

يَحْيٰى : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহস فِعْلِ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِثْبَاتْ سَمِعَ মাসদার اَلْحَيَاةُ মাদ্দাহ ح-ى-ى জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে জীবিত থাকবে।

প্রশ্ন-৭৯ : নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৬৭-৭০]

٦٧. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

٦٨. لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

٦٩. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

٧٠. يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

উত্তর॥ ভূমিকা : ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। পরমত সহিষ্ণুতা ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শান্তি, নিরাপত্তা, বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার্থে প্রতিশোধ ও হত্যা দ্বারা বদলা নেবার বিধানও তাতে রয়েছে। আর এজন্যেই ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ ও সার্বজনীন হতে পেরেছে।

উৎস : আলোচ্য আয়াতসমূহ কুরআনুল কারিমের 'সূরাতুল আনফাল' থেকে সংগৃহীত।

বিষয়বস্তু : আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামের যুদ্ধ-নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

■ **আয়াতের অনুবাদ :**

৬৭. কোনো নবীর জন্যে এটা শোভনীয় নয়, পৃথিবীতে শত্রু নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তাঁর নিকট বন্দী জীবিত থেকে যাবে। তোমরা মুসলমানগণ দুনিয়ার সম্পদ কামনা করছো, অথচ আল্লাহ তায়ালা পরকালের কল্যাণ কামনা করছেন। আর আল্লাহ তায়ালা মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

৬৮. যদি পূর্ব হতে আল্লাহর বিধান লিখিত না হতো, তাহলে তোমরা বন্দীদের থেকে যে মুক্তিপণ গ্রহণ করেছো, তজ্জন্য তোমাদেরকে কঠিন আজাব স্পর্শ করতো।

৬৯. তোমরা যুদ্ধে যে গনিমত লাভ করেছ, তা হালাল ও পবিত্র হিসেবে ভক্ষণ কর। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

৭০. হে নবী! (স) আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন যেসব বন্দি আছে, তাদেরকে বলে দিন যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে কোনো কল্যাণ তথা ঈমান দেখতে পান, তাহলে তোমাদের নিকট হতে যা কিছু গ্রহণ করা হয়েছে, তা থেকে তোমাদেরকে বেশি কল্যাণ দান করবেন এবং তোমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেবেন। বস্তুত : আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

উপসংহার : সময় ও প্রেক্ষাপটের দাবি অনুযায়ী কখনো কখনো ক্ষমা ও উদারতার পরিবর্তে কঠোরতা অবলম্বন করাও ইসলামের বিধানে রয়েছে। সুতরাং মুমিনদেরকে হতে হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইস্পাত-কঠিন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে নুযুল উল্লেখ করুন।

উত্তর॥ শানে নুযুল : খাদেমুন্নবি আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে ৭০ জন কাফের মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে পরামর্শ সভা ডাকা হয়। আবু বকর (রা) পরামর্শ দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না, তাই মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক। হতে পারে এদের মধ্যে অনেকেই ঈমান আনবে। অন্যদিকে ওমর (রা) সহ কতিপয় সাহাবি তাদেরকে হত্যার পরামর্শ দিলেন।

নবী করিম (স) আবু বকর (রা)-এর কথা যুক্তিযুক্ত ভেবে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাই করলেন। কিন্তু বিষয়টি আল্লাহর নিকট পছন্দ হয়নি। এজন্যে আল্লাহ তায়ালা এর সমালোচনা করে অত্র আয়াতগুলো নাযিল করেন, مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَه أَسْرَى الخ

প্রশ্ন-২ : আল্লাহর বাণী لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ-এর মর্মার্থ কী? লিখুন।

উত্তর॥ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ-এর মর্মার্থ: আল্লাহর বাণী, لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ الخ-এর অর্থ হচ্ছে-যদি পূর্ব হতে আল্লাহর পক্ষ থেকে লিখিত বিধান না থাকতো, তাহলে ফিদিয়া তথা মুক্তিপণ গ্রহণ করায় আযাব আসতো। কেননা, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ছিল কাফেরদের শক্তি খতম করে দেয়া। শক্তি খতমের পরে মুক্তিপণ গ্রহণ জায়েয। কিন্তু কুরাইশদের শক্তি খতম না করে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে লিখিত বিধানের কারণে শাস্তি আসেনি। নতুবা ভয়াবহ শাস্তি আসত।

তাফসির বিশারদদের মাঝে কিতাবের তাৎপর্য গ্রহণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন–

১. উম্মতে মুহাম্মদির জন্যে গনিমতের মাল ও বন্দীদের মুক্তিপণ হালাল হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ।

২. অথবা كِتَابٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুজতাহিদের ভুলের ব্যাপারে পাকড়াও না করা।

৩. অথবা, বদরি সাহাবিদের ব্যাপারে আল্লাহর ক্ষমার ফরমানই হচ্ছে كِتَابٌ-এর মর্মার্থ।

৪. অথবা, রাসূল (স)-এর বর্তমানে পাইকারী আযাব দেবেন না বলে আল্লাহ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাই كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ-এর উদ্দেশ্য। যেমন– مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ

প্রশ্ন-৩ : আল্লাহ তায়ালার বাণী, حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ-এর মর্মার্থ কী? লিখুন।

উত্তর॥ حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ-এর মর্মার্থ : اَثْخَانٌ শব্দের অর্থ, রক্ত প্রবাহিত করা, নির্মূল করা, শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করা, চরমভাবে হত্যা করা। অতএব, حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ-এর মর্মার্থ হচ্ছে– কাফেরদের শক্তি সামর্থ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করা পর্যন্ত মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়া বৈধ নয়। কেননা, এরা জীবিত থাকলে আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে। তাই চিরতরে তাদেরকে জমিন থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। যাতে كَلِمَةُ اللّٰهِ-এর আওয়াজ বুলন্দ করার পথে কোন অন্তরায় না থাকে।

এখানে উল্লেখ্য, কাফেরদের শক্তি সামর্থ্য নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়া জায়েয। কেননা, আল্লাহর বাণী–

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً.

প্রশ্ন-৪ : আল্লাহ তায়ালার বাণী, تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا-এর মর্মার্থ কী? বর্ণনা করুন।

উত্তর॥ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا-এর মর্মার্থ : আল্লাহ তায়ালার বাণী আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, তোমরা দুনিয়া কামনা করছো। এ আয়াতে সে সকল সাহাবিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা

মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দিদেরকে ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা দুনিয়া কামনা করছ, অথচ তোমাদের নিকট থেকে আল্লাহ চান, তোমরা আখেরাত কামনা কর। কেননা, দুনিয়ার সবকিছু অস্থায়ী আর আখেরাত স্থায়ী। তাই দুনিয়া থেকে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেয়া তোমাদের জন্যে বাঞ্ছনীয় ছিল।

প্রশ্ন-৫ : আয়াতে لَوْلَا-এর জবাব কোনটি? লিখুন।

উত্তর॥ لَوْلَا-এর জবাব :

আলোচ্য আয়াতে لَوْلَا-এর জবাব হলো আয়াতের শেষাংশ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

প্রশ্ন-৬ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন।

يُثْخِنَ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ عَظِيْمٌ غَنِمْتُمْ اِتَّقُوْا يَغْفِرُ قُلُوْبٌ خَيْرًا اَسْرَى يُؤْتِكُمْ

উত্তর॥ নিম্নে প্রদত্ত শব্দগুলোর বিশ্লেষণ করা হলো–

يُثْخِنَ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِثْخَانُ মাদ্দাহ ث خ ن জিনস صحيح অর্থ, ধ্বংস হবে ও রক্ত প্রবাহিত হবে।

تُرِيْدُوْنَ : সিগাহ جمع مذكر حاضر বহস إثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرَادَةٌ মাদ্দাহ ر و د জিনস اجوف واوى অর্থ, তোমরা কামনা করছো।

عَرَضَ : ইসমে জামেদ ও একবচনের পদ। বহুবচনে اَعْرَاضٌ ও عُرُوْضٌ অর্থ, সম্পদ।

عَظِيْمٌ : সিগাহ واحد مذكر বহস اسم فاعل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْعَظْمُ মাদ্দাহ ع ظ م জিনস صحيح অর্থ, মহান, বড় ও বিশাল।

غَنِمْتُمْ : সিগাহ جمع مذكر حاضر বহস إثبات فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْغَنِيْمَةُ মাদ্দাহ غ ن م জিনস صحيح অর্থ, তোমরা গণিমত লাভ করলে।

اِتَّقُوْا : সিগাহ جمع مذكر حاضر বহস امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মাদ্দাহ و ق ى জিনস لفيف مفروق অর্থ, তোমরা ভয় করো।

يَغْفِرُ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَغْفِرَةُ মাদ্দাহ غ ف ر জিনস صحيح অর্থ, সে ক্ষমা করে, মার্জনা করে।

قُلُوْبٌ : এটি বহুবচনের পদ। একবচনে قَلْبٌ অর্থ, অন্তরসমূহ।

خَيْرًا : সিগাহ واحد مذكر বহস اسم تفضيل মূলে اَخْيَرُ ছিল। বহুল প্রচলিত বিধায় সহজ করণার্থে همزة কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। অর্থ, ভালো ও কল্যাণ।

أَسْرَى : শব্দটি বহুবচন; একবচনে اَسِيْرٌ অর্থ, কারাবন্দি।

يُؤْتِكُمْ : শব্দস্থিত كم শব্দটি ضمير منصوب متصل সিগাহ واحد مذكر غائب বহস إثبات فعل مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মাদ্দাহ أ ت ى জিনস لفيف مفروق অর্থ তিনি তোমাদেরকে দান করবেন।

প্রশ্ন-৮০ : নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। [আয়াত নং ৭২-৭৫]

٧٢. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُوْلٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَالَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

٧٣. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۗ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ.

٧٤. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

٧٥. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ۗ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

উত্তর : ভূমিকা : বিশ্বাসগত দিক দিয়ে ঈমান ও কুফরের মাধ্যমেই জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতএব, যারা ঈমান এনে তার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে তারাই খাঁটি মু'মিন।

উৎস : আলোচ্য আয়াতসমূহ কুরআনুল কারিমের 'সূরাতুল আনফালের' শেষ রুকূ থেকে সংগৃহিত।

বিষয়বস্তু : আলোচ্য আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুহাজির ও আনসারদেরকে এক জাতি হিসেবে, আর কাফিরদেরকে ভিন্ন জাতি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

অনুবাদ : ইরশাদ হচ্ছে–

৭২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, মদিনায় হিজরত করেছে এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, আর যেসব লোক মুহাজিরদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এবং সার্বিক সাহায্য করেছে, তারা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে বটে, তবে মদিনায় হিজরত করে নি, তাদের সাথে যতক্ষণ না হিজরত করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের বন্ধুত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং, তারা যদি ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য কামনা করে, তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাহায্য এমন কোনো জাতির বিরুদ্ধে হতে পারবে না, যাদের সাথে তোমাদের সন্ধি চুক্তি রয়েছে। আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি খুব ভালোভাবে প্রত্যক্ষকারী।

৭৩. যারা কাফের তারা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। তোমরা যদি মুমিনদেরকে বন্ধু ও কাফেরদেরকে শত্রু না জান, তাহলে দেশে অশান্তি, মুসিবত ও মহা বিপর্যয় দেখা দেবে।

৭৪. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করেছে আর যারা মুহাজিরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সহযোগিতা করেছে, তারাই সত্যিকারের মুমিন। তাদের জন্যে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।

৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে থেকে সংগ্রাম করেছে তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অধিক হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক অবহিত।

উপসংহার : হিজরত, জিহাদ ও দ্বীনের সার্বিক সহযোগিতা হচ্ছে ঈমানের অপরিহার্য অংশ। সুতরাং, সময়ের দাবি অনুযায়ী উক্ত বিধানাবলির ওপর আমল করা প্রতিটি মু'মিনের কর্তব্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : আল্লাহর বাণী, وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ الاية-এর মর্মার্থ কী?

উত্তর : **وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ-এর মর্মার্থ :** এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে– হে মু'মিনগণ! হিজরত না করে যেসব মু'মিন মক্কায় অবস্থান করছেন, তারা যদি তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের ওপর কর্তব্য। তবে এমন জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য করো না, যাদের সাথে তোমাদের 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি সম্পাদিত রয়েছে।

এ আয়াত একটা রাষ্ট্রীয় বিধানকে বহন করে থাকে। যার ব্যাখ্যা হচ্ছে– অনৈসলামিক রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলমানদের ওপর আল্লাহদ্রোহীদের নির্যাতন ও দমন নীতি চালু থাকলে তাদের সাহায্য করা ইসলামি রাষ্ট্রের সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। তবে অন্ধভাবে সাহায্য করা যাবে না; বরং ইনসাফ ও ন্যায় ভিত্তিক সাহায্য করতে হবে। তাদের সাহায্য করতে গিয়ে এমন জাতির বিরুদ্ধে যেন না হয়, যাদের সাথে ইসলামি রাষ্ট্রের চুক্তি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে তাদেরকে বুঝাতে হবে। পরে ঘটনা তদন্ত করে প্রয়োজনে চুক্তি ভঙ্গ করে নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য করতে হবে।

প্রশ্ন-২ : আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল লেখ।

উত্তর॥ শানে নুযুল :

১. ইবনে জারির, সুদ্দি, আবু শায়খ প্রমুখ থেকে বর্ণিত। একদা একজন মুহাজির বলেছিলেন– আমি আমার অমুক মুশরিক আত্মীয়কে এ সম্পদ দিবো, তখন আল্লাহ্ তায়ালা মুমিন ও মুশরিকের সম্পর্ক কেমন হবে, তার বর্ণনা দিয়ে উল্লিখিত আয়াত নাযিল করেন।

২. ইবনে যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সাথে এমন চুক্তি করে, তুমি আমাকে উত্তরাধিকারী বানাবে এবং আমি তোমাকে উত্তরাধিকারী বানাবো। তখন মহান আল্লাহ ধর্মীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে উত্তরাধিকার বানানোর বিষয় মানসুখ করে وَاُولُوا الْاَرْحَامِ الـخ এ আয়াত নাযিল করেন।

প্রশ্ন-৩ : আল্লাহর বাণী, وَالَّذِيْـنَ اٰوَوْا وَنَصَرُوْا দ্বারা কারা উদ্দেশ্য

উত্তর॥ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَنَصَرُوْا এর দ্বারা উদ্দেশ্য : যারা মহান আল্লাহর নির্দেশে দীন ও ঈমানের স্বার্থে নিজেদের সহায়-সম্পদের মায়া ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেছে এ সকল মুহাজিরদেরকে যারা সম্পদের মোহত্যাগ করে আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, তারা হচ্ছে মদিনার নিবেদিত প্রাণ মুসলমানগণ। কেননা, মক্কা থেকে হিজরতকারী মুমিনদেরকে তারাই আশ্রয় দিয়েছে এবং সার্বিক সহযোগিতা করেছে। এজন্যে তাদেরকে اَنْصَارٌ বলা হয়। উল্লিখিত আয়াতাংশ দ্বারা দীনের জন্যে ত্যাগের পরীক্ষায় আনসারগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

প্রশ্ন-৪ : দুআয়াতের মধ্যকার পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অবসান কী? স্পষ্টভাবে জবাব দাও।

উত্তর॥ দুআয়াতের মধ্যকার পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অবসান

أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ-এর অর্থ হচ্ছে– যারা হিজরত করেছে আর যারা সাহায্য করেছে, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক।

আর وَأُولُوْا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ-এর অর্থ হচ্ছে, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। বাহ্য দৃষ্টিতে উভয়ের মাঝে বৈপরীত্য দেখা যায়। এর সমাধানে বলা যায় যে–

১. বাস্তবে উভয় আয়াতের মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কেননা, প্রথমটিতে দীনি সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে আছে, فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ আর দ্বিতীয় আয়াতে জন্মগত সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে।

২. প্রথম আয়াতের মধ্যে দীনের সাথে ঐচ্ছিক সাহায্য ও সামাজিক সম্পর্ক জড়িত। আর দ্বিতীয় আয়াতের সাথে مِيْرَاثٌ তথা ওয়ারিশত্ব জড়িত।

৩. মদিনার প্রথম যুগে আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ওয়ারিশত্বের হক বিজড়িত ছিল। এটাই হচ্ছে, أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ-এর মর্মার্থ। পরে এ বিধান মানসুখ করে আত্মীয়তার ভিত্তিতে মিরাসি সম্পত্তির বিধান প্রবর্তন করে এ আয়াত নাযিল করা হয়–

وَأُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ.

সুতরাং, প্রথম আয়াতটি মানসুখ আর দ্বিতীয় আয়াতটি নাসেখ।

প্রশ্ন-৫ : تحقيق করুন :

উত্তর : নিম্নে تحقيق করা হলো–

هَاجَرُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غائب বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব مفاعلة মাসদার مُهَاجَرَةٌ মাদ্দাহ ه-ج-ر জিনস صحيح অর্থ– তারা হিজরত করল দেশ ত্যাগ করল।

سَبِيْلٌ : এটি اسم جامد ও একবচনের পদ। বহুবচনে سُبُلٌ অর্থ– পথ ও রাস্তা।

اِسْتَنْصَرُوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غائب বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اِسْتِنْصَارٌ মাদ্দাহ ن-ص-ر জিনস صحيح অর্থ– তারা সাহায্য কামনা করল।

مِيْثَاقٌ : সিগাহ واحد كبرى বহুবচনে مَوَاثِيْقٌ এটি ثِقَةٌ মাসদার থেকে নির্গত। মাদ্দাহ و-ث-ق জিনস مثال واوى অর্থ– চুক্তি ও ওয়াদা।

بَصِيْرٌ : সিগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ فَاعِلْ বাব كرم يكرم মাসদার بَصَارَةٌ মাদ্দাহ ب-ص-ر জিনস صحيح অর্থ– সূক্ষ্মদর্শী, মহাদর্শী, প্রত্যক্ষকারী।

أَوَوْا : সিগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غائب বহস اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব ضرب মাসদার اِيْوَاءٌ মাদ্দাহ أ-و-ى জিনস (مركب (مهموزفا ও لفيف مقرون অর্থ– তারা আশ্রয় দিল।

اَوْلِيَاءُ : এটি সিফতের সিগাহ। একবচনে وَلِىٌّ وِلَايَةٌ থেকে তার উৎপত্তি হয়েছে। অর্থ- অভিভাবকগণ ও বন্ধুগণ।

جَاهَدُوْا : সিগাহ جمع مذكر غائب বহস إثبات فعل ماضى معروف বাবে مُفَاعَلَةٌ মাসদার لُمجَاهَدَةٌ মাদ্দাহ ج ـ ه ـ د জিনসে صحيح অর্থ, তারা যুদ্ধ করলো।

اَرْحَامٌ : শব্দটি اِسْمُ جَامِدٍ বহুবচন; একবচনে رَحْمٌ মাদ্দাহ ر ـ ح ـ م জিনসে صحيح অর্থ জরায়ুসমূহ, আত্মীয়স্বজনগণ।